আলেমগণ নানামতে যেতে হবে নবীর পথে

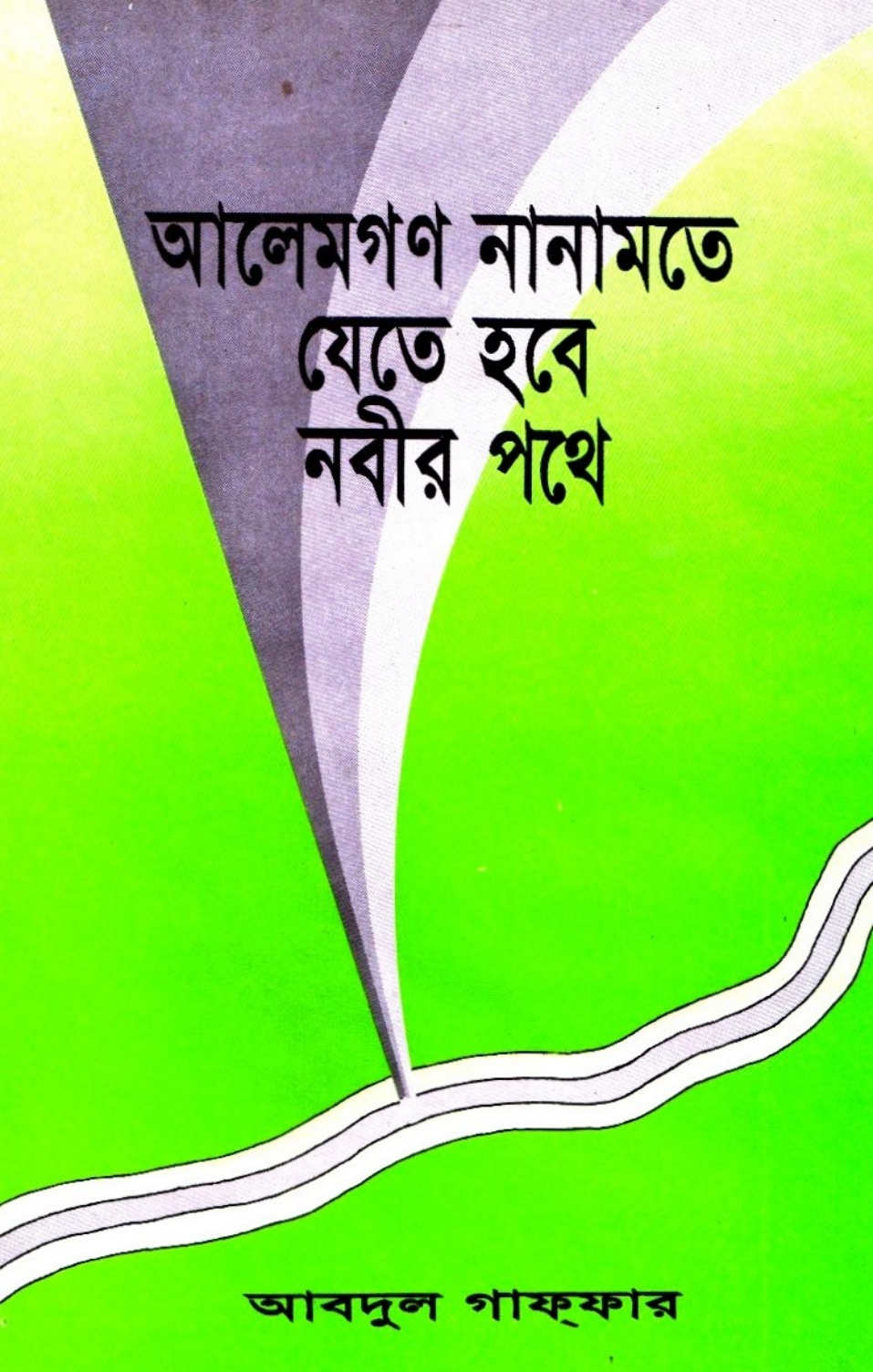

আবদুল গাফ্‌ফার

আলেমগণ নানামতে যেতে হবে নবীর পথে

আবদুল গাফ্‌ফার

খোশবু প্রকাশনী
১৬-সি মধুবাগ-ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
মুজাহীদুল ইসলাম (মনি)
খোশবু প্রকাশনী
১৬-সি মুধুবাগ-ঢাকা

১ম সংস্করণ
শাওয়াল ১৪১৬
ফাল্গুন ১৪০২
মার্চ ১৯৯৬

বিনিময় ঃ ৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
রফ রুফ প্রসেস
৩৪, রূপচাঁন দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

প্রফেসর্স বুক কর্ণার
ওয়ারলেস রেল গেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।

আশা বুক কর্ণার
ওয়ারলেস রেল গেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।

আল হেরা প্রকাশনী
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

খন্দকার প্রকাশনী
৩৯, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

একাডেমী লাইব্রেরী
৪৩, দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

আল আমিন লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

আদর্শ বই বিতান
চাপাই নবাবগঞ্জ।

আল আমিন লাইব্রেরী
সদর রোড, ভোলা।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সাধারণভাবে সমাজে একটি কথা প্রচলিত যে, মুসলমানদের আল্লাহ এক, রসূল এক, কিতাব এক এবং দ্বীন এক। কিন্তু বাস্তবে মুসলমানদের মধ্যে বহু মত, বহু দল এবং বহু তরীকা। মজার কথা হল এই বহু মত ও বহু তরীকা সাধারণ জনগণ তৈরী করেনি। আলেম-পীর অথবা আলেম-পীর নামধারী ব্যক্তিগণের মাধ্যমেই এর প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিভিন্ন মত ও তরীকার দ্বন্দ্ব-কলহের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী মতবাদগুলোও বর্তমান মুসলিম সমাজ ও তাদের চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক বিভ্রান্তির ধুম্রজাল বিস্তার করে দিয়েছে। এই সুযোগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলম-কালামের ধার ধারেনা এমন এক শ্রেণীর মাজার পূজারী ও নেড়া ফকিরও দারুণভাবে উজানো শুরু করেছে। আধুনিক শিক্ষার নামে খোদাহীন বস্তুবাদী চিন্তাধারা মুসলিম উম্মাহর চিন্তা-চেতনার এই বিভ্রান্তিকে ষোলকলায় পূর্ণ করে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এই বিভ্রান্তির কণ্ঠহারে লকেটের মত স্থান করে নিয়েছে। যার ফলে মুসলিম সমাজ কালেমা তাইয়্যেবার মূল চেতনাই প্রায় ভুলে গিয়েছে। আসল কাজ বাদ দিয়ে তাই মুসলিম উম্মাহ নকলের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ সর্ব যুগে আসমানী কিতাবকেই বিধান হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে কুরআনকে পরিহার করে চলছে। মানুষের কথা, পীর-বুজর্গের ও মুরব্বিদের কথা বাস্তবে কুরআন থেকে বেশী গুরুত্ব লাভ করছে। এই অবস্থা প্রায় মুসলিম জাহানের সর্বত্র বিরাজ করছে। বর্তমান শতকে বিশ্বে যে ক'জন সফল ইসলামী চিন্তানায়ক ও সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন তারাও আজ নেই, তাদের অনুসারী দলগুলো চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হলেও বাস্তব জীবনে রসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সরল জীবন মান বহাল রাখতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে না। আধুনিক জীবন মানের স্রোত তাদেরকে আংশিক পরাজিত করেছে বলেই বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়। তারা সত্যের বাস্তব সাক্ষ্য হবে বলে দ্বীন ও উম্মাহর একান্ত আশা ও দাবি ছিল। আশা ছিল তারা আধুনিক সংস্কৃতি ও দেশীয় সংস্কৃতির নামে পরিচিত অপসংস্কৃতির সফল মোকাবিলা করবেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ বিভ্রান্তির আবর্ত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সঠিক ইসলামী চেতনা ও সংস্কৃতির সন্ধান পেতে পারে। কিন্তু দাওয়াত ও চিন্তার ক্ষেত্রে যারা আলোকবর্তিকা হাতে দিক নির্দেশনা দিতে এগিয়ে এলেন বাস্তব জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনমানের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতি

www.pathagar.com

ও জীবনযাত্রার ঢেউ যেন তাদের আলোকবর্তিকাকে মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। অপর দিকে যাদের সরল জীবনযাত্রার বহিরাবরণ জাতির একাংশকে আকর্ষণ করছে তারা কুরআনকে বাস্তব আমল থেকে বাদ দিয়ে জনগণকে মুরব্বি ও বুজর্গের অনুসরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জনমন আকর্ষণ করছে। সব মিলে জনগণ দেখতে পাচ্ছে আলেমগণ নানামতে।

বিগত কয়েক বছর বিভিন্ন মাহফিলে এবং দারসের প্রশ্নোত্তরে বার বার আমাকে একটি প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়েছে। অনেক আলেম, ইমাম, মাদ্রাসার মোদাররিস ও অধ্যক্ষ পর্যন্ত একই প্রশ্ন করেছেন। সাধারণের কথাত বলাই বাহুল্য। তাদের প্রশ্ন, আলেমদের এত মত কেন ? আলেমগণ যদি নানামতে হয় তবে জনগণ কোন্ দিকে যাবে ? বিভিন্ন মহলের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমার বিবেক আমাকে অত্র পুস্তক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পুস্তক রচনার পেছনে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন মহলবিশেষের প্রতি বিন্দুমাত্র কোন অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ কাজ করেনি। আমি কুরআন হাদীসের আলোকে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তি দূরীকরণে কিছুমাত্র কাজ করে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তা গৃহিত হয় তবেই আমি ধন্য। পুস্তকে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, যে কোন সহৃয় ব্যক্তিত্ব ভুলত্রুটি তুলে ধরলে আমি তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আগামী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

অনেক বন্ধু, বুজর্গ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ও স্নেহাস্পদগণ উৎসাহ, উপদেশ ও সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের যথাযথ বিনিময় দান করুন। আমার রবের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন আমাকে তাঁর একনিষ্ঠ গোলামীর পথে পরিচালিত করেন।

—লেখক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. আবহমান কাল থেকেই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন একটি ৫
২. নবীর উম্মতগণই দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে ৭
৩. শেষ নবীর উম্মতগণের অবস্থা ১০
৪. ভাবার বিষয় ১১
৫. আল্লাহ মানুষের মুক্তির জন্য দু'টি জিনিস দিয়েছেন ১৮
৬. সকল নবীর উম্মত ছিলেন মুসলমান ১৮
৭. মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ২১
৮. রোগ নির্ণয় ২২
৯. ঈমানী ও রুহানী রোগসমূহ ২৩
১০. কুরআন থেকে নির্দেশিকা গ্রহণ না করা ২৩
১১. ইসলামের মূল চেতনা ৩২
১২. অন্ধ অনুসরণ ৩৩
১৩. অন্যদলের বিরোধিতা ৩৪
১৪. ক্ষুদ্র মতভেদকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি ৪১
১৫. ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৪৪
১৬. এই সকল রোগ সৃষ্টির কারণ ৫০
১৭. প্রথম কারণ ৫০
১৮. দ্বিতীয় কারণ ৫৫
১৯. তৃতীয় কারণ ৫৭
২০. চতুর্থ কারণ ৬২
২১. আলেমগণ নানা মতে ৬৩
২২. নবীর পথ বাছাই করার পদ্ধতি ৬৫
২৩. মানুষ যাবে কোন্ পথে ৭২
২৪. মনগড়া পথে আল্লাহ খুশী হন না ৭৮
২৫. মু'মিন হতে হলে তাগুতকে বর্জন করতে হবে ৮০
২৬. কালেমার মূল বক্তব্য ৮১
২৭. কালেমা তাইয়্যেবার দাবী ৮৪
২৮. জনগণ কোন্ পথ অনুসরণ করবে ৮৭
২৯. কোন্ কোন্ বিষয়ে আলেমদের মতপার্থক্য বৈধ ৮৯
৩০. দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র ৯২

www.pathagar.com

৩১. ইসলামকে আয়ের উৎস বানানো ৯৬
৩২. অনৈসলামী দল ও সরকার কর্তৃক আলেমদের ব্যবহার ১০১
৩৩. ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ১০২
৩৪. জনগণকে সঠিক ধারণা দিতে হবে ১১১
৩৫. জনগণের করণীয় ১১৪
৩৬. অন্ধ অনুসরণ পরিহার ১১৬
৩৭. অন্ধ অনুসরণের দৃষ্টান্ত ১২১
৩৮. ইকামাতে দ্বীনের কাজ করতে হবে ১২৬
৩৯. ইকামাতে দ্বীন বলতে কি বুঝায় ১২৬
৪০ জিহাদ সংক্রান্ত কিছু হাদীস ১৩২
৪১. সকল মুসলমানদের মনে জিহাদী চেতনা নেই কেন ? ১৩৬
৪২. জিহাদ কেন এবং কার সাথে ১৩৯
৪৩. জিহাদ বিহীন ইসলামের ধারণা এল কি করে ১৪২
৪৪. বহু ইসলামী দলের মধ্যে সঠিক দল কিভাবে বাছাই হবে ১৪৬
৪৫. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের পার্থক্য ১৪৭
৪৬. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের সমন্বয় কিভাবে হতে পারে ? ১৫২
৪৭. ফারায়েজ ও কাবায়ের অবশ্যই মেনে চলতে হবে ১৫৫
৪৮. আংশিক ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পরিত্যাগ করতে হবে ১৫৫
৪৯. ইসলাম বিরোধীদের সাথে একাত্মতা ত্যাগ করতে হবে ১৫৯
৫০. সর্বদা আল্লাহর জিক্‌র করতে হবে এবং তাঁর সাহায্য চাইতে হবে ১৬৫
৫১. প্রকৃত ইসলামী দল কোন্‌টি ? ১৭৪
৫২. প্রকৃত ইসলামী দলের পরিচয় ১৭৯
৫৩. ইসলামী দলের উদ্দেশ্য ১৭৯
৫৪. বিপ্লবের উপযোগী লোক গঠন ১৮০
৫৫. কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিতে দাওয়াত দান ১৮৩
৫৬. তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা ১৮৪
৫৭. নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি ১৮৫
৫৮. বায়তুলমালকে ব্যক্তিগত তহবিল না বানানো ১৮৮
৫৯. অন্যদের সাথে আচরণ ১৯১
৬০. পরামর্শ ভিত্তিক সংগঠন পরিচালনা ১৯৩
৬১. মুহাসাবার (আত্মসমালোচনা) প্রচলন ১৯৪
৬২. শেষ কথা ১৯৪

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আবহমান কাল থেকেই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন একটি

নির্বিশেষে সকল ধর্ম বিশ্বাস করে যে, এ বিশ্বে মানুষের বাস ক্ষণস্থায়ী, এরপর সকলকেই মরতে হবে। অতপর শেষ বিচারের পর শুরু হবে অনন্ত জীবন, যার কোন শেষ নেই। প্রকৃত ধার্মিক যারা তারা সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, এই নিখিল-জাহান তথা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা একজন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি মানুষকে এই দুনিয়ায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। যারা এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে তারা মুক্তি পাবে, আর যারা সফল করতে পারবে না, তারা শাস্তি পাবে এবং এই শাস্তি অনন্তকাল ভোগ করতে হবে। বিশ্ব স্রষ্টা মানব জীবনের সফলতা লাভ ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে মানুষকে অসহায় ছেড়ে দেননি। তিনি প্রথম মানুষকে সফলতার পথ প্রদর্শন হিসেবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

"আমার নিকট থেকে পথনির্দেশ হিসেবে বিধান যাবে, যারা এই বিধানের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।" (সূরা আল বাকারা–৩৮)

তাই বিশ্ব স্রষ্টা সর্বদেশে সর্বকালে মানুষের জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব পাঠিয়েছেন এবং মুক্তির জন্য কিতাবের অনুসরণ এবং নবী-রসূলগণের আনুগত্য অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন। একথা কুরআনে যেমন সত্য, বেদ, বাইবেলেও তেমনি স্পষ্ট। কুরআন মজিদে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَا اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ

www.pathagar.com

وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ج وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ج رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"(হে মুহাম্মাদ) নিশ্চয় তোমার প্রতি অহি পাঠিয়েছি, যেমন নূহ এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট পাঠিয়েছিলাম। আমি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব, ইয়া'কুব বংশধর, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি অহি পাঠিয়েছি। দাউদকে যবুর দিয়েছি এবং পূর্বের সেই রসূলগণের প্রতিও অহি পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার নিকট উল্লেখ করেছি, আর সেই রসূলগণের প্রতিও অহি পাঠিয়েছি যাদের কথা তোমার নিকট উল্লেখ করিনি। মূসার সহিত কথা বলেছি যেভাবে কথা বলতে হয়। সকল রসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, যেন তাঁদের প্রেরণ করার পর লোকদের নিকট আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।"
(সূরা আন নিসা ঃ ১৬৪-১৬৫)

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যুগে যুগে আল্লাহ বহু নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের সকলের কাহিনী শেষ নবী (সা)-কেও বলা হয়নি এবং কুরআনেও উল্লেখ করা হয়নি। একথা ব্যাপক প্রচলিত যে, আল্লাহ একলক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষেরও অধিক নবী প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ সকল নবীর মাধ্যমে মুক্তির জন্য একটিই পথ বা নিয়ম দান করেছেন যার নাম 'ইসলাম' (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পণ)। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلاَمُ

"আল্লাহর নিকট জীবন যাপনের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হল ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

www.pathagar.com

নবীর উম্মতগণই দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একটিই মাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যখন আল্লাহ সকল যুগের এবং সকল স্থানের মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন, তাহলে লক্ষ লক্ষ নবী এবং এত আসমানী কিতাব কেন ? কুরআন হাদীসে এর ব্যাপক উত্তর রয়েছে, আর তা হচ্ছে—নবীদের (আ) ইন্তেকালের পর ঐ নবীদের উম্মত এবং ঐ কিতাবের ধারক হিসেবে পরিচয়দানকারী লোকেরাই কিতাবকে পরিবর্তন করেছে। প্রথমে আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে মানুষের কথাকে সংযুক্ত ও মিশ্রিত করেছে এবং পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে কিতাবের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এমনকি বহু নবীকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে।

এভাবে জনপদ যখন বার বার অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে মেহেরবান আল্লাহ পুনরায় নবী প্রেরণ ও বিধান নাযিল করেছেন। তাছাড়া দিন দিন পৃথিবীতে মানুষ বৃদ্ধি হয়েছে, সমস্যাও বেড়েছে। সকল সমস্যার সমাধানের বিধান যেহেতু আল্লাহই দান করবেন, এ কারণে অনেক নবী ও কিতাব প্রেরিত হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রমাণিত সত্য এই যে, নবীর উম্মতের দাবীদারগণই তাদের কিতাব পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও ধ্বংস করেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মরিস বুকাইলী তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানে'[১] প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলে এমন অনেক কথা রয়েছে যেগুলো প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীত। বিজ্ঞান এবং আল্লাহর কিতাব উভয়টিই আল্লাহর দান। উভয়টিই সত্য। দুই সত্যের মধ্যে কখনো বৈপরিত্য থাকতে পারে না। অতএব বুঝা যায় বাইবেল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর লিখিত বেদ ও পুরানে হযরত মুহাম্মদ[২] পুস্তকে বলেন ঃ "সকল ধর্মের শাশ্বত এবং মৌলিক বিষয়সমূহ অবলোকন করলে ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক, খৃষ্টীয় এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে মূলতঃ কোন বৈসম্য নেই। প্রকৃত পক্ষে পরবর্তী যুগে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ধর্ম যাজকগণ ধর্মের মধ্যে সংযোজন করেছেন। ফলে ধর্মের প্রকৃত রূপ অদৃশ্য ও বিকৃত হয়ে গিয়েছে।"

পবিত্র কুরআনে বার বার বলা হয়েছে যে, শেষ নবী নূতন কোন দ্বীন (ধর্ম) নিয়ে আসেননি বরং তিনি ঐ বিধানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যা তাঁর উপর এবং সকল নবী ও রসূলগণের উপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

---

১. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান ১০, ১১, ১২ ও ১৯ পৃঃ
২. উক্ত পুস্তক ১২৫ পৃঃ

www.pathagar.com

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

"তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি, আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালন কর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের প্রতি, আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী মুসলিম।" (সূরা আল বাকারা-১৩৬)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নবীদের উপর সর্বযুগে একই দ্বীন নাযিল করেছেন। পরবর্তীকালে এই সকল নবীর সাহাবী ও হাওয়ারীদের পরবর্তী স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে ক্রমে নবীর পূর্ণ শরীয়াত অনুসরণ থেকে সরে পড়েছেন এবং বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি করেছেন। শেষ নবীর উম্মতগণও এর ব্যতিক্রম নয়। নিম্নের হাদীস দুটি থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায়।

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّتِهٖ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّاخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ ـ وَيَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ ـ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ رواه مسلم

"হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এমন কোন নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে

www.pathagar.com

পাঠাননি যার উম্মতের মধ্যে তাঁর কোন হাওয়ারী বা সাহাবী ছিলেন না ; তাঁরা সুন্নতের সহিত আমল করতেন ও তাঁর হুকুমের আনুগত্য করতেন। অতপর এমন লোকেরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অন্যদের তাই বলতো, যা নিজেরা করতো না; আর করতো তা-ই যার হুকুম (শরীয়তে) তাদেরকে দেয়া হয়নি। (সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের উদ্ভব হতে পারে)। অতএব যে ব্যক্তি নিজের হাতের দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে সে (পূর্ণ) মু'মিন ; যে মুখের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন, আর যে অন্তত অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপর সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই।"

(মুসলিম, মেশকাত শরীফ ১ম ১৬৯ পৃঃ)

[হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র) বলেন ঃ এ জামানায় ওলামা ও শাসক মণ্ডলী হুজুরের সে খাঁটি সহচরবৃন্দেরই স্থলাভিষিক্ত। একদল এলমে অপর দল শাসনে। সুতরাং এ হাদীসের দর্পণে তাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন চেহারা দেখা উচিৎ। এভাবে জনসাধারণও তাদের কর্তব্য কাজ (জিহাদ) করছে কিনা, তাও ভেবে দেখা আবশ্যক।]

وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لَيَاتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِىْ كَمَا اَتَى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْ وَالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَّنْ اَتَى اُمَّهُ عَلَانِيَةً لَّكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰالِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعُيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِىْ النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا : مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ ـ

رواه ترمذى

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "বনী ইস্রাঈলের যে অবস্থা হয়েছিল আমার উম্মতেরও সে অবস্থা হবে, যেমন, এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার মত হয়। এমনকি, যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে তবে

www.pathagar.com

আমার উম্মতের মধ্যেও তেমন লোক হবে যে অমন কাজ করবে। এছাড়া বনী ইস্রাঈল (আকীদার দিক দিয়ে) বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের সকল দলই জাহান্নামে যাবে একদল ব্যতীত।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, সেটি কোন্ দল?" হুজুর (সা) বললেন, "যে দল আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে।" (তিরমিযী)

শেষ নবীর উম্মতগণের অবস্থা

বিশ্বময় আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, যারা সকলেই নিজেদেরকে শেষ নবীর উম্মত বলে দাবী করি, কিন্তু বাস্তব জীবনে নবীর পথ অনুসরণ করি না, উল্লেখিত হাদীসে নবী (সা) তাদের লক্ষ্য করে বলেছেন যে, বনী ইস্রাঈল বিভক্ত হয়েছিল ৭২ মতে আর তাঁর উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ মতে। এই তিয়াত্তরকে অঙ্কের তিয়াত্তর ধরে, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তিয়াত্তর মত ইতিমধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে এবং চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। যথা ঃ (১) শিয়া (২) খারেজি (৩) কাদারিয়া (মু'তাজিলা) (৪) জাবারিয়া (৫) মুরজিয়া (৬) মুশাব্বিহা। এদের প্রায় দলই আবার নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। যথা–শিয়া ৩২ দলে, খারেজি ১৫ দলে, কাদারিয়া বা মুতাজিলা ১২ দলে, মুরজিয়া ৫ দলে, মুশাব্বিহা ৫ দলে এবং জাবারিয়া ৩ দলে। (৩২+১৫+১২+৫+৫+৩)৭২টি দল হল বাতিল। ইহার সহিত নাজিয়া বা আহলুচ্ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত যোগ করলেই সর্বমোট ৭৩টি হয়।[১]

বিবেচ্য বিষয় হলো নবী (স)-এর ইনতেকালের অল্পকাল পরেই এই সকল বাতিল ফিরকার উদ্ভব হয়ে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ৭২টিতে পরিণত হল। শুধু একটি মাত্র দল রয়ে গেল। যেটিকে ওলামায়ে কেরাম ফিরকায়ে নাজিয়া বা আহলুচ্ছুন্নাতে ওয়াল জামায়াত বলে দাবী করেছেন। উক্ত হাদীস গ্রন্থের ১৮১ নং পৃষ্ঠায় মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী (র) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক দলই দাবী করে যে তারাই সেই নাজিয়া ফেরকা বা আহলুচ্ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং একমাত্র তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।" কিন্তু কারো দাবী নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য দলিল প্রমাণ আবশ্যক। দ্বীনের দলিল প্রমাণ হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস, শুধু আকল ও বুদ্ধি নয়। এই সকল দাবীদারদের বাদ দিয়ে যদি কোন নিরপেক্ষ আদালাত কুরআন হাদীসকে

১. বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড, অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী (র) প্রকাশক এমদাদিয়া লাইব্রেরী পৃ ঃ ১৮১।

www.pathagar.com

সম্মুখে রেখে বিচার করে তাহলে দেখতে পাবে যে, আহলুচ্ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতই সেই ফেরকায়ে নাজিয়া (অর্থাৎ নাজাত পাওয়ার দল)।

(মেশকাত শরীফ ১ম খণ্ড ১৮১ পৃঃ)

ভাবার বিষয়

বর্তমান বিশ্বে আহলুচ্ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের যারা দাবীদার তাদের অবস্থা সামগ্রিকভাবে দেখা সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও বাংলাদেশের অবস্থা অবশ্যই সকলের চোখের সামনে। এখানকার অবস্থা এই যে, এই আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা একে অপরকে কাফের বলে। কোন দল পরিপূর্ণ বিদয়াতে নিমজ্জিত হয়েও দলের নাম দিয়েছে আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত। তারা তাদের দলের বাইরে অবস্থানরত সকল আহলে ছুন্নাত দল ও ব্যক্তিকে কাফের বলে। এমন এমন দলও দেখতে পাওয়া যায়, যারা নাম ধরে ধরে বলে, আশরাফ আলী থানভী কাফের, দেওবন্দীরা কাফের, জামাতিরা কাফের, তাবলীগ জামায়াত কাফের ইত্যাদি। এই ধরনের ফতোয়াবাজি বাংলাদেশে এত ব্যাপক যে, এর জন্য কোন দলিল প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে এই সমাজে জন্মগতভাবে সবকিছু হওয়ার প্রচলন শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত শত বছর পূর্বে হতে, যারা আহলুচ্ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলে পরিচিত তাদের পরবর্তী বংশধরগণ বর্তমানে এমন এমন মতবাদে বিশ্বাসী যে সকল মতবাদ আল্লাহর অস্তিত্বকে-ও স্বীকার করে না, কুরআন মানে না, হাদীস মানে না; মানে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, খোদাহীন গণতন্ত্র, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি। এই সকল খোদাহীন ও খোদাবিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও তারা আহলুচ্ছুন্নাত, তারা মুসলমান। এদের মধ্যে কেউ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনের সন্তান, কেউ পীরজাদা বা আরো অনেক কিছু। এমনও দেখা যায়, কবর পূজা করে, উলঙ্গ পাগলের ওরশ করে, নামাজ পড়ে না, শরীয়াত মানে না তারাও নাকি আহলে ছুন্নাত, মু'মিন এবং মুসলিম। কারণ এদের মতে মুসলমান হওয়া এখন আর ইলম ও আমলের উপর নির্ভরশীল নয়। মুসলমানিত্ব এখন জন্মের ভিত্তিতে হয়। এমনকি জন্মগত ভাবে মানুষ হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস, কাদরীয়া, চিশতিয়া, নকসাবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া এবং আরও অনেক কিছু হয়। কে বলে দিবে অমুক সঠিক অমুক বেঠিক, এরা সুন্নাতী ওরা বিদয়াতী। কোন্ আলেম বলবেন ? তাদের অবস্থাও একই রকম। কেউ দেওবন্দি, কেউ আলিয়া, কেউ ব্রেলভী, কেউ নদভী। এদের অনেকে অনেককে আলেমই মনে করেন না। এমন অবস্থা ব্যাপকভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, কোন কোন ব্যক্তি ঈমানদার মুসলমান বলে দাবী করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জ করে, কিন্তু

www.pathagar.com

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা তো বলেনই না বরং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অন্যায়কে সাহায্য করেন। রসূল (স)-এর নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত নীতির সমর্থন করেন কিন্তু রসূল (স)-এর সমাজ নীতি, অর্থনীতি, সমর নীতি, বিচার নীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সকল নীতির বিরোধিতা করেন বা বিরোধিতাকারিদের সমর্থন করেন। তারপরও তারা নিজেদেরকে মু'মিন এবং মুসলমান মনে করেন। অথচ রসূল (স)-এর জীবিত অবস্থায় যারা এমনটি করতো তাদেরকে মনে করা হতো মুনাফিক। আল্লাহ্ বলেন তাদের স্থান ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।" (নিসা-১৪৫)

মুসলমানগণ যেহেতু কুরআন সুন্নাহর মানদন্ড ভুলে মানবীয় ধারণার মানদন্ড গ্রহণ করেছে তাই ভুল মত ও পথের উপর চলেও লোকেরা নিজেদেরকে মনে করেন খাঁটি মুসলমান। মুসলমান হওয়া এবং মুসলমান হিসাবে টিকে থাকার জন্য জ্ঞান এবং ঈমান এখন তাদের নিকট শর্ত নয়। মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেই মনে করা হয় মুসলমান। যার বাপ-দাদা মুসলমান সে অবশ্যই মুসলমান।[১] ইসলাম মানুক চাই না মানুক জন্মগত কারণে সে মুসলমান, এই মনগড়া ধারণা ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে প্রখ্যাত উর্দু কবি আলতাফ হুসাইন হালি আফসোস করে লিখেছেন ঃ

کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

উচ্চারণ ঃ কারে গায়ের গোরবত কি পুজা তু কাফের
জো ঠাহরায়ে বেটা খোদা কা তু কাফের
ঝোঁকে আগ পর ভর সিজদা তু কাফের
কাওকাবমেঁ মানে কারাশা মা তু কাফের
মাগার মু'মেনো পর কোশাদা হ্যায় রাহেঁ
পরসত শ করে শওক ছে জিছকি চাঁহে
নবী কো জু চাঁহে খোদা কর দেখায়ে

---

১. প্রকৃত সত্য অন্য রকম হলেও বর্তমানে সাধারণ মুসলমানদের ধারণা এই রকম।

www.pathagar.com

ঈমামো কারোত্‌বা নবী ছে বাড়হায়ে
মাজারো পে যা যাকে নজ্‌রিঁ চাড়হায়ে
শাহীদোঁ ছে যাযাকে মাঙ্গে দোয়ায়ে
না তাওহীদ মে কুছ খলল উছ্‌ ছে আয়েঁ
না ইসলাম বিগড়ে না ঈমান যায়ে।

"মূর্তিপূজা করলে সে কাফের,
খোদার পুত্র মানলে সে কাফের,
আগুনকে সিজদা করলে সে কাফের,
তারকার ক্ষমতা মানলে সে কাফের,
কিন্তু মু'মিনের জন্য এসব পথই উন্মুক্ত।
পূজা করতে পারে যারই চাইবে
যার ইচ্ছা নবীকে খোদা বানাতে পারে
ঈমামদের মর্যাদা নবীর থেকে বেশী দিতে পারে
মাজারে গিয়ে নজর নিয়াজ দিতে পারে
শহীদের কবরে গিয়ে প্রার্থনা করতে পারে
তবু না তৌহিদের হবে কোন ক্ষতি,
না ইসলাম নষ্ট হবে না ঈমান যাবে।

বিশ্ব বিখ্যাত এই মুসলিম কবির কবিতায় বর্তমান মুসলিম সমাজের যে চিত্রটি এক নজরে ধরা পড়ে, সেটা হল মুসলমানদের মন-মানসিকতা। তারা মনে করে, তারা যে মুসলমান যে কোন অন্যায় ও শির্ক-বিদয়াত করলেও এই মুসলমানিত্ব ঘুচবে না। কারণ তারা যেন চিরস্থায়ীভাবে মুসলমান। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় হল সকল নবীর উম্মতগণই এ রকম ধারণা করে ক্রমে ক্রমে বাস্তব জীবনে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূর্ব পুরুষের রেওয়াজকেই ইসলাম মনে করে নিয়েছে ; কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সাথে বাস্তব কাজকে মিলিয়ে দেখেনি। ফলে আস্তে আস্তে তারা নবীর পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়। এই সুযোগে ধর্ম ব্যবসায়ী ও কুচক্রি মহল কিতাবের মধ্যে মানুষের কথা ঢুকিয়ে দেয় এবং কালে কালে তাদের থেকে আল্লাহর কিতাব হারিয়ে যায়। পুনরায় আল্লাহ নূতন করে নবী এবং কিতাব পাঠান, কিন্তু ঈমানের দাবীদার এই লোকেরাই ভ্রান্ত ধারণায় পড়ে আল্লাহর নবী ও তাঁর কিতাবকে অস্বীকার করে। ফলে তারা আল্লাহর গজবে পরিবেষ্টিত হয়। আল্লাহ তাদের উপর দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেন এবং আখেরাতে তাদের জন্য কঠিন আজাবের ঘোষণা দেন। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ـ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতাংশে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ভয়ংকর হুমকি দেয়া হল এটা কাদের জন্য ? এটা কি শুধু ইহুদী খৃষ্টানদের জন্য, না সর্বযুগের ঐ সকল ঈমানদারদের জন্য, যারা আল্লাহর নবী ও তাঁর কিতাবের উপর ঈমান আনার পর কিতাবের কিছু মানে এবং কিছু মানে না তাদের জন্য ? সকল মুফাচ্ছির এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর এই অমোঘ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত যারা ঈমান আনবে তাদের সকলের জন্য। তারা যদি আল্লাহর কিতাবের কিছু মানে এবং কিছু না মানে তবে তাদের সকলের জন্যই এই হুকুম। তারা ইহুদী, খৃষ্টান বা মুসলমান যাই হোক।

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা কিতাবের কিছু মানবে কিছু মানবে না তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি।" এই যে কঠিন বিধান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাদের প্রতি নাজিল করলেন কোন্ পাপের জন্য ? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে সেটা ব্যক্তিগত কোন ইবাদত বন্দেগী না করার কারণে নয়। নামাজ, রোজা বা অনুরূপ কোন এবাদতের জন্যও নয়, সেটা হল মুসলমানদের সামাজিক আচরণের জন্য। আল্লাহ বলেন ঃ "স্মরণ কর যখন ইস্রাইল সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন, এতিম ও দরিদ্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে তাদের গৃহ হতে বহিষ্কার করবে না। অতপর তোমরা স্বীকার করেছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। এখন তোমরাই তারা, যারা একে অপরকে হত্যা করছো এবং তোমাদের একদলকে আপন গৃহ হতে বহিষ্কার করছো এবং জুলুম ও বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধ বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে মুক্তিপণ আদায়

www.pathagar.com

করছো। তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান এবং কিছু অস্বীকার কর ? যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩, ৮৪, ৮৫)

আজ বিশ্বময় মুসলমানদের মধ্যে এই অবস্থায়ই কি দেখা যাচ্ছে না ? মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক অবস্থা এবং প্রতিটি মুসলিম দেশের ইসলামপন্থীদের আভ্যন্তরিণ অবস্থার চিত্র কি অবিকল কুরআন বর্ণিত ইহুদী চরিত্রেরই নমুনা নয় ? তাহলে আমরা কি করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, হীনতা এবং আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাব ? আমরা কি কুরআনের সম্পূর্ণ বিধান মানার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াদা করিনি ? বর্তমানে আমরা কি সম্পূর্ণ কুরআনের বিধান মেনে চলি, না অংশ বিশেষ মানি ? উপরে যে তিনটি আয়াত উদ্ধৃত করা হল এই আয়াত তিনটিতে কি কি হুকুম দেয়া হয়েছে, একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—আয়াত তিনটিতে বলা হয়েছে যে, (১) আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো ইবাদত না করা, (২) মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, (৩) মানুষের সহিত সদালাপ করা, (৪) সালাত কায়েম করা। (৫) যাকাত দেয়া (৬) পরস্পর রক্তপাত না করা (৭) আপনজনকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করা ইত্যাদি। আল্লাহর এ সকল বিধান মানার জন্য ইহুদীরা ওয়াদাবদ্ধ ছিল। অতপর তারা কোন্ কোন্ বিধান লংঘন করলো, যে জন্য আল্লাহ তাদের ভয়ংকর শাস্তির হুমকি দিলেন ? তাহল (১) পরস্পরকে হত্যা করা (২) একদল অপর দলকে বহিষ্কার করা (৩) পাপ ও অন্যায় কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করা। অর্থাৎ তারা ৭টি হুকুমের ৩টি লংঘন করলো এবং অন্যরা এর সাহায্য করলো।

বর্তমানে বিশ্বময় মুসলমানদের মধ্যে এই চিত্রই যে হুবহু বিদ্যমান একথা কি বিবেকান্ধ ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে ? তাহলে দুনিয়ার জীবনে হীনতা এবং পরকালের ভয়াবহ আযাব থেকে মুসলমানগণ কি করে রক্ষা পাবে ? মুসলমানগণ আজ কি ভাবছে ? তারা কি কুরআনের যাবতীয় হুকুম আহকাম এবং আইন বিধানের ব্যাপারে চিন্তা করে না, নাকি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ? এই উদাসীনতার পরিণতি কি ? আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ـ

www.pathagar.com

"তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু কান দিয়ে শুনে না। তারাতো পশুর ন্যায় বরং পশুর থেকেও অধম। তারা উদাসীন।"

(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯)

আলোচ্য আয়াতে পশু বলতে বাঘ, সিংহ এই জাতীয় পশু বলা হয়নি বলা হয়েছে اَنْعَامُ অর্থাৎ গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। যাকে নাকে দড়ি দিয়ে যা ইচ্ছা করানো যায়। যেমন গাড়ীটানা মহিষ, কলুর বলদ, ধোপার গাধা ইত্যাদি। আরবীতে 'বাহিমাতুন' অর্থ হিংস্র জানোয়ার। আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, চিন্তা-গবেষণা না করলে মানুষকে শয়তান নাকে দড়ি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যায়। যেমন, পাশ্চাত্যের তথাকথিত প্রগতি আজ বিশ্বময় মুসলমানদেরকে নাকে দড়ি লাগিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র নায়কগণ পাশ্চাত্যের কথায় ওঠে বসে। মুসলিম জনতাও সরকারের ভুল পলিসির কারণে পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবন পরিচালনা করছে। অপর দিকে পথভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ্য ও খৃষ্টান বৈরাগ্যবাদীদের চিন্তা ও কাজ-কর্ম বহু মুসলমানকে বৈরাগ্যবাদের অনুসারী করছে। তারা কুরআন তথা আল্লাহর বাণী বাদ দিয়েছে। নবীর সুন্নাতের প্রাণশক্তিকে ত্যাগ করেছে, আংশিক দ্বীন গ্রহণ করে সাধারণ মুসলমানদেরকে কুরআনের পথনির্দেশ থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। পুরোহিত, পোপ-পাদ্রী তথা ইহুদী-খৃষ্টান আলেম ও পীরগণ যেমন জনগণকে আল্লাহর কিতাবের অনুসারী না করে নিজেদের অন্ধ অনুসারী করেছিল, তদ্রূপ এক শ্রেণীর আলেম নামধারী লেবাস দুরস্ত লোকও আজ সাধারণ মুসলমানদেরকে কুরআন হাদীসের অনুসরণ বাদ দিয়ে অন্ধভাবে মানুষের অনুসরণ শিক্ষা দিচ্ছে এবং মানুষের অনুসারী বানাচ্ছে। এরই ফলে মুসলমানগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় কুরআনের ব্যাপক অনুবাদ ও তাফসীর থাকার পরও পড়ে দেখে না। জীবনে একবার অন্ততঃ তাদের রব তাদের সাথে কি কথা বলেছেন সেটা শুনার চেষ্টাটিও করে না। মনের গভীরে রবের বাণী শুনার আকাঙ্খা পর্যন্ত লালন করে না। মানুষের এ ধরনের অন্ধ অনুসরণকে মানুষ যাই ভাবুক আল্লাহ অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রহণ করেছেন এবং হুশিয়ার করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের আলেম ও দরবেশগণকে রব বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩১)

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"হে ঈমানদার লোকেরা অধিকাংশ আহবার (আলেম) ও রোহবান (পীর) গণ অবশ্যই জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

উক্ত দুইটি আয়াতে আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টান আলেম, পীর এবং জনগণের ভূমিকা তুলে ধরেছেন ঃ (১) জনগণই এই আলেম এবং পীরদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে (২) বাতিল আলেম ও পীরগণ অন্যায় পথে জনগণের টাকা পয়সা ভোগ করছে এবং লোকদেরকে প্রকৃত দ্বীনের পথ থেকে বিরত রাখছে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে কি ধর্মের নামে বহু লোক পীর-বুজর্গের পরিচয়ে জনগণের অর্থ অন্যায়ভাবে অবাধে হাতিয়ে নিচ্ছে না ? জনগণ কি নিজ খরচে তাদের বাড়ী গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আসছে না ? কেন দিচ্ছে ? এই সকল বুজর্গগণ খুব গরীব, খেতে পাচ্ছে না, এই জন্য কি দিচ্ছে ? না তাদেরকে টাকা-পয়সা দিলে অনেক সওয়াব হবে, আল্লাহ খুশী হবেন এবং আখেরে নাজাত হবে এই আশায় দিচ্ছে ? উত্তরে অবশ্যই সকলে বলবেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে নাজাতের জন্যই দিচ্ছে। কুরআন হাদীসের কোথাও এই ধরনের ধনবান বুজর্গদের দান করতে বলা হয়নি, বরং বুজর্গ হতে চাইলে তাদেরকেই দান করতে বলা হয়েছে। কুরআন হাদীসে বার বার আত্মীয়, গরীব, মিসকিন, ইয়াতিম, ফকির ও পথিককে দান করতে বলা হয়েছে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য ব্যাপকভাবে দান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সকল খাতে দান করলে অশেষ সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। ঘরের পাশে, বাড়ীর কাছে, পথে-ঘাটে হাজার হাজার গরীব-মিসকিন পড়ে থাকার পরও শত শত মাইল দূরে যেয়ে লোকেরা এই সমস্ত বড় বড় ধনী লোকদেরকে দান করে আসছে। জনগণের এই টাকা-পয়সা কি তারা হক হালাল পথে ভোগ করছেন ? আল্লাহ যে বলেছেন, অনেক আলেম ও পীরগণ জনগণের টাকা অবৈধ পথে ভোগ করছে এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করছে। সমাজের যে সকল লোক বহু টাকার মালিক হয়েও এইভাবে জনগণের অর্থ ভোগ করছেন তারা কি প্রকৃতপক্ষে অবৈধ পথে এই টাকা খাচ্ছেন না ? মজার কথা হল, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জনগণের পয়সা এইভাবে যারা খাচ্ছে তারাই আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করছেন।

www.pathagar.com

অতএব, দেখা যাচ্ছে মুসলিম জনগণ (১) নামাজ রোজা করা সত্বেও আল্লাহর ঐ সকল বিধান লংঘন করছে, যে বিধান লংঘন করার কারণে আল্লাহ বনী ইস্রাঈলকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন। (২) মুসলিম জনগণের একটা অংশ না বুঝে মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিচ্ছে।

জনগণ না বুঝে এইসব করছে বলার কারণ হল, কুরআন মজিদে আল্লাহ বনী ইস্রাঈল বা আহলে কিতাবদের লক্ষ্য করে যে সমস্ত কথা বলেছেন, মুসলিম জনগণ এই সকল আয়াতের মর্ম সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ শয়তান এবং তথাকথিত বুজর্গগণ জনগণকে বুঝিয়েছে যে, ঐ সকল আয়াত ইহুদী এবং খৃস্টানদের শানে নাজিল হয়েছে, ঐ সকল আয়াতে মুসলমানদের সাবধান করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এটা শয়তানের বড় ধোঁকা যে, শয়তান কুরআন থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখার জন্য বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কুরআন বুঝা এবং তা অনুসরণ থেকে সরানোর জন্য বহু রকম মিথ্যা ও ধুম্রজাল সৃষ্টি করে চলছে।

আল্লাহ মানুষের মুক্তির জন্য দু'টি জিনিস দিয়েছেন

আসল কথা হল আল্লাহ সর্ব যুগে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য দু'টি জিনিস দিয়েছেন ঃ (১) আল্লাহর কিতাব (২) আল্লাহর কিতাব অনুসরণের বাস্তব শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী ও রসূল। সর্বযুগে আল্লাহর কিতাব ও নবী রসূলগণের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তারাই ছিলেন মুসলমান। এই মুসলমানগণই কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে। অতপর তারা তাদের আসল পরিচয় ও নাম (মুসলিম) বাদ দিয়ে দল বা উপদলের নামে পরিচিত হয়েছে। এই রকম একটি দলের নাম বনী ইস্রাইল। এই নামটি একজন নবীর নাম অনুসারে হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর এক নাম ছিল ইস্রাইল। তাঁর এই নাম হতে তাঁর পরবর্তী বংশধর বনী ইস্রাঈল নামে নিজেদেরকে পরিচিত করেছে। ইয়াকুব (আ)-এর এক ছেলের নাম ছিল এহুদা বা ইয়াহুদ—এ নাম থেকে হয়েছে ইহুদী।

সকল নবীর উম্মত ছিলেন মুসলমান

আল্লাহ বলেন, তাঁর নিকট গ্রহণীয় এবং তাঁর নির্ধারিত দ্বীন মাত্র একটি এবং তাহল একমাত্র ইসলাম। ইসলাম যাদের দ্বীন তারাই মুসলিম। সকল নবীরই দ্বীন ছিল ইসলাম। অতএব সকল নবীর উম্মতগণও ছিলেন মুসলিম।

www.pathagar.com

বনী ইস্রাইলগণ যে মুসলমান ছিল সে কথা কুরআনের বহু স্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

"এরই অছিয়ত করেছে সন্তানদেরকে ইব্রাহিম ও ইয়া'কুব। হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৩২)

এই ধরনের বহু আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, বনী ইস্রাঈলগণ পথভ্রষ্ট মুসলমান। কুরআনে এদেরকে উল্লেখ করে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তাতে আখেরী নবীর উম্মতগণকে সাবধান করাই যে লক্ষ্য, সেটা অবশ্যই বুঝা যায়। যে সকল ভুলের কারণে বনী ইস্রাঈলগণ অভিশপ্ত ও গজব প্রাপ্ত হয়েছে, মুসলমানগণ যেন সেই কাজ না করে, করলে তারাও ঐ রকম গজব প্রাপ্ত হবে। অতএব আমরা যেন কুরআনের এই সকল সাবধান বাণী থেকে সঠিক অর্থ গ্রহণ করি এটাই আমার আবেদন। অন্যথায় কারো সমালোচনা করা, কারো ত্রুটি ধরা বা কাকেও হেয় করার জন্য এ লেখা নয়। সকলের নিকট আন্তরিক অনুরোধ তারা যেন আমার এই আবেদনকে একজন ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের মমতা ও মহব্বত হিসেবে গ্রহণ করেন, অন্য কোন ভাবে নয়। অন্যথায় সকল হক্কানী ওলামা- মাশায়েখগণের প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই। এরপরও আমার লেখায় কারো নিকট কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে অনুরোধ থাকলো অনুগ্রহ করে বিষয়টি আমাকে জ্ঞাত করার জন্য। কুরআন সুন্নার ভিত্তিতে কোন ভাই ভুল ধরিয়ে দিলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভুল সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

বনী ইস্রাঈল, নাসারা তথা অন্যান্য পূর্ববর্তী আলেম ওলামা সম্পর্কে কুরআন যে সমস্ত সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে এগুলো উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সাবধান করার জন্য। যেন ভবিষ্যতে ঐ রকম আচরণ করে তারাও আল্লাহর গজবে পরিবেষ্টিত না হয়, এই সকল আয়াত উপলব্ধি করার জন্য একাট বাস্তব উপমা দেয়া হল।

এক ব্যবসায়ীর একটি দোকান ছিল। চারজন কর্মচারী এই দোকান পরিচালনা করতো। দোকান মালিকের নির্দেশ ছিল তার পবিত্র এই দোকান ঘরে যেন কখনো তাস খেলা না হয়। কর্মচারী চারজনই দোকান দেখাশুনা করতো, মালিক মাঝে মধ্যে আসতেন। হঠাৎ একদিন দোকানে এসে মালিক

www.pathagar.com

দেখলেন, কাজ ছেড়ে কর্মচারী চারজনই তাস খেলছে। এটা দেখে মালিকের খুবই রাগ হল। তিনি চারজনকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে, আজকের মত তাদেরকে ক্ষমা করা হল, ভবিষ্যতে যদি এমনটি হয় তবে আর ক্ষমা করা হবে না। বেশ কিছুদিন পর পুনরায় একদিন মালিক দোকানে গিয়ে দেখলেন, চারজনই তাস খেলছে। এবার মালিক চারজনকেই চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে নতুন চারজন কর্মচারী নিয়োগ করলেন। নতুন চারজনকে দায়িত্ব দিয়ে মালিক তাদের নিকট পূর্বের চারজনের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, কেন পূর্ববর্তী চারজনকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। নতুন চারজন কর্মচারীর নিকট পূর্ববর্তী চারজনের ঘটনা বর্ণনার অর্থ কি এই যে, মালিক তাদেরকে গল্প শুনাতে চান ? অথবা এর অর্থ হল এই যে, পূর্ববর্তীদের ঘটনা বলে মালিক নতুনদের সাবধান করতে চান, যাতে তারা পূর্ববর্তীদের মত কাজ করে চাকুরীচ্যুত না হয়। আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন পূর্ববর্তীদের ঘটনা বর্ণনার প্রকৃত অর্থ নতুনদেরকে সাবধান করা। অতএব পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইহুদী-খৃস্টানদের লক্ষ্য করে যে সকল কথা বলেছেন এগুলো কিস্‌সা কাহিনী শুনানো নয় বরং উম্মতে মুহাম্মাদীকে ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্যই আল্লাহ এই সকল ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনী ইস্রাঈলদের থেকে কি কি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আর বনী ইস্রাঈল কোন্ সমস্ত হুকুম অমান্য করে গজবে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই গজব থেকে বাঁচার জন্য প্রতিদিন নামাজে আমরা আল্লাহর নিকট বলি—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

"(হে আল্লাহ) আমাদিগকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদের তুমি নিয়ামত দান করেছ, তাদের পথে নয় যারা গজব প্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।" (সূরা আল ফাতিহা)

আল্লাহ বনী ইস্রাঈলের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে কুরআনে বহুস্থানে বর্ণনা করেছেন, যেগুলো পাঠে বুঝা যায় যে, আল্লাহ এই জাতিকে কত বড় মর্যাদাবান করেছিলেন। এতকিছু সত্যেও আল্লাহ তাদের উপর গজব নাযিল করেছেন। আল্লাহর নিয়ামতকে অবজ্ঞা করলে সেই জাতিকে আল্লাহ গজবে ধ্বংস করেন। এটা আল্লাহর স্থায়ী নীতি। কুরআনে বহু স্থানে শেষ নবীকে আল্লাহ বলেছেন যে, তাঁর নীতির কোন পরিবর্তন নেই। আল্লাহর নীতি এমন নয় এবং হতে পারে না যে, বনী ইস্রাঈলের জন্য এক রকম উম্মতে মুহাম্মদীর

www.pathagar.com

জন্য আলাদা রকম। বনী ইস্রাঈল যে অন্যায় করলে গজব দেবেন উম্মতে মুহাম্মদীকে একই অন্যায় করলে অনুগ্রহ করবেন। যাই হোক, বনী ইস্রাঈলের মর্যাদার দু'একটি আয়াত উল্লেখ করছি, সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীকে কি দিয়েছেন সেটাও উদ্ধৃত করছি, আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ج فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ط بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

"আমি বনী ইস্রাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিজিক দিয়েছিলাম, আরো দিয়েছিলাম বিশ্ব-জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম। জ্ঞান (ইলম) আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত (নিজেদের মধ্যে) বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল ; তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো, কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক এর ফায়সালা করবেন। অতপর (হে মুহাম্মাদ) আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি শরীয়তের উপর, সুতরাং তুমি এই শরীয়তের অনুসরণ কর এবং অজ্ঞ লোকদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। (সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৬-১৮)

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

বিশ্বের বুকে মুসলমানগণই একমাত্র ভাগ্যবান জাতি, যাদের নিকট আল্লাহর কিতাব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। অপর দিকে তারাই সবচেয়ে দুর্ভাগা জাতি যে, তারা আল্লাহর এই মহাগ্রন্থ থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করছে না। তারা আল্লাহর গজব প্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট জাতি থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করছে এবং নিজেরা পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত আছে। এই কথা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, দলের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি সত্য পীর ও আলেমদের ক্ষেত্রেও। এক কথায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমান সকলেই প্রায় এর মধ্যে নিমজ্জিত।

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে আমরা হাদীস উল্লেখ করেছি যাতে প্রিয় নবী (স) বলেছেন যে, মুসলমানদের বহু মতের মধ্যে একটি মতের অনুসারীরাই নাজী অর্থাৎ নাজাত পাবে। বাকি সব গায়ের নাজী অর্থাৎ নাজাত পাবে না। বর্তমানে মুসলমানদের এত দল মতের মধ্যে সেই মতটির অনুসারীরাও অবশ্যই বর্তমান আছে। অতএব সেই মত অর্থাৎ সেই চিন্তাধারাকে বাছাই করেই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় নাজাত পাওয়া সম্ভব হবে না।

বিষয়টি বড়ই কঠিন, কারণ মুসলমানদের মধ্যে যত মত আছে সকল মতই নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বুঝাচ্ছে যে, তারাই ঠিক পথে আছে। আর সকলেই ভুল বা বাতিল। এ ধরনের একটি গোলক ধাঁধায় মুসলমানগণ আজ নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং পরস্পর বিবাদের মাধ্যমে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে। এইভাবে ভুল পথকে যদি সঠিক মনে করে চলা হয় তবে আখেরাতে নাজাত পাওয়া যাবে কি ? কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে দেখলে এভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি না। তবে কি মুক্তি পাওয়ার রাস্তা আমাদের জন্য খোলা নেই ? অবশ্যই আছে, বর্তমান এই গোলক ধাঁধার মধ্যে সে পথ বাছাই করাটাই কঠিন, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী। অবশ্য একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত বাকি সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে পারলে পথ বাছাই করা মোটেই কঠিন নয়। বর্তমান পুস্তকে সেই পথ বের করার বিষয়টি নিয়েই ক্রমান্বয়ে আলোচনা চলবে, ইনশাআল্লাহ।

রোগ নির্ণয়

রোগকষ্ট এবং রোগ বৃদ্ধির মারাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের কারণ নির্ণয় করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কি রোগ হয়েছে, রোগজীবানু কোন্ পথে ঢুকেছে এবং এই জীবানু কোথায় লুকিয়ে থেকে বিনাস সাধন করছে সেটা চিহ্নিত করণ এবং জীবানু ধ্বংস করা বা বের করার পথটি স্থির করা প্রথম প্রয়োজন। এই পর্যায়ে দেখতে হবে এমন কি কি মারাত্মক রোগ আছে যার একটিতে আক্রান্ত হলেই মৃত্যুর আশংকা বিদ্যমান। যেমন, দেহের সকল অঙ্গ ঠিক আছে, একটি অংগে ক্যান্সার হয়েছে। এই একটি স্থানের ক্যান্সারই সারা দেহ ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যথাসময়ে এই ক্যান্সার উৎপাটিত করতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। এইভাবে দেহের সব কিছু ভাল আছে, যেমন হার্ট ভাল, লাঙ্গ ভাল (ফুসফুস), লিভার ভাল কিন্তু কিডনি দু'টো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় অন্য সকল অংগ ঠিক থাকলেও রোগী মারা যাবে। অপরদিকে সব ঠিক আছে শুধু লিভার নষ্ট হয়েছে অথবা সব ঠিক হার্ট নষ্ট হয়েছে, রোগী বাঁচবে না। অতএব জীবনে বেঁচে থাকতে

www.pathagar.com

হলে এই সকল রোগ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং এই সকল গুরুত্বপূর্ণ অংগ সমূহকে সুস্থ রাখতে হবে। অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত।

অনুরূপভাবে দেখা যায় মুসলমানদের ঈমান ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এমন এমন রোগ জন্ম নেয় যার একটি রোগ মুসলিম জাতি সত্তাকে বিনাশ করে দিতে পারে। মুসলমান জাতির মধ্যে মারাত্মক এই ঈমানী বা রুহানী রোগ কোন্‌গুলো ? মুসলিম জাতির ঐক্য ও মুসলিম জাতিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই সকল রোগ চিহ্নিত হওয়া দরকার।

ঈমানী ও রূহানী রোগসমূহ

১. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নির্দেশিকা গ্রহণ না করে মানুষের মনগড়া কথার অনুসরণ ।
২. অন্ধ অনুসরণ ।
৩. অন্য দলের বিরোধিতা।
৪. ক্ষুদ্র মতভেদকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি।
৫. ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা।

কুরআন থেকে নির্দেশিকা গ্রহণ না করা

একথা প্রমাণ করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই যে, অধিকাংশ মুসলমান বর্তমানে হেদায়াত, উপদেশ, সঠিকজ্ঞান, আত্মগঠন, কর্মনীতি গ্রহণ ও কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য কুরআন মজিদ পাঠ করে না। যদি তারা এইসব অর্জন করার জন্য কুরআন পাঠ করতো, তাহলে তারা অবশ্যই কুরআন বুঝার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল সর্বাধিক গুরুত্বদান করাতো দূরের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ কুরআন বুঝা দরকারই মনে করে না। তারা মনে করে কুরআন না বুঝে যত বেশী খতম করা যায় ততই সওয়াব হয়। না বুঝে শুধু খতম করলেই কি যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব ? অবশ্যই নয়। কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। শত শত মাদ্রাসা হচ্ছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কুরআন বুঝার তাকিদ নেই।

মনে করা যেতে পারে, আমরা সকলে কুরআন না বুঝলেও আমাদের ওলামা, মাশায়েখ, পীর-বুজর্গগণতো বুঝেন। সমস্যার জটজাল এখানেই। আল্লাহতো এই কথা বলেননি যে, কিছু লোক কুরআন বুঝলেই চলবে বরং আল্লাহ ও রসূলের কথা হল যারা বুঝেছেন তারা যারা বোঝেনি তাদের বুঝাতে থাকবেন এবং শুনাতে থাকবেন আল্লাহর কালাম, নিজের কথা বা কোন বুজর্গের কথা নয়। যতদিন দুনিয়া থাকবে এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

যেমন, নৌকা যতদিন চলবে নৌকার পানি সেচার কাজও ততদিন চলতে থাকবে। যদি কখনো পানি সেচার কাজ বন্ধ হয়ে যায় তবে কিছু সময় পর পানি উঠে নৌকা ভরে যাবে, ফলে নৌকাডুবি ঘটবে। যাত্রীগণ আর পাড়ে যেতে পারবে না। দ্বীনের নৌকার পানি হল জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা। পানি সিঞ্চন হল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানার্জন। এই কুরআনী জ্ঞানের পানি সিঞ্চন বন্ধ হলে, দ্বীনের নৌকা জাহেলী পানিতে ভরে যাবে, ফলে নৌকা ডুববে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনকে কোন গোষ্ঠি বা গ্রুপের জন্য পাঠাননি। সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ○

"রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। তা গোটা মানবজাতির জন্য জীবনযাপনের বিধান।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

আজ কুরআন বুঝার চেষ্টা না করে শুধুই কবিতার মত পাঠ করা হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি কারক তৈরী করা হচ্ছে কিন্তু বুঝার ব্যাপারটি তেমন কোন গুরুত্ব লাভ করছে না, অথচ আল্লাহ তো নবীকে কবিতা শিক্ষা দেননি বা কাব্য চর্চার জন্য কুরআন পাঠাননি। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

"আমি রসূলকে (স) কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং ইহা তার জন্য শোভনীয় নয়। ইহাতো উপদেশ, নসিহত এবং সুস্পষ্ট পাঠ যেন উহা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সতর্ক করে দেয় যারা জীবিত আছে (যারা জাগ্রত চিত্ত, যাদের আত্মা মরেনি) এবং অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির অকাট্য দলিল হতে পারে।" (সূরা ইয়া-সীন ঃ ৬৯-৭০)

الٓرٰ ۣ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

"আলিফ লাম রা। (হে মুহাম্মাদ) ইহা একখানি কিতাব যা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যেন তুমি লোকদেরকে তাদের রবের অনুমতি ক্রমে জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে আস—তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী এবং নিজেই প্রশংসিত।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১-২)

www.pathagar.com

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

"ইহা মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও শিক্ষা।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

"হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে এবং তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"
(সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ط وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ১০৪)

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ـ

"তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ কর।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ১০৬)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً ط لَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"সত্য ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ (complete) এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সব শোনেন এবং সব জানেন।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ১১৫)

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

www.pathagar.com

"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে, তারাতো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ১১৬)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

"আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময় সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা আল আনয়াম ঃ ১৫৫)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ○

"আমি প্রত্যেক রসূলকে স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪)

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ○ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

"যারা কুরআনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে, শপথ তোমার প্রতিপালকের, আমি ওদের সকলকে প্রশ্ন করবই।" (সূরা আল হিজর ঃ ৯১-৯২)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○

"বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পর সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ○

"আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বর্ননা করেছি মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।" (কাহাফ ঃ ৫৪)

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মর্ম ভালভাবে বুঝে নেয়ার পর কোন ঈমানদার ব্যক্তি কি মনে করতে পারে যে, কুরআন বুঝার কোন চেষ্টা না করে সে আল্লাহ এ}ং তাঁর দ্বীনকে উপলব্ধি করতে পারবে ? এই বাস্তব কারণে আজ

www.pathagar.com

মুসলমান হয়েও আমরা পূর্ণাঙ্গ<ইসলামকে উপলব্ধি করতে পারছি না। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন, কুরআন হল সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে দান করেছেন। অতএব কুরআন না বুঝে দ্বীনের মর্ম বুঝা সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই আমরা কুরআনকে ভক্তি করি এবং ভালবাসি। কিন্তু জ্ঞানের অভাবে যদি কেউ আদর করে তার পালিত ঈগলের নখরগুলো সুন্দর করে গোড়া থেকে কেটে দেয়, ঠোটের বাঁকা অংশটুকু ভালবেসে ছেঁটে দেয়, তাহলে ভালবাসা যতই থাক ঈগল আর ঈগল থাকলো না। কিন্তু এমনও হতে পারে ঈগলের মালিকের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে কোন দুশমন ভুল বা মিথ্যে বুঝিয়ে ঈগলের মালিকের দ্বারাই ঈগলের ধারালো নখ ও ঠোট কাটিয়ে ঈগলের কার্য শক্তি নষ্ট করে দিতে চায়। যেমন ভাবে অজ্ঞ ভক্তদের দ্বারাই তাদের ভক্তি ভাজনকে হত্যা করা যায়। কথিত আছে এক ভন্ড দরবেশ মিথ্যা কারামত দেখিয়ে অনেক ভক্ত জড়ো করলো এবং বহু অর্থ সম্পদ কামাই করলো। দরবেশের এক দুশমন ভক্তদের দিয়েই দরবেশকে হত্যা করে ফেললো। দুশমন প্রথমে দরবেশকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল, অতপর পরিকল্পিতভাবে সে দরবেশের মুরিদের দলে ভর্তি হয়ে গেল। অল্পদিনে বেশী টাকা পয়সা ও নজর নিয়াজ দিয়ে সে দরবেশের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে গেল। একদিন দরবেশ তার ভক্তমণ্ডলি নিয়ে বসেছে, এমন সময় ভক্তবেশী দুশমন এসে ঘোষণা করলো যে, গতরাতে সে স্বপ্নে দেখেছে যে, তার হুজুর এতবড় বুজর্গ যে, যার নিকট তাঁর (দরবেশের) একটি চুল এবং দাড়ী থাকবে সে বিনা হিসেবে বেহেশতে চলে যাবে।

এই কথা বলে ভক্তবেশী দুশমন দরবেশের চুল এবং দাড়ি ধরে টান মারতেই সকল ভক্ত দরবেশের চুল এবং দাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। পাছে যদি এই মূল্যবান চুল দাড়ি পাওয়া না যায়, এই ভয়ে সকলেই এক সাথে চুল দাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়ার ফলে দরবেশের অবস্থা কাহিল। কার কথা কে শুনে, বিনা শ্রমে বেহেশত পাওয়ার ব্যাপার। এইভাবে শত লোকের টানাটানিতে দরবেশের জীবন প্রদীপই নির্বাপিত হয়ে গেল। দরবেশকে দাফন করে সকল শিষ্য আনন্দে আত্মহারা। কারণ জান্নাত তাদের হাসিল হয়ে গিয়েছে। এখন যে কেউ তাদেরকে যা-ই বলুক, তারা অন্ধ। তারা মনে করে অতবড় দরবেশের এতবড় শিষ্য তার স্বপ্ন কি মিথ্যা হতে পারে? তাই দরবেশের ভক্তগণ কোন কথা শুনতে রাজি নয়, সেটা কুরআন হাদীস যাই হোক। কারণ দরবেশ বলে গেছেন, তার ভক্তগণ তার কথা ছাড়া অন্য কিছুতে কান দিলে বেহেশত হারাবে। অতএব কুরআনের কথায় কান দিয়ে পাওয়া বেহেশত যদি হাত ছাড়া হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বর্তমান যুগে আমরাও তেমনি ধরনের কুরআন ভক্ত হয়ে পড়েছি। আমরা শুনেছি ভক্তের মুখে কুরআন শুধু তেলাওয়াত করতে হবে আর বারবার খতম দিতে হবে। আর কোন কথা নেই, কুরআনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বক্তব্য, হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ আমাদের মুরব্বিগণ বলে দিয়েছেন, কুরআন বুঝলে ক্ষতি, না বুঝে পাঠ করলেই সওয়াব। বুঝার ব্যাপারত বহু পূর্বেই মিমাংসা হয়ে গেছে। আমাদের আকাবেরীন (বুজর্গগণ) কুরআনের মাখন তুলে আমাদের জন্য মেইড ইজি অথবা নোট বানিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন শুধু ঐ নোট পড়লেই পরীক্ষায় পাশ। নোটগুলো হল ফিকাহ বা মাসলা-মাসায়েলের কিতাব। এখন কুরআন বুঝার জন্য সময় ব্যয় করা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এই সময়ে যদি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সূরা খতম করা যায় তাহলে কত সওয়াব হবে। কুরআন বুঝলে বা বাংলা তাফসীর পড়লে কি সওয়াব হবে ? এইভাবে দরবেশের ভক্তের মত আমরা কুরআন ভক্তগণও কুরআনের চুল দাড়ি ছিড়ে কুরআনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। কুরআনকে আমরা কুরআন রাখিনি, কাব্যে পরিণত করেছি। এখন শুধু তোতা পাখীর মত কুরআন পড়ছি মাত্র। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

"তোমাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি কুরআন নাজিল করিনি। ইহাতো একটি স্মারক এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে।"
(সূরা তা-হা ঃ ২-৩)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

"এইরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে ওরা ভয় করে অথবা ইহা হয় ওদের জন্য উপদেশ।" (সূরা তা-হা ঃ ১১৩)

কুরআন চর্চা বাদ দিয়ে আমরা অন্যান্য বই পুস্তক কিতাবাদী যাই চর্চা করি না কেন প্রকৃত মুসলিমের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারব না এবং সঠিক পথ পাব না। কারণ মানব লিখিত পুস্তক ও আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের মধ্যে হাজারো পার্থক্য বিদ্যমান যার কোন তুলনাই হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা আসবে সকল সমস্যার সমাধান এবং দিকনির্দেশনা কুরআন থেকে পাওয়া যাবে। কুরআন হল মূল ভাণ্ডার। যে কোন যুগে যে কোন সমস্যা দেখা

www.pathagar.com

দেবে তার সমাধান কুরআনে পাওয়া যাবে। সকল যুগের মানুষ কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিলে সেই যুগের সকল সমস্যার সমাধান পাবে। অপর দিকে যুগের মনীষীদের লেখায় সকল যুগের সমস্যার পূর্ণ সমাধান থাকবে না। কারণ যুগের ইমাম তাঁর যুগের যে সমস্ত সমস্যা দেখতে পান, তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কুরআন গবেষণা করেন। তাতে অনেক কিছু থাকবে কিন্তু পরবর্তী যুগের সকল সমস্যার সমাধান থাকবে না।

কুরআনে শুধু মাসলা-মাসায়েল, বিধি-বিধান ও আইন-কানুনই বর্ণিত হয়নি। কুরআনে বিশ্ব-নিখিল ও নভোমণ্ডল সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে এমন প্রাণস্পর্শি বর্ণনা আছে যেগুলো বুঝে অধ্যয়ন করলে মানুষের অন্তর বিগলিত হয়। অন্য কারো কথায় এমনটি হওয়া কক্ষনো সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের অন্তর হল আসল। এই অন্তরে রোগ হলে দুনিয়ার ডাক্তার বা দুনিয়ার ঔষধ কাজে লাগবে না। এই অন্তর বা রূহের রোগের ঔষধ হল কুরআন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

"হে মানুষ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার এবং ঈমানদারদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া।" (সূরা ইউনুস ঃ ৫৭)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

"যদি আমি এই কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তুমি অবশ্যই দেখতে পর্বত নত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এগুলো উদাহরণ এই জন্য দিচ্ছি যেন লোকেরা চিন্তা-গবেষণা করে।"

(সূরা আল হাশর ঃ ২১)

এই কথাগুলোর যে প্রভাব মানব হৃদয়ে পড়বে কোন মানুষের লেখা পড়ে কি সে রকম হতে পারে ? ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, মক্কায় যে সকল বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেছেন ; তারা বিশেষভাবে

www.pathagar.com

কুরআনের আকর্ষণেই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য নবী (স)-এর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রও তাতে সোনায় সোহাগার কাজ করেছে। মক্কার কোরাইশ সর্দারগণ যখন উপলব্ধি করলো যে, যারাই মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনেছে তারাই আল্লাহর এই মহান কালামের কাছে নিজ মস্তক অবনত করে দিয়েছে। হযরত ওমরের মত লৌহমানবও কুরআনের সামনে মাথানত করে দিয়েছেন। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না হলে এমন শত শত দৃষ্টান্ত বর্তমান সময় পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। কুরআনের মহা আকর্ষণ শক্তি টের পেয়েই কাফের সর্দারগণ কুরআনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ـ

"কাফেরগণ বলে যে, তোমরা এ কুরআন শুন না, কুরআন প্রচারকালে সোরগোল কর, আশা করা যায় (এই পথে) তোমরা জয়ী হতে পারবে।"
(সূরা হামীম আস-সাজদা ঃ ২৬)

কুরআন মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাটতি দূর করে। নবী (স)-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও যখন গনীমতের মালকে কেন্দ্র করে মুসলিম ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক একটু অসন্তোষ দেখা দিল। কুরআন নিমিষেই তা দূর করে দিল।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ س وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

"লোকে তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, গনীমতের মাল আল্লাহ এবং রসূলের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কর, নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক। ঈমানদারতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয়। যখন তাঁর

www.pathagar.com

আয়াত পাঠ করা হয় তখন উহা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।" (সূরা আল আনফাল ঃ ১-২)

পারস্পরিক মতভেদ দূরীকরণে কুরআনই উত্তম ভূমিকা রাখতে পারে অন্য কারো কথা নয়। ইমাম আবু হানিফার অনেক মূল্যবান কথাও আহলে হাদীস, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের নরম করে না বরং আরো শক্ত করে। অনুরূপ অন্য ইমামের কথায়ই হানাফীগণও নত হয় না।

সুতরাং কুরআন (বুঝে) না পড়ে যখন মানুষ নিজ নিজ দলের বা মতের ইমাম, নেতা, শায়খ বা মুরব্বিদের কথার চর্চায় বেশী বেশী মগ্ন হয় তখন তাদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত দলভক্তি, নেতাভক্তি সৃষ্টি হলেও কুরআন এবং আল্লাহ ভক্তি কমই পয়দা হয়। তারা দলীয় বা মুরব্বির লেখা পুস্তক আরবী হলেও তার বঙ্গানুবাদ পড়ে, হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার থেকে পছন্দমত কিছু হাদীস দলীয় মুরব্বি অনুবাদ করে দিলে বাংলায় পড়ে। কিন্তু কুরআনের বঙ্গানুবাদ বা বাংলা তাফসীর পড়তে রাজি হয় না। এইভাবে তাদের মানসিক গঠন এমন হয়ে যায় যে, আল্লাহর কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে তারা মজা পায় না, ধৈর্য থাকে না। এমনও দেখা যায় যে, মসজিদে তাফসীর হচ্ছে তারা তা না শুনে হয়ত পাশেই একস্থানে জিকর বা তসবীহ করতে থাকে। অথবা আল্লাহর কালাম না শুনে সরে যেয়ে অন্য কোন ব্যক্তির বয়ান শুনতে আরম্ভ করে। এইভাবে তাদের দিল থেকে কুরআনের আকর্ষণ এমনভাবে উঠে যায় দেখলে মনে হয় কুরআনের ব্যাপারে তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ। আল্লাহ বলেন ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ○

"তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৪)

মুসলমানগণ যদি অভিনিবেশ সহকারে কুরআন পড়তো তাহলে তারা মতপার্থক্য সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন তা জানতে এবং উপলব্ধি করতে পারতো। তাহলে যে কোন ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্ব তাদেরকে অন্ধভাবে অপর মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারতো না। কুরআনের আলোতে তারা মতভেদের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে পারতো। মতভেদ সত্ত্বেও তারা ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতো. এবং ভারসাম্যমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সম্মত হতো। কুরআন অধ্যয়নের অভাবে প্রকৃত ইসলামী চেতনা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে একটু চেতনা দেখা দিলেও অনৈক্যের আগুনে পুড়ে তা শেষ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ইসলামের মূল চেতনা

ইসলামের মূল চেতনা হল কালেমায়ে তাইয়্যেবা। যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়নি, এক মাস রোজা ফরজ হয়নি, হজ্জ, জাকাত বা কোন শরীয়তী বিধানও নাজিল হয়নি, তখন একটি কথাই ছিল ইসলামী চেতনার উৎস। আর এটাই ছিল কাফেরদের বিরোধিতার মূল কারণ। সে কথা হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট মাথানত করবে না, কারো ইবাদত করবে না, কারো আইন ও হুকুম মানবে না। আসলে এই কালেমা হল আল্লাহর জমিন এবং মানব হৃদয় থেকে গায়রুল্লাহ্‌র উৎখাতের ঘোষণা। অর্থাৎ মানব হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো স্থান হবে না যাকে সিজদা করা যায় অথবা যার নিকট প্রার্থনা করা যায়। অপর দিকে আল্লাহর জমিনে এমন কোন রাষ্ট্র প্রধান হবে না, আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে যার আইন মানা যায়। এমন কোন শক্তি থাকবে না আল্লাহর অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বাদ দিয়ে যার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সমাজে চালু হতে পারে। আল্লাহ ছাড়া মানুষের অন্তরে এবং সমাজে কারো প্রাধান্য, ভয় ও অগ্রগণ্যতা থাকবে না। এটাই কালেমা তাইয়্যেবার মূল চেতনা। তাই দেখা যায়, এই কালেমার শুরু 'লা' শব্দ দ্বারা হয়েছে অর্থাৎ হৃদয় ও জগত থেকে গায়রুল্লাহর উৎখাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই কারণেই সর্বযুগের কুফরী চেতনা এই কালেমার আওয়াজকে স্তব্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিগণ ধর্মযাজকগণকে সাথে নিয়ে এই তাওহীদী চেতনা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন অত্যাচারই তৌহীদে বিশ্বাসীদের এই চেতনা ধ্বংস করতে পারেনি। আর একমাত্র কুরআনই এই চেতনাকে উজ্জীবিত রেখেছে। যে চেতনায় তারা ঘর-বাড়ী, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করেছে, সেই চেতনা সতেজ রাখার মূল শক্তি কুরআন। যুগ যুগ ব্যাপী মুসলমানগণের কুরআনকে গভীরভাবে উপলব্ধির চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত থাকার কারণে আজ তাদের মধ্যে তৌহীদের সেই চেতনা সতেজ ও দীপ্ত নেই। ফলে শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে আজ অবাধে চলছে সুদ, ঘুষ, মদ, জিনা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, জুয়া, শির্ক, বিদ্‌য়াত তথা সবরকম ইসলাম বিরোধী আইন কানুন। অপর দিকে নামাজি, রোজাদার, ইবাদাতগুজার মুসলমানগণই তৌহীদি চেতনা বিধ্বংসী জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সহ খোদাহীন তন্ত্রমন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ও লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। এ যেন যে ডালে বসেছে সে ডালই কাটছে। পরহেজগারীর দাবীদারগণ নানা তন্ত্রমন্ত্র ও মতবাদের পক্ষে কাজ করছে। কারণ, তারা ওদের ভয় পায়। তারা ভীত সন্ত্রস্ত তাদের জানমাল বাড়ী-ঘর, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদির

www.pathagar.com

নিরাপত্তার জন্য। সে চেতনা আজকের মুসলমানদের মধ্যে নেই, যে চেতনা ১৪০০ বছর পূর্বে আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

"হে নবী বলে দিন—যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের সেই মাল যা তোমরা উপার্জন করেছো, সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়াকে ভয় কর, তোমাদের ঘরবাড়ী যাকে খুব পছন্দ কর। যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ হতে বেশী প্রিয় হয় তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (গজবের সিদ্ধান্ত) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের কখনো পছন্দ করেন না।" (সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

প্রকৃতপক্ষে তৌহীদের এই চেতনাই হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র চেতনা। দেশী বিদেশী সকল ইসলামের দুশমন শক্তি এই জিহাদী চেতনার ভয়ে ভীত। যদি জিহাদী চেতনা মুসলমানদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয় তাহলে তাদের সমূহ বিপদ। তাই সারা বিশ্বের ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলমানদের জিহাদী চেতনা বিলুপ্ত করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে আছে। এমন কোন কৌশল নেই যা তারা ব্যবহার করছে না। যেহেতু জিহাদী চেতনার মূল উৎস কুরআন তাই মানুষ এবং জ্বিন উভয় শয়তানের বড় মাথা ব্যথা কুরআন নিয়ে। কুরআন ধ্বংস করা সম্ভব নয়, তাই কুরআন বুঝা থেকে বিরত রাখার ষড়যন্ত্রই তাদের প্রধান হাতিয়ার।

অন্ধ অনুসরণ

দুই নম্বর রোগ হল অন্ধ অনুসরণ। এটি আজ দারুণ এক পাথরের মত মুসলিম সমাজ দেহে চেপে বসেছে। কুরআন হাদীসের আলোকে নিজ বিবেক দিয়ে সত্যাসত্য যাচাই করার প্রবণতা আজ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যে যাকে

www.pathagar.com

মানে তার কথায় এত অন্ধ হয়ে যায় যে, কুরআনও যদি এর বিপরীত কথা বলে, তাহলেও কুরআন কি বলতে চায় একটু যাচাই করে দেখার মানসিকতা তাদের নেই। অথচ কুরআনের দোহাই দিলে মুসলমান মাত্রেরই থমকে দাড়িয়ে বিষয়টির যাচাই বাছাই করা একান্ত দরকার। কিন্তু লোকদের মনের অন্ধ বিশ্বাস হল যে, সে কুরআন বুঝবে না, কাজেই অন্যেরা তাকে সঠিক বুঝ থেকে সরিয়ে ফেলবে। মজার ব্যাপার হল, দুনিয়াবী কোন স্বার্থের ব্যাপারে যদি কেউ তাকে কোন কথা বলে, তবে সেটাকে সে অবশ্যই খতিয়ে দেখে। ব্যবসার ব্যাপারে যে যাই বলুক নিজের বুঝ না হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয় না। তখন বলে নিজের বুদ্ধিতে পাগল ভাল কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে উল্টা।

এমন কিছু পীর-বুজর্গ দেখা যায়, যারা ভক্তদেরকে এই শর্ত দিয়ে থাকেন যে, যেহেতু সে তার মুরিদ সুতরাং তার হুজুর ছাড়া সে অন্যের থেকে কুরআন হাদীস পর্যন্ত শুনতে পারবে না।[১] লোকের মনে এমনও ভয় ঢুকানো হয় যে, তার রূহানী উন্নতি নির্ভর করে হুজুর-এর রাজী-খুশীর উপর। হুজুর যদি খুশী হয়ে দান না করেন তাহলে মারেফাত লাভ হবে না। মনে হয় রূহানী তরক্কির মালিক হল মানুষ। অথচ কুরআন বলে ঃ "হে জনগণ ! তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের জন্য নাজিল হয়েছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের (রূহানী) রোগের ঔষধ এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়াত এবং রহমত।"

(সূরা ইউনুসঃ ৫৭)

অন্যদলের বিরোধিতা

তৃতীয় যে বড় রোগটি মুসলিম সমাজ দেহে ক্যান্সারের মত এটে বসেছে সেটি হল অপর দলের বিরোধিতা। মনোভাব এমন হয়েছে যে, আমার মত যে গ্রহণ করবে না, যে আমার দলে আসবে না, সে-ই বাতিল, সে-ই দুশমন। কোন ইসলামী দল বা জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গী কখনো এমন হতে পারে না। ইসলামে সংঘবদ্ধতা অপরিহার্য। একা একা বিছিন্নভাবে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই ইসলামের দু'টি দিক ঃএকটি সর্বোচ্চ দরজা, অপরটি উপায়হীন অবস্থা (আযীমত ও রুখসাত)। একটি হল প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামী মানব রচিত শাসন ও জুলুম অবসানের লক্ষ্যে আমরণ সংগ্রাম। অপরটি একান্ত যদি কিছু করা এমনকি মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত না থাকে তবে পাহাড়ে জংগলে যেয়ে শুধু আল্লাহর বন্দেগী করা। তবুও মানব রচিত আইনের নিকট মাথানত না করা। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ হল মুনাফেকীর পথ। একা একা আল্লাহকে খুশী রাখার চেষ্টা এবং বাস্তব জীবনে তাগুতের ইবাদত করা। ঈমানের দাবীদার হয়ে বাস্তব জীবনে তাগুতের অধীন থেকে যারা তৃপ্ত

১. হাক্কানী আলেম কখনো এমন কথা বলেন না এবং বলতে পারেন না।

www.pathagar.com

তাদের ঈমানই আল্লাহ কবুল করেন না, তাই তাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। মুনাফিকের জীবন গ্রহণ না করে ঈমান নিয়ে চলার জন্য অনৈসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া কোন পথ নেই। তাই ইসলামে জিহাদকে আল্লাহ সবচেয়ে বড় ফরজ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই জিহাদের জন্য ও ইসলামী জীবন যাপনের জন্য জামায়াত বা সংগঠন অপরিহার্য। যখন নবী বা রসূল জীবিত থাকেন তখন তিনি সকল উম্মত নিয়ে একটি দল বা জামায়াত গঠন করেন। এই দলের নাম 'আল-জামায়াত'। এই দলের বাইরে থেকে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। শেষ নবী (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে আল্লাহর হুকুমে আল জামায়াত গড়েছিলেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ○

"তোমরা আল্লাহর রশি (দ্বীন, কিতাব) সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

এই আয়াতে আল্লাহ জামায়াতবদ্ধ হওয়া ফরজ করে দিয়েছেন। তদুপরি বিষয়টির অত্যধিক গুরুত্বের কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেও হারাম ঘোষণা করেছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা শৃঙ্খলার সাথে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, এমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেন সীসার প্রাচীর।" (সূরা আস্ সফ ঃ ৪)

হযরত হারেসুল আশ'য়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন , হযরত নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি তোমাদিগকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি, তা এই—জামায়াত বদ্ধ জীবন, আদেশ শ্রবণ, নিয়ম কানুন মেনে চলা, হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে লোক মুসলিম জামায়াত হতে এক বিঘত পরিমাণ বাইরে চলে গেল সে ইসলামের রজ্জু তার গলদেশ হতে খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে পুনরায় জামায়াতের মধ্যে শামিল হয়। আর যে লোক জাহেলিয়াতের সময়কার কোন মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহবান জানাবে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ।)

www.pathagar.com

হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন, "জামায়াত বিহীন ইসলামের কোন অস্তিত্ব নেই।" এভাবে কুরআনের অনেক আয়াত এবং বহু হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, জামায়াত বা সংগঠন মুসলিম জীবনের জন্য অপরিহার্য শর্ত। নবীর জামানায় একটি মাত্র জামায়াত ছিল যাকে বলা হয় "আল-জামায়াত"। নবীর (স) ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত আল-জামায়াত বর্তমান ছিল। অতপর রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়। শাসক এবং আমীর ওমরাহদের ব্যক্তি চরিত্র ও ভোগ বিলাসের কারণে ওলামাগণ তাদের থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতেন। এই সময় রাজতন্ত্র থাকলেও সমাজে ইসলামী আইন চালু ছিল। লোকেরা (বর্তমানের মত) হারাম কাজ করতে বাধ্য হত না। মাঝে মধ্যে যখন কোন বাদশা ব্যতিক্রম কোন ব্যবস্থার প্রচলন করেছে, হক্কানী ওলামা ও মুজাদ্দিদগণ জামায়াতবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করেও আপোষ করেননি। বৃটিশ শাসনামল থেকে সম্পূর্ণ অনৈসলামী শাসন শুরু হয়। সেখানে ব্যক্তিগতভাবেও দ্বীন-ঈমান নিয়ে বাঁচা কঠিন হয়ে পড়ে। হকপন্থীগণ তখন সংগঠন কায়েম করে জিহাদ করে অনেক নির্যাতন ভোগ করেন, অনেকে শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে দেশে দেশে বিভিন্ন ইসলামী দল গঠিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকেই আল-জামায়াত থাকেনি। ইমাম ও ফকিহদের রায় হল, কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী এবং এর আলোকে যারা ইকামতে দ্বীন এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করবে তারা সকলেই আহলুচ্ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তারা বিশ্বের যে কোন স্থানে কাজ করুক, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বই দুশমনী থাকতে পারে না তারা পরস্পরের সহযোগী। আল্লাহ বলেনঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ○

"(হে ঈমানদার লোকেরা) সৎকাজ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে কারো সাহায্য করো না।" (মায়েদা ঃ ২)

এই আয়াতের আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং দলের প্রতি ফরজ হল পরস্পর ভাল কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজে কারো সাহায্য না করা। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এর বিপরীত। এক আলেম অপর আলেমের বিরোধী। এক ইসলামী দল অপর ইসলামী দলের বিরোধী। দলের কর্মীদের অবস্থা এমন যে, কুরআন হাদীস কি বলে এটা দেখার খেয়াল খুব কম, ক্ষেত্র বিশেষে মোটেও নেই। বরং তার নেতা কি বলে, দল কি বলে, পীর সাহেব কি বলেন, মুরব্বি কি বলেন, এটাই হল আসল। তারা এদের হুকুম পালনে অন্ধ।

www.pathagar.com

অথচ কোন কারণেই কোন নেতা, পীর, মুরব্বি বা যে কারু হোক নিষিদ্ধ কাজে আনুগত্য করা হারাম। হাদীস শরীফে আছে لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ- স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্ট কারো আনুগত্য করা যাবে না। কাজেই অন্ধ অনুকরণের পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক।

একজন নেতা, পীর, মুরব্বি বা বুজর্গ যদি কোন কারণ বশত ভ্রান্ত পথে চলে যান তাহলে মুসলমানদের দায়িত্ব হল নেতাকে সুধরিয়ে দেয়া, অন্যথায় তার হুকুম মানতে অস্বীকার করা। যত বড় বুজর্গই হোক খারাপ কাজে কারো অনুসরণ করা যাবে না এটা আল্লাহর নির্দেশ। বড় বুজর্গও ভুল করতে পারেন এমনকি বিপথে চলে যেতে পারেন। অপর দিকে কে বুজর্গ কে নয়, আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না। বর্তমান সমাজে অনেক বিদ্য়াতীও বড় বুজর্গ বলে পরিচিত। তাছাড়া একেকজন কল্পিত বুজর্গের নামে বহু বহু উপাধী লাগানো হয় এবং তার নামে শত প্রশংসা লেখা হয়। জনগণ এইসব উপাধী এবং প্রশংসার বহর দেখেই মনে করে বিরাট বুজর্গ ; কিন্তু নবীর শরীয়ত কোন মানুষের এত প্রশংসা পছন্দ করে না। নিম্নের হাদীস দু'টি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঃ

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা। তিনি উমর (রা)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন (খবরদার) আমার অতিরঞ্জিত প্রশংসা করো না যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসার (আ) সম্পর্কে করেছিল নাসারারা। আমি কেবল আল্লাহর বান্দা তবে তোমরা (আমার সম্পর্কে) বলবে আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রসূল। (বোখারী শরীফ)

আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে কোন এক লোকের প্রশংসা করলো, তখন তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হউক। তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেললে (তিনবার তিনি একথা বলেছেন)। তোমাদের কেউ যদি একান্ত কারো প্রশংসা করতেই চাও এবং সে যদি তাকে জানে শোনে তবে তার এতটুকু বলা উচিৎ যে, অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা করি, হিসাব-নিকাশের মালিক আল্লাহ। আল্লাহর সামনে আমি কারো পবিত্রতা বর্ণনা করছি না। (বুখারী)

কিন্তু আমাদের সমাজে শুধু যে প্রশংসা তাই নয়। ভক্তদের মুখে একেকজন সম্পর্কে এমনও শুনা যায় যে, হুজুর জান্নাতে যাবেন এটা নিশ্চিত, তদুপরি তিনি তার মুরিদদের না নিয়ে বেহেস্তে যাবেন না। এভাবে মানুষকে এতবড় করা হয় যে, সাধারণ মানুষ এই সকল কথা শুনে বুজর্গদেরকে ভুল ত্রুটীর উর্ধে মনে করে। তাছাড়া বিভিন্ন পীরের পক্ষ থেকে এ প্রচারও করা হয় যে, পীর সাহেব ইলহাম ছাড়া কোন কথা বলেন না। ইলহাম কি এবং ইলহাম ও অহির পার্থক্য কয়জন লোক বুঝে ? তাছাড়া শরীয়ত সম্মত নয় এমন

www.pathagar.com

ইলহামের উপর নির্ভর করা যে জায়েজ নয় এটাই বা কয়জন জানে। শরীয়তের খেলাফ যদি কারো ইলহাম হয় তবে সেটা গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং ইলহাম শরীয়তের দলিলে না টিকলে সেটা বর্জন করতে হবে। কোন কোন পুস্তকে দেখা যায় পীর সাহেব কোন কথা বললে যদি সেটা ভুল মনে হয় তবু ভুল বলা যাবে না, কারণ হক্কানী পীর ইলহাম ছাড়া নাকি কথা বলেন না। সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচার হওয়ার ফলে এখন ভণ্ড পীরগণও তাদের মুরিদদেরকে বলতে সুযোগ পাচ্ছে যে, সে ইলহাম ছাড়া কথা বলে না। এই সমস্ত কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত প্রচারণার ফলে অন্ধ অনুসরণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দলীয় নেতা বা বুজর্গ যা বলে সেটাকেই চোখ বুঝে সত্য মনে করা হয়। যাচাই করে দেখা হয় না, আল্লাহ এ বিষয়ে কি বলেছেন। এই ধরনের অন্ধ ভক্তির কারণে যুগে যুগে নবীর উম্মতগণ নবীর পথ ছেড়ে বিপরীত পথে চলে গেছে এবং যাচ্ছে। আর মুখে দাবী করছে নবীর অনুসারী বলে। এইভাবে মানুষ যুগে যুগে নিজেদের দলীয়, গোত্রীয় বা বংশীয় প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য পরবর্তী নবীকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। আর বর্তমানে কুরআন বিশ্বাসের দাবী করে অমান্য করছে। একথা সত্য নয় যে, তারা সত্যকে চিনতে পারেনি। বরং তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ ও দুনিয়ার প্রাধান্য নষ্ট হবে এই আশংকায় তারা সত্যকে চিনতে পেরেও নফসের নিকট কাবু হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ এবং প্রাধান্যই তাদের নিকট বড় হয়েছে, তারা জেনে বুঝে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতায় নেমে পড়েছে।

সাধারণ লোকেরা অন্ধ ভক্তিতে দল ও নেতার সিদ্ধান্তকেই দলিল মনে করে নিয়েছে। ফলে কোন কোন নেতার পক্ষে নিজের অনুসারীদেরকে ক্ষুদ্র কোন কারণে বা নিজের স্বার্থের কারণে অপর মুসলমান ভাই বা মুসলিম দলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়া সহজ হয়েছে। শুরু হয়েছে মুসলমানে মুসলমানে ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ঝগড়া। যেমন তামাকের মসলা নিয়ে বহু বাহাস হয়েছে, মারামারিও কম হয়নি। নিজেরা ঝগড়া করেছে দুশমনরা বাহবা দিয়ে কক্‌ফাইট উপভোগ করেছে, তারাই আবার উভয় দিকে ভিড়ে উভয় দলের আপন সেজে ঝগড়াকে জোরদার করেছে। মিলাদ নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, হচ্ছে। এই সকল ঝগড়ার মূলে যেটা ছিল সেটা হল আমার হুজুর যেটা বলেন সেটাই ঠিক। এখানে ঝগড়া-ফাসাদের মূল কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং দল বা হুজুরের বাহাদুরি। আল্লাহ বলেন ঃ

فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

www.pathagar.com

"কিন্তু মানুষ নিজেদের দ্বীনকে নিজেরা টুকরা টুকরা করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।" (সূরা আল মুমেনুন ঃ ৫৩)

وَمَا تَفَرَّقُوْا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط

"লোকদের মাঝে যে বিরোধ বৈষম্য দেখা দিয়েছে তা হয়েছে তাদের নিকট ইল্‌ম (জ্ঞান) আসার পর। আর তা হয়েছে এ কারণে যে, তারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল।"

(সূরা আশ শুরা ঃ ১৪)

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَااسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○

"আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার পর যারা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করে তাদের যুক্তি-তর্ক দলিল-প্রমাণ আল্লাহর নিকট বাতিল। তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে।"

(সূরা আশ শুরা ঃ ১৬)

উল্লেখিত আয়াতে কারিমা ছাড়াও কুরআন ও সুন্নায় প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যদ্বারা প্রমানিত হয় যে, দলীয় ঝগড়ার কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং নিজেদের বাহাদুরি জাহির করা এবং নিজেদের প্রাধান্য কায়েম করা। এই জাতীয় দলীয় ঝগড়ায় দলের সাধারণ অনুসারীদের বক্তব্য হল, "আমরা কিছু বুঝি না হুজুরের সাথে আছি হুজুর যা বলেন তাই করবো। আল্লাহর নিকট হুজুর বুঝবেন।" এটা মূর্খতা অথবা অন্ধ দল প্রীতি। লোকদের এই অবস্থা হতো না যদি অন্ধ অনুসরণ এবং দলীয় বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করা হত। তাহলে সচেতন জনগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিজেদেরকেও রক্ষা করতো এবং নেতা বুজর্গ সহ মুসলিম সমাজকেও পারস্পরিক অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ ও দলাদলি থেকে রক্ষা করতে পারতো। দলীয় কোন্দল ও অন্ধ অনুসরণ এত মারাত্মক যে, মিল্লাত, সমাজ তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলে যায়। তাই আল্লাহ বলেন ঃ "তারা নিজেদের আলেম, পীর ও বুজর্গদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে।"— অন্ধঅনুসরণ হল এর নমুনা।

আলেমদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার, অন্ধ অনুসরণ কত মারাত্মক। প্রকৃতপক্ষে অন্ধভাবে যার অনুসরণ করা হবে বাস্তবে তাকেই খোদা মানা হয়, মুখে আল্লাহর তৌহিদের কথা যতই বলা হোক। উপরোক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আদি ইবনে হাতেম (তিনি পূর্বে খৃস্টান ছিলেন।)

www.pathagar.com

রসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ যে বললেন, তারা তাদের আলেম বুজর্গদের আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে। আমরাতো কখনো তাদেরকে 'রব' বলিনি।" উত্তরে নবী (স) বলেন, "তোমরা কি অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করতে না ?" হযরত আদি (রা) বলেন "তাতো করতাম।" রসূল (স) বললেন, "এটাইতো তাদেরকে 'রব' বলে গ্রহণ করা।" আল্লাহ এবং রসূল (স) ব্যতীত অন্য কারো অন্ধ অনুসরণ মানেই তাকে রব বানানো। প্রশ্ন হতে পারে যারা লেখা পড়া জানে না তাদের অন্ধ অনুসরণ না করে উপায় কি, এই নিয়ত করে অন্ধ অনুসরণের তালিম দেয়া বা অন্ধ অনুসরণ মেনে নেয়া যায় না। কারণ ইসলাম হল 'নূর'। ইসলাম গ্রহণ মানে জ্ঞানের আলোতে আসা। অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার নাম ইসলাম নয়। রসূল (স)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই লেখা পড়া জানতেন না। কিন্তু তারা দ্বীনের আলোকে আলোকিত ছিলেন। "আল ইসলামু নূরুন ওয়াল কুফরু জুলুমাহ" ঃ ইসলাম হচ্ছে আলো আর কুফরী হল অন্ধকার। "আল্লাহু ওয়ালীউল্লাজিনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ্জুলুমাতি ইলান্ নূর।"ঃ আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসেন। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে মুসলমানগণ জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হবেন। মানুষকে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করা আল্লাহর নিজের কাজ। যারা আনছারুল্লাহ, যারা হিযবুল্লাহ এবং যারা আউলিয়া উল্লাহ তাদের কাজ হল আল্লাহর বান্দাদেরকে অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। তারা কখনো জ্ঞান বিস্তারে বিমুখ থাকতে পারেন না। যারা মানুষকে অন্ধকারে রেখে অন্ধ ভক্ত বানাতে চান, তারা মানুষকে আল্লাহর বান্দা না বানিয়ে মানুষের বান্দা বানান। এই কথাই আয়াতে বলা হয়েছে। "তারা বুজর্গদের আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়েছে।"—কাজেই নিজেদের হানাহানি দলাদলি ও অনৈক্য দূর করতে হলে মানুষের শেখানো বুলি নয়, আল্লাহর বিধান জানতে ও বুঝতে হবে, জনগণকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। পৃথিবীর বহু দেশের জনসাধারণ বস্তুগত শিক্ষায় একশত ভাগ শিক্ষিত আছে এটা কি করে সম্ভব হল ? সে দেশের সমাজ নেতাগণ চেষ্টা করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা যদি মুসলিম জনতাকে কুরআনী ইলমে শিক্ষিত করার চেষ্টা না করে, 'বরং লোকেরা লেখাপড়া জানে না', সুতরাং অন্ধ অনুসরণ না করে কি করবে, এই অজুহাত তৈরি করি আর জনগণকে অন্ধ অনুসারী বানাই, তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত কি করে মানুষ দ্বীনি ইলম লাভ করবে ? মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ○

www.pathagar.com

"আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজ অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন না করে।" (সূরা আর রাদ ঃ ১১)

তাহলে মুসলমানদের এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার, না এই কথা মনে করা দরকার যে সকলেই যদি আলেম হয়ে যায় তবে কে কাকে মান্য করবে ? অবশ্য সকলের চেষ্টা হওয়া দরকার যাতে মুসলিম জাতির এই দুরবস্থা দূর হয়ে যায়। আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেই যে নিয়ামতটি প্রথম দান করেন সেটি হল ইলম। "ওয়াল্লামা আদামা" ঃ আল্লাহ আদমকে জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তার শেষ নবীকে যে কথাটি প্রথম অহি করেন সেটা হল 'পড়'। সূরা আর রহমানে আল্লাহ তার মেহেরবানীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন, তার প্রথম হল " আর রাহমানু আল্লামাল কুরআন" ঃ তিনি দয়াময় শিক্ষা দিয়েছেন আল কুরআন (কুরআনের জ্ঞান)।

অতএব দেশের সকল ইসলামী দল ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের উচিৎ দলাদলি বাদ দিয়ে ভাল কাজে একে অপরকে এবং একদল অপরদলকে সাহায্য সহযোগিতা করা। দেশে যেখানে বাতিল মতবাদ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে, যেখানে বাতিল দলগুলো ইসলামকে বড় শত্রু চিহ্নিত করে নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া মুলতবী রেখে ইসলামের বিরোধিতায় এক হচ্ছে। সেখানে ছোট-খাট মতভেদের কারণে বড় শত্রুর থেকে নজর ফিরিয়ে কোন সত্যিকারের মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করতে পারে না। যারা বিশ্বময় ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র দেখেও তাদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ না হয়ে সামান্য মতভেদকে কেন্দ্র করে ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দুশমনদেরই সহযোগীর ভূমিকা পালন করে।[১] সুতরাং সচেতন মুসলমানের উচিৎ অন্ধভাবে দলীয় হুকুমে পারস্পরিক বিরোধিতা পরিত্যাগ করে ঐক্যের জন্য চেষ্টা করা।

ক্ষুদ্র মতভেদকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি

প্রত্যেকটি সরল মুসলমানের মনেই আজ এই প্রশ্ন যে, আলেমদের মধ্যে এত বিভেদ কেন ? তাদের সকলেরই কামনা যে, এই বিভেদ দূর হউক। বাংলাদেশে আল্লাহর মেহেরবানীতে বিভেদের বড় বড় কারণগুলো দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে আছে। এগুলোকে কেন্দ্র করে একে অপরের বিরুদ্ধে ফতোয়াও দিয়ে থাকেন। ফতোয়ায় এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়, যে ভাষা ইসলামের ধারক বাহকগণ কখনো ব্যবহার

১. যেমন অনেক পীর সাহেবান অনৈসলামী দলের বিরুদ্ধে কাজ না করে, ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ফতোয়া ও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বেড়ান।

www.pathagar.com

করতে পারেন না। যেমন দেশে দুই ধরনের মাদ্রাসা বর্তমান, আলিয়া এবং দেওবন্দী (কওমী)। কারো কারো মধ্যে অন্যের ব্যাপারে এমন ধারণা যে, ওদের মধ্যে আবার ইলম কালাম আছে নাকি ? যত ইলম সব তো আমাদের মধ্যে। এইভাবে জাতির দুই শ্রেণীর আলেমের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হচ্ছে। মিলাদে দাঁড়ানো জায়েজ কি না। একদল যারা মিলাদে না দাঁড়ায় তাদেরকে মুসলমানই মনে করে না। অপর দল দাঁড়ানে ওয়ালাদেরকেও তদ্রুপ মনে করে। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, মিলাদে কেয়াম করা এবং না করার ভিত্তিতে দল গঠিত হচ্ছে। দাড়ি রাখার পরও দাড়ির পরিমাপ নিয়ে ফতোয়া দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অবস্থা এমন যে, দাড়ি ছোট রাখলে যেন মুসলমানই থাকে না। অথচ শরীয়তে দাড়ির লম্বা খাটোর বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার কোন অবকাশই নেই। যারা যেভাবে বিষয়টিকে সুন্নত সম্মত মনে করেন সেইভাবে করুন। এত যদি কারো প্রয়োজন হয় নিজের মতের পক্ষে প্রবন্ধ পুস্তক লিখে বুঝাবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এই নিয়ে ঝগড়া ফতোয়ার নজীর সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগীতে দেখা যায় না। জামার লম্বা নিয়ে, কাটিং নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধিতা। এর মধ্যে ইসলামের দুশমনদের লাভ ব্যতীত মুসলমানদের কোন কল্যাণ থাকতে পারে না। তা ছাড়াও এমন সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে যার মধ্যে দ্বীনের কোন কল্যাণ নেই। হাদীস এবং ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় সাহাবাদের (রা) মধ্যে অনেক ব্যাপারে ইখ-তেলাফ হয়েছে। যেমন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। নবী (স) খন্দকের যুদ্ধের পর বনী কোরায়জার বস্তি অবরোধের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তোমরা বনী কোরায়জার এলাকায় পৌছার পূর্বে আছরের নামাজ পড়বে না। পথিমধ্যে আসরের নামাজের সময় হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেন, সেখানে পৌছার পর আসর নামাজ পড়বো। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখানেই আসর নামাজ পড়বো। কেননা, 'বনী কোরায়জার এলাকায় পৌছার পূর্বে আসরের নামাজ পড়বে না।' নবী করিম (স)-এর একথার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলেও আদায় করা যাবে না (সুতরাং তারা নামাজ পড়ে নিলেন)। কিন্তু অপর দল পড়লো না। বিষয়টি নবী (স)-কে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলকেই ভৎর্সনা করলেন না। (বুখারী)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় আল্লাহর নবী চিন্তা-গবেষণা করার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। উভয় দল ইজতেহাদ করেছে, যাদের চিন্তায় যেটা সঠিক মনে হয়েছে তাঁরা সেটাই করেছেন এবং এত্তেবায়ে রসূল মনে করেই করেছেন, বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে করেননি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেখানে

www.pathagar.com

স্বয়ং নবী (স) বললেন "সেখানে না পৌছে নামাজ পড়বে না।" সেক্ষেত্রে পথে নামাজ পড়াতো সরাসরি নবীর (স) হুকুম অমান্য করার শামিল। অপর দিকে একটু গভীর চিন্তা করলে দেখা যায়, যারা পথে নামাজ পড়লেন নবীর ফায়সালার দৃষ্টিতে তারাও ভুল করেননি। কারণ কুরআনে আল্লাহ নিজে ওয়াক্ত মত নামাজ পড়তে বলেছেন। তাদের চিন্তা হতে পারে নিশ্চয়ই নবী আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হুকুম দিতে পারেন না। কাজেই হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, ওখানে যেয়েই আসরের সময় হবে, অথবা ঐ হুকুম দ্বারা তিনি তাদের দ্রুত যেতে ইঙ্গিত করেছেন, যেন আসরের ওয়াক্ত হতে হতে তারা বস্তিতে পৌছে যায়। যেটাই হোক লক্ষ্যণীয় বিষয় হল ঃ এই জাতীয় মত পার্থক্যে নিজের মত না মানলে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দান কখনো উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সুন্নত তরীকা নয়। এখতেলাফের ব্যাপারে সাহাবী চরিত্রের অপর একটি নমুনা আমরা নিম্নের হাদীস থেকে পাই।

শফিক ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ, আবু মুসা ও আম্মার (রা) বসা ছিলাম। আবু মাসউদ আম্মারকে বললেন, তুমি ছাড়া তোমার অন্য কোন সাথী হলে আমি যথেচ্ছা বলতে পারতাম। তোমার এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা ছাড়া তোমার রসূলের সাহাবী হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি সমালোচনা করার মত কিছু দেখিনি। আম্মার প্রতি উত্তরে বললেন, আমিও তুমি ও তোমার সাথীর এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ছাড়া অধিক সমালোচনার বিষয় তোমাদের সাহাবী হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দেখিনি। আবু মাসউদ ছিলেন ধনী লোক। অতপর তিনি (তার চাকরকে) বললেন, হে বৎস দু' জোড়া পোশাক আন, তার একজোড়া আবু মুসাকে এবং আরেক জোড়া আম্মার (রা)-কে দিলেন এবং বললেন তোমরা উভয়ে জুমআর দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। (বুখারী)

এই হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই এখতেলাফকে তাঁরা স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আবু মাসউদের মত ব্যক্তিত্ব হযরত আম্মারকে এই চাপ দেন নাই যে, তাঁর মত গ্রহণ করুক বরং এখতেলাফের স্থানে এখতেলাফ রেখে তিনি আম্মারকে এক জোড়া পোষাক দিয়ে দিলেন। এখতেলাফের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টিভঙ্গী সকলের গ্রহণ করা উচিত। যারা এখতেলাফকে কেন্দ্র করে দলাদলি সৃষ্টি করেন এবং অন্যকে হেয় করার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাদের এই ভূমিকাই প্রমাণ করে প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানের দাবীতে একাজ করেন না বরং ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠি স্বার্থ বা কারো ক্রীড়নক হিসাবে ও অর্থের লোভে এ কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

পঞ্চম যে রোগটি মুসলিম উম্মাহকে টুকরা টুকরা করছে, তা হল ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত, সংকীর্ণ এবং খণ্ডিত ধারণা। কোন এক সময় বিশেষ কোন কারণে কোন বুজর্গ একটা কাজ করেছেন যেটা সেই সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে করা দরকার ছিল। কিন্তু সেটা ইসলামের সাধারণ বিধান সম্মত নয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় "আজজরুরাতু তুবিহুল মাহ্জুরাত" প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বিষয়ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়। যেমন, ছবি তোলা হারাম। কিন্তু ঃ সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে তা করতে হয়। যথা হজ্জে যাবে পাস পোর্ট ছাড়া যাওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম প্রয়োজনের জন্য শুধু ছবি তোলা যায় বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এমনি প্রয়োজনে কোন একজন বুজর্গ আলেম এক সময় ছবি তুলেছিলেন। পরবর্তী প্রজন্ম কোনভাবে তাঁর এই ছবি দেখতে পেল কিন্তু কি কারণে তিনি ছবি তুলেছিলেন সে কারণ জানার চেষ্টা করলো না। তারা যখন দেখতে পেল অতবড় বুজর্গ ছবি তুলেছিলেন। সুতরাং ধরে নেয়া হল ছবি তোলা জায়েজ। ছবি তোলা যে প্রকৃতপক্ষে হারাম একথা তারা ভুলেই গেল। ফলে তাদের শোকেইজ এবং দেয়ালে নেতার ছবি, মা-বাবার ছবি এবং আরও অনেক ছবিতে ভরে গেল এবং সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে ছবি রাখার প্রচলন শুরু হল। এই সময় অনেক আলেম ও ইমাম বর্তমান থেকেও জনগণকে এই ছবি রাখা থেকে বিরত করলেন না বা বলিষ্ঠভাবে ছবি তোলার বিরোধিতা করলেন না।

যখন খোদার কোন বান্দা পূর্ববর্তী আলেমদের অনুকরণ করার পূর্বে রসূলের হাদীস অধ্যয়ন শুরু করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তিনি অকুতোভয়ে ঘোষণা দিলেন যে, ছবি তোলা হারাম। অমনি জনগণ তার বিরোধিতা শুরু করলো। তাদের যুক্তি হল, এত আলেম ইমাম এইসব ছবি দেখল কিন্তু নিষেধ করলো না ! অতএব এই মিয়া নতুন মাসলা নিয়ে এসেছে। সমাজের অনেক আলেম ঐ সাহসী আলেমের হাদীস ও ফিকাহ ভিত্তিক যুক্তি মেনে নিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেম মনে করলেন, এতদিন বলি নাই যে ছবি তোলা হারাম এখন যদি প্রমাণ হয় সত্যি ছবি হারাম তাহলে সমাজে আমাদের দশা কেমন হবে, লোকে আমাদের কি বলবে ? লোকে কি বলবে না যে, এরা মাসয়ালা জানে না বা এরা সঠিক আলেম নয় ? ফলে তারা দেখলো এখন ছবি হারাম মেনে নিলে সমাজে তাদের মর্যাদা থাকবে না। অতএব তারা মিথ্যা মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে হক কথা যিনি বলেছেন তারই বিরোধিতা শুরু করে দিল। তারা কিতাব দলিলের দিকে গেল না এই জন্য যে, তারা জানে কিতাবে ছবি হারামই আছে। অতএব এখন মর্যাদা রক্ষা করতে

www.pathagar.com

গিয়ে কিতাবের দিকে না যেয়ে তারা গেল অপকৌশলের দিকে। তারা তথাকথিত মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও ইসলামী সমাজের ক্ষতিকে গ্রহণ করলো। অতএব কৌশল করে তারা জনগণকে ঐ বুজর্গের ছবিখানা দেখালো কিন্তু কেন বুজর্গ ছবি তুলেছিলেন একথা গোপন করলো। তারা জনগণকে বুঝালো ছবি যদি হারামই হবে তাহলে অতবড় বুজর্গ কি ছবি তুলতেন ? ফলে জনগণের একটি অংশ তাদের নফসের চাহিদা মত মাসয়ালা পাওয়ার ফলে এই আলেমদেরকেই গ্রহণ করলো এবং যারা খাটি মাসয়ালা দিয়েছিল তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো। এইভাবে সমাজে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও খণ্ডিত ধারণা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

এক সময় অবস্থা এমন ছিল, যখন মুসলিম বাদশাগণের অনেকেই ব্যক্তি জীবনে অত্যাচারী, বিলাসী ও ভোগী হওয়া সত্বেও সমাজে এবং রাষ্ট্রে কুরআনী বিধান চালু রেখে ছিল। ঐ সময়কার হক্কানী আলেমগণ সরকার বা রাজা বাদশাগণের সংশ্রব থেকে দূরে অবস্থান করে ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন ও ইসলামী শিক্ষাদানে রত থাকেন। তারা এই সময় সরকার বিরোধী আন্দোলন করেননি এই কারণে যে, সমাজে ইসলামী আইন চালু আছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ বাঁধলে উভয় দিকে মুসলিম জনতাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য যদি সমাজে অনৈসলামী আইন চালু হত এবং বাদশাগণ ইসলামী ব্যবস্থা খতম করার চেষ্টা করতো তাহলে ওলামায়ে কিরাম অবশ্যই জিহাদ করতেন, পরবর্তীতে এ ইতিহাস আছে।

যখন ইংরেজগণ ক্ষমতা দখল করলো। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে উৎখাত করা। তাদের পলিসি ছিল ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করা। ইসলামী আইন ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস এবং বিকৃত করা। এই সময় প্রকৃত মুসলমান এবং হক্কানী আলেমগণের দায়িত্ব ছিল এর বিরুদ্ধে জিহাদ করা। অনেকে জিহাদ করেছেন, আবার অনেক আলেম দুনিয়াবী সুবিধার জন্য ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়েছেন। এই সমস্ত তাল মিলানো আলেমগণের বক্তব্যে কুরআন সুন্নাহ ছিল না। তারা পূর্ববর্তী মুসলিম বাদশাদের সময় যে সকল আলেম সরকার ও রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, কিন্তু ঐ সকল আলেমগণ কেন জিহাদ করেননি সেটা প্রকাশ করেননি। এইভাবে একশ্রেণীর আলেম জনগণের মধ্যে জিহাদ ছেড়ে চুপ থাকার ধারণা চালু করেছেন। ইংরেজ সরকারের সাথে তাল মিলানো আলেমদের মধ্যে অনেক এলাকা ভিত্তিক নামকরা আলেম ও ঈমাম ছিলেন। যাদের ভূমিকার কারণে সাধারণ মানুষের ইসলাম সম্পর্কে ধারণাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবে পৌনে দুইশত বছর ইংরেজ ও হিন্দুদের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে

www.pathagar.com

তারা কুরআনের সঠিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেননি। তারা দেখেছেন কি করে সমাজে মান সম্মান নিয়ে বাস করা যায় এবং মুসলমানও থাকা যায়। মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে এই চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে। অনেকে মনে করেছে পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলেই মুসলমানদের কল্যাণ হবে। ফলে এই চিন্তার সমর্থনে পূর্ব যুগের যে সকল বুজর্গদের পাওয়া গিয়েছে তাদের প্রচার করা হয়েছে এবং সাধ্যমত কুরআন হাদীসকে এই চিন্তার সমর্থনে ব্যবহার করা করেছে। এইভাবে ইসলামের মনগড়া এবং সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা তৈরি হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। শাসক এবং হিন্দু জমিদার শ্রেণী, যে সকল আলেম ওলামা ইসলামের সঠিক ভাবধারাকে তুলে ধরতে চেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ এবং অত্যাচার করেছে, অত্যাচার করেছে তাদের সমর্থকদেরকেও। অপর দিকে যারা সরকার এবং সরকারের 'বিটিম'– হিন্দুদের বিরাগভাজন না হয়ে যতটুকু ইসলাম মানা সম্ভব ততটুকু মানাকে হিকমত মনে করেছে—তাদের প্রতি খুশী হয়েছে। ফলে এই শ্রেণীর আলেম, পীর ও তাদের সমর্থকদের সংক্ষিপ্ত আমলই পরবর্তীকালের মানুষের নিকট ইসলাম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই শ্রেণীর আলেমগণ ইসলামের ঐ সকল কাজই শুধু করেছে যেগুলো করলে রাষ্ট্র ও হিন্দু শক্তি বিরোধিতা না করে। এভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুশীলন বন্ধ হয়ে মুসলিম সমাজে আংশিক ইসলাম চালু হয়েছে। এর ফলে মুসলিম মানসে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, ঈদ, ওরশ, ধর্ম সভা, ইসালে সওয়াব, হালকায়ে জিকির, পীর-মুরিদী, তছবিহ-তাহলিল ইত্যাদি কিছু জিনিষ পূর্ণ ইসলাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এই অবস্থার কারণেই ইসলামী শিক্ষা বলতে স্বীকৃতি লাভ করেছে শুধু নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, বিবাহ-সাদী, মিরাস বন্টন ইত্যাদির মাসয়ালা জানা এবং এ ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ও মা, বাবা, স্বামী, উস্তাদ ও পীরের সেবার দিকে উদ্বুদ্ধ করণ। ফলে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে যখন এই সকল ব্যাপারে মাসয়ালা-মাসায়েল সম্বলিত বড় বড় কিতাব রচিত হয়ে গিয়েছে, তখন জ্ঞান বা ইলমের জন্য এইসব কিতাব অধ্যয়ন করা ও শেখানোই মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ বলে পরিগণিত হয়েছে। কুরআন গবেষণা, চর্চা ও শিক্ষা একান্ত গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র নামাজ পড়া ও সওয়াব অর্জনের জন্যই কুরআন তেলাওয়াতের প্রথা অবশিষ্ট রয়েছে। ক্রমে মুসলমানদের জন্য কুরআন বুঝার প্রয়োজন আর বাকী থাকেনি। আমাদের বাপ দাদাগণ কুরআন বুঝতে হবে একথা ঘুণাক্ষরে অনুভব করতে পারেননি। এইভাবে ইসলামের অনুসরণ একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ সাধারণ মুসলমানতো বটেই অনেক আলেমদের মানস থেকেও প্রায় বিলুপ্তি প্রাপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

যে ইসলাম ছিল একটি বিপ্লবী পয়গাম, একটি আন্দোলন এবং একটি সর্বব্যাপী ও সর্বজয়ী বিপ্লব, সেই ইসলাম একটি ধর্মে পরিণত হল। শুধু ধর্ম নয়, একান্ত ব্যক্তিগত ধর্ম। আর কুরআন হল একটি কাব্য গ্রন্থের মত। আবৃতি করা হবে, শুনা হবে, কিন্তু বুঝার প্রয়োজন নেই। বুঝার প্রয়োজন অনেক পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। কারণ কুরআন ছিল দুধ, তার থেকে ফিকাহ রূপ ছানা বের করে নেয়া হয়েছে। এখন ফিকাহ হল ছানা আর কুরআন হল ছানার পানি। এই পানি শুধু তখনই প্রয়োজন হবে যখন নতুন করে ছানা তৈরি করার দরকার হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যারা ফিকাহ তৈরি করবে তাদের জন্যই ঐ কুরআন রূপ ছানার পানির দরকার হবে।

মুসলমানগণ যখন ইসলাম ও কুরআনকে এইভাবে পঙ্গু করে ফেললো, তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে মুসলিম মানস চিন্তা-গবেষণা থেকে সরে গেল। ফলে আজ ইসলাম যেন তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে, তাকে যে পাত্রে রাখবে সে সেরূপই গ্রহণ করবে। মুসলমানদের এইরূপ ভ্রান্তি ও দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের ফলে ইসলামী শিক্ষা পীঠ বিধর্মীদের প্রভাবাধীন, বলতে গেলে করতলগত হয়ে গেল। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ইংরেজদের, আর দারুল উলূম দেওবন্দ করতলগত হল কংগ্রেসের। দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (র) স্বয়ং দলবলসহ কংগ্রেসে যোগদান করলেন। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন মুসলমানরা বুঝতে পারল যে, ইংরেজদের হাতে মুসলিম উম্মাহর যে ক্ষতি হয়েছিল তা থেকে অনেক বড় ক্ষতি হবে যদি অখণ্ড ভারত স্বাধীন হয়। কারণ ১০ কোটি মুসলমান ৩০ কোটি হিন্দুর সাথে যদি একজাতি হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে তিনগুণ ভোটের জোরে চিরদিনই রামপন্থীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে। ফলে মুসলিম জাতি পরিণত হবে হিন্দুদের ক্রীতদাসে। মুসলমানিত্ব বলতে কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তখন রবীন্দ্র শিষ্যরা শ্লোগান তুলবে ঃ

"বেদ ব্রাহ্মণ ভারত মাতা ছাড়া আর,
কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার।"

আল্লাহর মেহেরবানী দেওবন্দের প্রিন্সিপাল সাথীসহ কংগ্রেসে যোগ দিলেও ওলামায়ে দেওবন্দের অপর অংশ তাতে যোগদান করেননি। এই অংশ সহ দেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম মুসলমানদের ভিন্ন আবাস ভূমির পক্ষে কাজ করলেন। তখন থেকেই দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং এই সিলসিলার আলেমগণ কংগ্রেসর সমর্থনে কাজ করতে থাকেন। এমনকি কয়েক বছর পূর্বে দেওবন্দ মাদ্রাসার শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে তদানিন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধান অতিথী হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়। দেওবন্দ মাদ্রাসার শতবর্ষ পূর্তি

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে একজন অমুসলিম মহিলাকে প্রধান অতিথী করার পিছনে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে ? এটা এখনো মানুষের বুঝে আসেনি। অপর দিকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মত বিজ্ঞ আলেমও কংগ্রেসের নেতা হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করে গেলেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পদ পর্যন্ত লাভ করেন এবং ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন করেন। একটি মুশরিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলের সদস্য হওয়ার পর কোন ব্যক্তি বা মাদ্রাসা সে যতবড় আলেম আর যতবড় প্রতিষ্ঠান হোক কংগ্রেসের পলিসির বিপরীত কাজ করার শক্তি তাঁদের কোথায় ? কাজেই এই মাদ্রাসা ও আলেমগণ কংগ্রেসের পলিসিতে চলেছে এবং চলছে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে ব্রাহ্মণ্যবাদ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে, তারা কি করে এই সকল আলেম ও প্রতিষ্ঠানকে বরদাস্ত করে ? নিশ্চয়ই এতে কংগ্রেসের কোন স্বার্থ আছে।

যুগে যুগে আল্লাহর নবীগণ কোন দিন কোন নমরুদ, ফেরাউন, সাদ্দাদের দলভুক্ত হওয়া দূরের কথা তাদের সাথে সহ অবস্থানও করতে পারেননি। নবীগণ যে মুহূর্তে কালেমার ঘোষণা দিয়েছেন ঐ মুহূর্ত থেকেই এই ধরনের রাজাবাদশা বা দল নবীদের চরম বিরোধিতা শুরু করেছে, হাজার হাজার নবী ও তাদের সাথীদের হত্যা করেছে। তাওহীদের বিশ্বাসীদের সাথে কাফের মুশরিকদের কোন দিনই আপোষ হয়নি। আখেরী নবীর (স) নিকট মক্কার কাফেররা আপোষের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু সংগে সংগে আল্লাহ স্বয়ং ফরমান নাজিল করে সেই আপোষ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। যখন কারো সাথে সমঝোতার প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন ছাড়া আপোষ হতে পারে না। অপর দিকে আপোষে সকল সময় শক্তিমানরাই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করে বাধ্য হয়ে ইসলামের সেই সকল বিধানের অনুশীলন বাদ দিতে হয়েছে যেগুলো কংগ্রেস পছন্দ করেনি বা করতে পারে না। মুশরিক কাফেররা কোনদিনই ইসলামের দাওয়াত ও কালেমার সঠিক প্রচার বরদাস্ত করতে পারে না। ফলে কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করতে গিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দকে ইসলামের বিপ্লবী চরিত্র বাদ দিতে হয়েছে এবং ইসলামের ঐটুকু নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে এবং হচ্ছে যেটুকুতে কংগ্রেসের অনুমতি আছে। এইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে কাট-ছাট বা খণ্ডিত ইসলামের ধারণা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। কারণ সারা ভারত ব্যাপী কংগ্রেসপন্থী আলেমরা এই খণ্ডিত ইসলামকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলে প্রচার করেছে এবং এখনও করছে।

আজ তাই আমাদের দেশে ইসলামের ধারণা বহুরূপে প্রকাশ পেয়ে পেয়ে বর্তমানে এমন হয়েছে যে, যারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে লোকেরা তাকে অলি

www.pathagar.com

আল্লাহ (ওয়ালী উল্লাহ) মনে করে। যে কবর পূজা ইসলামে হারাম, শির্ক, সেই মাজার পূজা আজ একশ্রেণীর মুসলমানের প্রেরণার উৎস।[১] যে জিহাদ ইসলামের প্রাণ, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মূল, সবচেয়ে বড় ইবাদত সে জিহাদ আজ পরিত্যক্ত। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব আজ ফিরকায়ী (দলীয়) ভ্রাতৃত্বে পরিণত। কুরআন আজ পথের দিশা নয় (নেতা ও বুজর্গগণই) হেদায়াতের উৎস। কুরআন সুন্নাহ কি বলে সেটা কোন কথা নয়, মুরব্বি কি বলেন সেটাই এখন দলিল।

এত গেল ইসলাম সম্পর্কে মারাত্মক ধারণার একদিক। এই খণ্ডিত ও ভ্রান্ত ধারণার অন্যান্য দিকও সমধিক মারাত্মক। তাহল ঃ

(১) ইসলাম মানে—কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তসবিহ জিকির। এইসব ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে। সমাজে যে ধরনের শাসন থাকবে সেই শাসনের অনুগত থেকে জীবন যাপন করলেই চলবে এবং নাজাতের আশা করা যাবে।

(২) নামাজ রোজা এগুলো প্রাইমারী ইবাদত। যারা আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে 'ফানাফিল্লাহ' হয়ে গিয়েছে, তাদের নামাজ রোজার দরকার কি? তারাতো সকল সময় নামাজের মধ্যেই আছেন। ভিন্ন করে নামাজ পড়ার সময় তাদের কোথায় ?

(৩) আখেরাতে মুক্তির জন্য জীবন দিয়ে জিহাদের কি দরকার, যদি এমন বুজর্গের হাতে বাইয়াত হওয়া যায়, যিনি আল্লাহর নিকট থেকে জোর করে ভক্তদের নাজাত আদায় করবেন।[২]

(৪) গতানুগতিক চলতে থাকি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে নিলেইতো সকল পাপ মাফ হয়ে যাবে এবং পার হয়ে যাওয়া যাবে।

(৫) লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্ব ইজতেমায় যেয়ে যদি মোনাজাতে হাত তোলা যায়, তবেই নাজাত হয়ে যাবে, কারণ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনের দোয়া কবুল হলে সেই উছিলায় সকলের নাজাত হয়ে যাবে।

(৬) এবাদত বন্দেগী করে কেউ নাজাত পাবে না। হঠাৎ এমন কোন কাজ বা ঘটনা ঘটে যাবে, সে একটি কাজের কারণেই নাজাত লাভ করা যাবে।[৩]

---

১. অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন কাজ শুরু করতে হলে মাজারে গিয়ে মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে কাজ শুরু করেন।

২. 'ভক্তের অধীন রহমান সে বাধা ভক্তের দ্বারে, একবার কালেমায় যত পাপ সারে, মানুষের কি সাধ্য আছে অত পাপ করে।'

৩ যেমন ভ্রান্ত ধারণা আছে, 'এক খুনে নিজামুদ্দিন হলো আউলিয়া'।

www.pathagar.com

(৭) আল্লাহ তাঁর নবীর (স) সাথে নব্বই হাজার কালাম করেছেন, তার তিরিশ হাজার জাহেরী আর বাকি ষাট হাজার হল বাতিনী (গোপন)। অতএব জাহেরী তিরিশ হাজার মাত্র কুরআন হাদীস। আর এরই নাম শরীয়ত বাকি ষাট হাজার, সেটা হল মারফত (মারেফাত)। সুতরাং ষাট হাজারের মারফত হাসিল করতে পারলে তিরিশ হাজারের শরীয়তের প্রয়োজন কি?

(৮) আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের বহু রাস্তা, তাই তাকে যে যেইভাবে ডাকবে তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন। সুতরাং কার মধ্যে কি আছে বলা যায় না।

(৯) দুনিয়া হল আদম (আ)-এর পায়খানা। এই দুনিয়ার কোন মূল্য নেই। এখানে মানুষকে শাস্তির জন্য পাঠান হয়েছে। এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখলে নাজাত পাওয়া যাবে না। অতএব বিবাহ-সাদী, সমাজ-সামাজিক জীবন দুনিয়ার বন্ধন। এই বন্ধন মুক্ত হয়ে দুনিয়া ত্যাগী না হতে পারলে মুক্তি নেই।

ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এই ভ্রান্ত ধারণাসমূহে আজ অনেক মুসলমান নিমজ্জিত। ইসলামের খণ্ডিত ধারণা থেকেই এবং কুরআন বিমুখতার জন্যই এই আত্মঘাতি চিন্তা মুসলমান সমাজকে মারাত্মক ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সকল রোগ সৃষ্টির কারণ

উপরে পাঁচটি রোগের বিস্তারিত বর্ণনা করা হল। এখন রোগগুলি সৃষ্টির কারণ উদঘাটিত না হলে রোগ দূর হওয়া মুশকিল। তাই এই রোগ সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ একান্তই জরুরী। ঐ রোগের প্রকৃত কোন চিকিৎসা নেই, যে রোগের কারণ আবিষ্কৃত হয়নি। যাই হোক মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে রোগ সমূহ বিদ্যমান দেখা যাচ্ছে, সে সকল রোগের কারণ অনেক হতে পারে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হল।

প্রথম কারণ

উল্লেখিত রোগসমূহের প্রথম কারণ হল ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা বা ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকা। ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হল, আল্লাহর দ্বীন বিকৃতিকারীদের দমন করা এবং বিকৃতির পথ বন্ধ রাখা। যেমন আধুনিক কোন রাষ্ট্রের একটি শাসনতন্ত্র থাকে। এই শাসনতন্ত্র সংরক্ষণ বা হেফাজত সরকারের প্রধান দায়িত্ব। এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা হল সুপ্রিম কোর্ট। যার যে রকম ইচ্ছা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করবে, এ ব্যাখ্যা ছাপবে, প্রচার করবে, এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রচারের জন্য সম্মেলন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবে এমন ক্ষমতা বা স্বাধীনতা কারো নেই। যদি

www.pathagar.com

কেউ এই ধরনের তৎপরতা চালাতে চায়, তাহলে সরকার সেটা সমূলে উৎপাটিত করবে। যার যেমন ইচ্ছা আইন তৈরি করে সেই মত চলবে, সেটা এই রাষ্ট্রে কখনো সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি যতদিন খেলাফত ব্যবস্থা বহাল ছিল ততদিন মনমত তরিকা চালু করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা)-এর খেলাফতের সময় মুসায়লামা কাজ্জাব নবুয়তের দাবী করলে তিনি সংগে সংগে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই ফিতনার মূলোৎপাটন করেন।[১] একদল লোক বলল, যখন অর্থনৈতিক দুর্বলতা ছিল তখন সরকারের তরফ থেকে জাকাত সংগ্রহ করা দরকার ছিল। কিন্তু এখন দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজমান, বায়তুলমালে জাকাত জমা করার দরকার কি ? যারা একথা বলেছিল তারা কালেমাকে অস্বীকার করেনি। নামাজ, রোজা, হজ্জ কোনটাকেই তারা অমান্য করেনি। তাদের কথা ছিল, জাকাত একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার। দেশে যখন অভাব নেই তখন এটা বন্ধ থাকতে পারে। হযরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হযরত ওমর প্রশ্ন করলেন, তারা নামাজ, রোজাসহ শরীয়তের সকল বিধান মানে, কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে বলে এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেমন হবে ? দৃঢ়তার সাথে খলিফাতুর্ রাসূলুল্লাহ্ বললেন, যাকাত অস্বীকার করাতো দূরের কথা যাকাতের হারে যদি কেউ পার্থক্য করতে চায় সেটাও সহ্য করা হবে না। তিনি বললেন, "নবীর জামানায় উটের সাথে যে বাচ্চা দিয়েছে, আজ যদি সেই বাচ্চাটি দিতে অস্বীকার করে তাহলেও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে" স্বয়ং নবী করিম (স)-এর জামানায় একদল লোক নামাজ পড়তো, রোজা করতো কিন্তু নবীর রাজনৈতিক পলিসির বিরোধিতা করতো। এই লোকেরা একটি মসজিদ তৈরি করলো এবং মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য নবী (স)-কে আমন্ত্রণ জানালো। আল্লাহর নবী (স) সে মসজিদ উদ্বোধন করেননি। বরং আল্লাহর নির্দেশে ঐ মসজিদ ধ্বংস করে দেন। কারণ ঐ মসজিদ ছিল মসজিদের নামে ইসলাম বিকৃতিকারীদের আখড়া।

আজ ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই বলে কত পথভ্রষ্ট লোক ভ্রান্ত মত প্রচার করে সেটাকেই ইসলাম বলছে। সরকার তাদেরকে লালন করছে, রেডিও টেলিভিশনে তাদের সভা সম্মেলন প্রচার করে সাধারণ জনগণের মনে ভ্রান্ত মতবাদকে ইসলাম বলে চালাবার সুযোগ করে দিচ্ছে, যেন প্রকাশ্যে জাল নোটের লেনদেন ও কারবার হচ্ছে। কিন্তু তা প্রতিরোধ করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নেই। এতে প্রমাণ হয় ক্ষমতাসীনগণ বিকৃতিকারীদের সুযোগ করে

১. ইংরেজ আমলে পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুয়তের দাবী করলো। কিন্তু সে ফিতনা বন্ধ করা গেল না। আজও বাংলাদেশে তারা বহাল তবিয়তে তাদের প্রচারণা চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

দিয়ে ইসলামের রূপ পরিবর্তন কাজে ও ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। কিন্তু কুরআন সুন্নাহ সমর্থন করে না এমন কথাকে ইসলাম বলে বিকৃত ইসলাম চালু করার অধিকার কারো নেই, থাকতে পারে না। ইসলামে মুরতাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে মৃত্যু দণ্ড।

অমুসলিম কোন শাসক মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে পারে কিন্তু ইসলামকে বিকৃত করতে পারে না। কারণ কোন অমুসলিম শাসক যদি কুরআন হাদীস বহির্ভূত কোন কথাকে ইসলাম বলতে চায় মুসলিম জনতা কখনই তা গ্রহণ করবে না। কিন্তু মুসলমান নামধারী শাসক মুখে ইসলামের প্রশংসা করে কাজে কর্মে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে কৌশলে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে থাকে। এমনকি দেখা গেছে এই সকল বিভ্রান্ত মুসলিম শাসকগণ অনেক সময় টাকা পয়সা ও সরকারী সুযোগ দানের মাধ্যমে একদল অর্থলোভী আলেমকে সংগঠিত করে এদের দিয়ে যারা ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও ফতোয়া দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

অপর দিকে খেলাফত ব্যবস্থা বহাল না থাকার কারণে বস্তু পূজারী সরকার ও আমলাদের বিরাট অংশ সুযো-সুবিধা, ভোগ-বিলাস ক্ষমতা রক্ষা, আনন্দ উৎসব, খেলাধুলা ও বিলাস-ব্যসনে মেতে থাকে। এই সুযোগে একদল পীর নামধারী ভণ্ড, ফকির, দরবেশ ও মাজার পূজারী জনগণের ধর্মানুরাগের সুযোগ নিয়ে, মাজার ব্যবসা, আস্তানা-আখড়া, ওরশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দু'হাতে পয়সা কামায় এবং ইসলামকে বিকৃত করে ও নাজাতের ধোকা দিয়ে ইসলামের বিপরীত পথে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। এরা নারী পুরুষ এক সাথে অবাধে মাজারে রাত কাটায়, গাজা-ভাঙ্গ খায় আর পীর-মুর্শিদ ভক্তির নামে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায়। সরকার এদের প্রতিরোধ না করে লালন করে। সরকারী প্রচার মাধ্যমে এদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করা হয়। এইভাবে এ সকল ধর্মনিরপেক্ষ তথাকথিত জন্মগত মুসলমান শাসক গোষ্ঠীর নির্লিপ্ততা ও ষড়যন্ত্রে পড়ে ইসলাম একটি মালিক বিহীন সম্পত্তিতে পরিণত হয়। যার যেভাবে ইচ্ছা একে খণ্ডিত, বিকৃত, এক কথায় যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

যারা সত্যিকারভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণ করতে চায়, তারা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে কথা বললে, সে কথা যেমন সরকারের গায়ে আগুন ধরায়, তেমনি ধর্মব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসার বিনাশ দেখতে পায়। ব্যবসায়ের নামে যারা হালাল হারামের পরোয়া করে না। সুদ, ঘুষ, জুয়া, অশ্লীল সিনেমা, গান বাদ্য, নারী ব্যবসা, যৌন ব্যবসা ইত্যাদি যাদের আয়ের

www.pathagar.com

উৎস তারা ইসলামের নামে ভীত হয় এবং ইসলাম ঠেকানো তাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। তখন এ তিনটি শক্তি (১) ধর্মনিরপেক্ষ সরকার (২) ধর্মব্যবসায়ী (৩) অবৈধ ব্যবসায়ী—এরা সবাই একজোট হয়ে সত্যিকার অর্থে যারা ইসলাম কায়েম ও ইসলাম পালন করতে চায় তাদের নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। সরকার করে নির্যাতন, ব্যবসায়ীরা ধর্ম ব্যবসায়ী ও লোভী আলেমদের মাধ্যমে বিপুল পয়সা খরচ করে মনগড়া ইসলামকে ঢালাই করানোর কাজে লেগে যায়। তারা নবীর দেয়া বিধিবিধান ইসলামী নামের আবরণে বিকৃত করতে থাকে। এভাবে গজিয়ে ওঠে বড় বড় খানকা, বড় বড় মাজার, মাজার কেন্দ্রিক মসজিদ ও মাদ্রাসায়ে জিরার[১] সহ সুন্দর সুন্দর ইসলামী নামে ইসলাম নষ্টের প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ লেবাসে-পোষাকে তথাকথিত বিরাট আল্লাহওয়ালা, গাউস কুতুব, অলি-দরবেশ, হাদিয়ে জামান, মোজাদ্দিদে জামান ইত্যাদি। একেকজনের নামের আগে পিছে দশ বিশটা উপাধী। ফলে আসল নাম বের করা যায় না। এদের নাম শুনে চেহারা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়। কিন্তু এদের কাজ হল ইসলামের বিকৃতি সাধন করে অর্থ কামাই করা এবং নাজাতের মনগড়া পথের উদ্ভাবন। এরা ফতোয়ার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম অনুসারীদের সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং কুরআন হাদীস পাশ কাটিয়ে কুরআন হাদীসের নামে মানব রচিত কথা প্রচার করে। মন মত কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার যাবতীয় অপপ্রয়াস চালায়।

এই অবস্থায় সাধারণ জনগণ, যারা আল্লাহ, আখেরাত, রাসূল, কিতাব ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে ঠিক কিন্তু কিতাবের জ্ঞানার্জন করেনি ; তারা জাহান্নামকে ভয় করে বটে কিন্তু দুনিয়ায় দুঃখ কষ্ট না হয়ে শুধু সুখ হোক এটা চায়। তারা দুনিয়ার কোন ক্ষতি না হয় এবং আখেরাতেও কল্যাণ হয় এটা কামনা করে। তাদের এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী সহায়তায় গড়ে ওঠে অপর একটি ষড়যন্ত্র। সে ষড়যন্ত্র ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈরাগ্য এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী মতবাদ ইত্যাদি একত্র করে সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত মুক্তির ফর্মুলা প্রস্তুত করে। সকলের সহায়তায় এই সংক্ষিপ্ত ফর্মুলা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নামে ব্যাপক প্রচার হতে থাকে। কুরআন হাদীসে ইসলাম প্রচারের যে সব কথা আছে তারা এই কথাগুলোকে জনগণের নিকট তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সেই সকল আয়াত

১. যেসব মাদ্রাসা ইসলামের প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং নানা রকমের শিরক ভিত্তিক ফিতনা সৃষ্টি করে ইসলামের ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ও হাদীস ব্যবহার করে, যা শুনতে শুনতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ধারণাই মুসলমানদের মন থেকে দূর হয়ে যায়।[১] মুসলমানগণ এই আংশিক ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ মনে করে এইমত অনুসরণ ও প্রচারে লেগে যায়। সরল মনা জনসাধারণ এই সংক্ষিপ্ত ইসলামকে খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মনে করতে থাকে এবং দলে দলে এই মত গ্রহণ করতে থাকে। জনগণ যাতে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বুঝে ফেলতে না পারে অথবা ইসলাম প্রিয় এই সকল মুসলমানের মনে-জ্ঞানে ও মানসিকতায় যাতে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম আসতে না পারে সেই জন্য এরা কিছু জয়িফ হাদীস প্রচার করে, আর কুরআন শুধু না বুঝে তেলাওয়াত করে। তারা কুরআন বুঝা বন্ধ করে রসূল (স)-এর পূর্ণ জীবন ও সুন্নত থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা এমনভাবে প্রোগ্রাম দেয় যাতে ইসলাম ভক্ত জনগণ জ্ঞান চর্চা মোটেই না করে, কুরআন আদৌ বুঝতে না চায়, কোন ইসলামী পুস্তক মোটেই না পড়ে। এমনকি খবরের কাগজও যেন না পড়ে। তাদের এই প্রচেষ্টার পিছনে সারা দুনিয়ার ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কমিউনিষ্ট, জাতীয়তাবাদী সহ সকলের সাহায্য সহযোগীতাই যে কার্যকর সেটা তাদের আচরণে বুঝা যায়। সরকার এদের জন্য সাহায্যের সকল দুয়ার অবারিত করে দেয়। বিশ্বের যে কোন দেশে যাতায়াত করতে তাদের কোন বাধা পেতে হয় না। সময় বিশেষে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো প্রচারের ক্ষেত্রে তাদেরকে লিফট দেয়। মজার ব্যাপার হলো ঐসব প্রচার মাধ্যমের সবগুলোই ইসলাম দুশমনদের সযত্ন লালিত বাহন।

এই আন্দোলনে সরল প্রাণ লোকেরা নাজাতের আশায় আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে। ইসলামের শত্রুগণ এরই মাধ্যমে কালেমার মূল চেতনা ঠাণ্ডা করে দিতে চায় ; যে চেতনার ফলে আরবের ছোট একটি এলাকা হতে শুরু হয়ে ইসলাম সারা বিশ্বকে তার শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছিল, জয় করেছিল অর্ধেক দুনিয়া।

বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশে সেই মূল ইসলামী চেতনা যুবকদের মধ্যে জেগে উঠেছে এবং উঠছে। এটা টের পেয়ে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষীরা ক্ষিপ্ত হয়েছে। তারা ইসলামী পুনর্জাগরণকে স্তব্ধ করার জন্য এই আংশিক ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা করে চলছে। কারণ তাদের এই বাহনগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা ও শক্তিশালী না রাখলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হবে কিভাবে ? কাজেই আজ যদি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে কারো পক্ষে অবাধে সরকারী এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীতায় ইসলামকে বিকৃত করার সুযোগ থাকতো না।

১. কুরআন হাদীসে তাবলীগ বা ইসলাম প্রচারের অনেক কথা আছে। তারা এই কথাগুলিকে তাদের সংক্ষিপ্ত 'ইসলাম' প্রচারের পক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে অথচ কুরআন হাদীসে ইসলামকে সংক্ষেপ করা নিষেধ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় যে কারণে মুসলিম সমাজে উল্লেখিত রোগসমূহ সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে সেটি হল দুনিয়া অর্জনে ইসলামকে ব্যবহার। বিশ্বে যত নবী এসেছেন সকল নবীই ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে জনগণের নিকট থেকে কোন বিনিময় আশা করেননি। কুরআনে আল্লাহ নবীদের জবানীতে একথা বহুস্থানে বর্ণনা করেছেন। হযরত নূহ (আ) বলেন ঃ

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ط اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ ○

"হে আমার সম্প্রদায় এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চাই না। আমার শ্রমফল আছে আল্লাহর নিকট।" (সূরা হুদ ঃ ২৯)

হযরত হুদ (আ) বলেন ঃ

يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ○

"হে আমার সম্প্রদায় আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট বিনিময় চাই না।" (সূরা হুদ ঃ ৫১)

তিনজন নবীর পক্ষ থেকে তৃতীয় এক ব্যক্তির মুখে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

"অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ২১)

এভাবে শেষ নবী (স) সহ বহু নবীর মুখ দিয়ে আল্লাহ বলিয়েছেন যে, তারা দ্বীন প্রচারের বিনিময়ে কোন টাকা পয়সা বা ধন-সম্পদ চান না। এতে বুঝা যায় যে, দ্বীন প্রচার করার মাধ্যমে টাকা পয়সা রোজগার নবীদের নীতি নয়। কিন্তু বৃটিশের গোলামীর যুগে আলেম সমাজকে জনগণ থেকে কালেকশনের মাধ্যমে মাদ্রাসা মসজিদ চালাতে হতো। সেটা ছিল একান্ত প্রয়োজনে। পরবর্তীতে টাকা কালেকশনের জন্য এমনভাবে সভা, মহফিল ও ইসালে সওয়াব শুরু হল যে, সমাজের ঐ সকল ব্যক্তি যারা টাকা পয়সার মালিক তাদের মনোরঞ্জনের চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করলো। আস্তে আস্তে ইসলাম হয়ে গেল রোজগারের হাতিয়ার।

যেভাবে কথা বললে ধনী লোকের মন গলে সেভাবে কথা বলতে অনেক আলেম অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইসলামের যে সকল আলোচনায় ধনীরা বেজার হন, সে সকল কথা আস্তে আস্তে বাদ পড়তে শুরু হল। বৃটিশ সরকারের

www.pathagar.com

তোষামোদকারী ও তাদের নীতি গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সরকারী চাকুরী লাভ করতে লাগলো। ব্যবসা বাণিজ্যে তারাই সুযোগ পেল, যারা হিন্দু ও খৃষ্টানদের সাথে তাল মিলাতে পারলো। যারা পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করতে চাইলেন তারা বৃটিশ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোপানলে পড়ে গরীব হয়ে পড়লেন। যারা ব্যবসায়ে হারাম, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিতে নিমগ্ন হল টাকা পয়সা তাদের হাতেই চলে গেল। আলেমগণ মসজিদ মাদ্রাসা চালাতে গিয়ে তাদের কৃপার পাত্র হয়ে পড়লেন। শ্রম দিয়ে আয় করা আলেমদের নিকট অবমাননাকর ও মর্যাদাহানিকর হয়ে গেল। ফলে তথাকথিত নামধারী একশ্রেণীর অবস্থা সম্পন্ন মুসলমান প্রায় মসজিদ মাদ্রাসার হর্তাকর্তা হয়ে গেল। এই অবস্থা বৃটিশ পরবর্তী স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশেও চলতে থাকলো। দুই ধরনের মাদ্রাসার একটি সরকার ও অপরটি মালদারদের অধীন হয়ে পড়লো। ফলে এই মালদার ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে অসন্তুষ্ট করে বলে কুরআন-সুন্নাহর মূল চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। বিপরীত পক্ষে এমন এমন কথা প্রচার হতে লাগলো যাতে কেউ বেজার না হয়। সুতরাং জিহাদ, ন্যায় বিচার, একামতে দ্বীন ; এই সকল আলোচনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অপরদিকে একদেশদর্শীভাবে হাদীস বয়ান শুরু হল যাতে মনে হয় আয়-রোজগার যে পথেই করা হোক না কেন অমুক জায়গায় দান করলে নির্ঘাত জান্নাত পাবে। অলি বুজর্গদের খুশী রাখলে আল্লাহ খুশী হবেন। মীলাদের উছিলায় মুক্তি হয়ে যাবে ইত্যাদি। বুজর্গের দোয়ার বরকতে পার হয়ে যাওয়া যাবে। মাজারে শায়িত অলিকে খুশী করলে মুক্তি পাবে। মোটকথা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বাদ দিয়ে ইসলামের সেই সকল কথার বয়ান হতে থাকলো যাতে কেউ বেজার না হয় এবং কোন ভয়-বিপদের কারণ না ঘটে। মসজিদ মাদ্রাসার মোতোয়াল্লী-সেক্রেটারী খুশী হন। শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা সরকারী দলের বিরুদ্ধে আকারে ইঙ্গিতেও কোন সমালোচনা না হয়ে যায়।

এই অবস্থায় সবচেয়ে যে বড় ক্ষতি হল, তাহচ্ছে, ইসলাম বলতে সাধারণ মানুষ মনে করলো ইসলাম একটি ধর্ম এবং ধর্ম হল ব্যক্তিগত ব্যাপার। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তছবিহ ইত্যাদি ঠিক থাকলে অন্যান্য ক্ষেত্রে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চললেই হবে। আখেরাতে কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া সরকার সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি চালু রাখলে সেটা সরকারের দোষ, ঘুষ ছাড়া কাজ না হলে ঘুষ দিলে আমার দোষ কি, ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা না মেনে উপায় কি ? ব্যাংকের সুদ, সুদ নয়। হাউজ বিল্ডিং এর লোন সুদ হলেও নেয়া যায়। মিথ্যা ছাড়া যেহেতু ওকালতি চলে না ; সুতরাং করার কি আছে। দ্বীনকে রুজির হাতিয়ার বানানোর ফলে ধর্ম ব্যবসা বেশ জমজমাট হয়ে গেল। বড় বড় বক্তাগণ ওয়াজ করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন। ফলে ওয়াজ

www.pathagar.com

নছিহতের ধারা পরিবর্তন হয়ে গেল। কুরআন হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পরিত্যক্ত হল, কারণ কুরআনী আলোচনায় সকল শ্রোতা খুশী হন না, ফলে পরবর্তীতে আর দাওয়াত মিলে না। মসজিদে হক্ক কথা বললে চাকুরী থাকে না। মাদ্রাসার মুহতামিম, প্রিন্সিপাল বা মোদাররেসিন, ঐ সকল ইসলামী কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেন না। কারণ যাদের চাঁদায় মসজিদ মাদ্রাসা চলে তারা অসন্তুষ্ট হয়। এমন কথা বললে হয় চাকুরী যাবে না হয় আয় বন্ধ হবে। ফলে দ্বীনের অনেক কথাই গোপন করতে হয়। কুরআনের তাফসীর করাই মুশকিল, কারণ এতে জিহাদের কথাই বেশী। তাছাড়া অনৈসলামী আইনের বিরুদ্ধে বহু কথা কুরআনে আছে। এগুলো আলোচনা করলে কর্তাদের অসুবিধা হয় ; গায়ে লাগে। তাই তারা বলেন, এই সমস্ত কথা বা আয়াত ব্যাখ্যা না করলেও চলত। কুরআনে আর আয়াত নেই ? কত কথা বলা যায়, নামাজ, রোজা, জিকির-আজকার ইত্যাদি। এইভাবে ইসলামের প্রকৃত বৈপ্লবিক রূপ জনগণের নিকট থেকে আড়াল হয়ে ইসলাম একটি ব্যক্তিগত ধর্মে পরিণত হল। এখন ইসলামের ব্যাপক পরিচয় সাধারণ মানুষ দূরের কথা মাদ্রাসা পড়ুয়াদের মধ্যেও থাকলো না। কারণ এমনভাবে শিক্ষাক্রম তৈরি হল, যাতে মাদ্রাসা থেকে ইসলামের ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ইলম নয় বরং খণ্ডিত ইলম নিয়েই কামেল এবং দাওরা পাশ হয়ে যায়। সকল যুগেই এর ব্যতিক্রম কিছু হক্কানী আলেম বর্তমান ছিলেন। অনৈসলামী সরকার, সমাজ ও সুবিধাবাদের মোকাবেলায় তাদের প্রচেষ্টাসমূহ সঙ্গত কারণেই খুব সীমাবদ্ধ থাকলো। ইসলামকে ব্যবসায়ের হাতিয়ার হওয়া থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হল না। ফলে ইসলামের নামেই মাজার, গানবাদ্যকারী পীর মুরিদী, লেংটা পীর, তাবিজ কবজের ব্যবসা, মনগড়া সুবিধাবাদী ওয়াজ, মিলাদ, শিরনী, ওরশ, জুলুস ইত্যাদির ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চললো। যার ফলে মুসলিম সমাজদেহে পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি রোগ সৃষ্টির কারণের মধ্যে ইসলামকে আয়ের হাতিয়ার বানানো একটি কারণ হিসেবে যুক্ত হল।

তৃতীয় কারণ

তৃতীয় যে কারণে রোগ সৃষ্টি হল, সেটা দুশমনদের ষড়যন্ত্র। মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করার সবচেয়ে বড় যে ষড়যন্ত্র সেটা হল শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিভক্ত করা। দেশে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার নামে দুইটি বিপরীতমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল। আধুনিক শিক্ষার সাথে মানুষের বস্তুগত ও সামাজিক সকল প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে সংযুক্ত করা হল। যেমন বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, ব্যবসা ইত্যাদি সহ জগত ও জাগতিক জীবন পরিচালনার সকল বিষয়। অপর দিকে ধর্মীয় বা মাদ্রাসা শিক্ষার আওতায় থাকলো প্রধানত আরবী উর্দু ভাষা

www.pathagar.com

শিক্ষা, মাসয়ালা-মাসায়েল বা ফিকাহ শিক্ষা। হাদীস অধ্যয়ন মাদ্রাসা শিক্ষায় থাকলো বটে কিন্তু কুরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা না থাকায় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারলো না। ফলে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের মর্দে মুজাহিদ তৈরি হওয়া উচিত ছিল তা হল না। যদি তাই হত তাহলে তারা চাকুরীর ভয়ে ইসলামের বিপ্লবী বাণী প্রচার বন্ধ করতো না এবং ইসলামের কিছু প্রকাশ কিছু গোপন করতো না। প্রয়োজনে জীবিকার জন্য হালাল যে কোন কাজকে সাদরে গ্রহণ করতো। যার ফলে এক আল্লাহ ছাড়া কারো পরোয়া তাদের করতে হত না। তারা মরণকে বরণ করে শহীদ হতো, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকার, ব্যবসায়ী বা অন্য কোন গোষ্ঠীর অনুগত হয়ে হকের দাওয়াত দান থেকে কিছুতেই বিরত হতো না। এই শিক্ষা ষড়যন্ত্রের ফলে একই পিতামাতার দুই সন্তানের একজন হল মোল্লা অপরজন মিস্টার। আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সুকৌশলে এমনসব বিষয় মুসলমান ছেলে মেয়েদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হল যাতে তারা ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকার করে কিন্তু কর্ম জীবনে ইসলামের 'প্রবেশ নিষেধ' আইন জারি করে দেয়। অপর দিকে মাদ্রাসা থেকে যারা বের হয়, তারা বিশ্ব পরিচালনা, দেশ পরিচালনার যোগ্যতা রাখা দূরের কথা, ইসলামকে ব্যবসার হাতিয়ার বানানো ছাড়া জীবন জীবিকা অর্জনের কোন যোগ্যতা রাখে না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে ভাগ করে ইসলামী শিক্ষাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করাই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা। তারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ না করে পঙ্গু করে দিল।

ইংল্যাণ্ডের এককালিন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন হাউজ অব কমন্সে একদিন একখানা গ্রন্থ হাতে করে এসে কমন্স সভার সদস্যদের নিকট জানতে চাইলেন, মুসলমানগণ ইংরেজ সরকারের নিকট মাথানত করে না এর কারণ কি ? সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর নিকট কারণ ব্যাখ্যার দাবী রাখলে তিনি হাতে রক্ষিত বইটি দেখিয়ে বললেন, "এই বই হল কারণ"। বইটি আসলে ছিল কুরআন মজিদ। প্রধানমন্ত্রী বুঝালেন যে, "এই কুরআনে ঈমান ও জিহাদের চেতনাকে এতবেশী উজ্জীবিত ও উচ্চকিত করা হয়েছে যাতে মুসলমান কারো কাছে মাথানত না করে।" শুরু হল ষড়যন্ত্র, মুসলিম সমাজকে কুরআনের শিক্ষা থেকে সরাতে হবে। কুরআনকে মুসলিম সমাজ থেকে প্রকাশ্যে সরানো যাবে না। সুতরাং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এমন এমন ধর্মীয় মহল তৈরি করা হল, কুরআনকে যারা শুধু পাঠ করবে কিন্তু বুঝবে না। তারা কুরআন থেকে তাবিজ কবজ নিবে কিন্তু হেদায়াত নিবে না। সম্রাট আকবরের আমলে যেমন একশ্রেণীর আলেম আকবরের দ্বীনে ইলাহীর পক্ষে কাজ করলো। মাওলানা আবুল ফজলের পিতা শায়খ মোবারক আলফি মতবাদ আবিষ্কার করে বললো,

www.pathagar.com

"মুহাম্মাদী শরীয়তের মেয়াদ এক হাজার বছর পর শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন নতুন শরীয়ত তৈরি হতে হবে।" (নাউযুবিল্লাহ)

একইভাবে ইংরেজ আমলেও ইসলাম সম্পর্কে নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবন ও বিকাশ হতে থাকলো। শরীয়তের মোকাবিলায় তরিকত, হকিকত ও মারেফাত নামে তিনটি মতবাদ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। শরীয়তকে বিকৃত করার জন্য এগুলো দারুণভাবে কাজ করতে থাকলো। নামাজ, রোজা, হালাল-হারাম, পর্দা কিছুই মানেন না, তিনি হলেন বুজর্গ। যুক্তি হল, নামাজ রোজা ঠিকই আছে কিন্তু এর বাইরে এমনকি এর উর্দ্ধে এমন জিনিস আছে যেটার নাম মা'রেফাত। সুতরাং মা'রেফাতে ঢুকলে নামাজ রোজার প্রয়োজন থাকে না। যে বান্দা সকল সময় নামাজে মশগুল তার জন্য নামাজের আলাদা সময় কোথায়? যে ফানাফিল্লাহ হয়েছে সেতো আল্লাহর সাথে মিশেই গিয়েছে।

ইসলামী শরীয়তকে হেয় করার জন্য নানা রকম গল্প-কাহিনী ও পুস্তক রচিত হলো। যে বৈরাগ্যবাদকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স) নিষেধ করেছেন, অলি-দরবেশ, গাউস-কুতুব, মজ্জুব ও মস্তান নামের আবরণে সেই বৈরাগ্যবাদই মুসলমান সমাজকে গ্রাস করলো। পূর্বে বৈরাগ্যবাদ শুধু খানকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে মাঠে-ময়দানে ও মসজিদে নতুন রূপে নতুন লেবেলে পুরাতন বৈরাগ্যবাদ চালু হয়েছে। তারা দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর খলিফা মনে করে না, দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র মনে করে না। তারা মনে করে, গন্দম খাওয়ার পাপের ফলে আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ আদম-হাওয়াকে দুনিয়ায় নিক্ষেপ করেছেন। দুনিয়া হল আদমের পায়খানা। অথচ আল্লাহর নবী বলেনঃ اَلدُّنْيَاءُ مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَة "দুনিয়া হল আখেরাতের আবাদ ভূমি"। এই জমি আবাদ করেই আখেরাতের ফসল উৎপন্ন করতে হবে। কুরআন বলে আদমকে শাস্তি স্বরূপ দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি। আদমের ভুল জান্নাতে থাকতেই আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। ক্ষমার পর নবুয়ত দান করে আল্লাহ তাঁকে মহিমান্বিত করে খলিফা হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। জগতে খলিফা হিসেবে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেই আদম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ○

"আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা পাঠাবো।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার জন্য কত যে মিথ্যা রচনা করে চলছে তা বর্ণনায় শেষ করা যাবে না। আমি নিজে ডায়াবেটিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। একদিন দেখলাম পাশের সিটের

www.pathagar.com

কয়েকজন এক জায়গায় বসে ধর্ম চর্চা করছেন। এদের সবাই মুসলমান, একজন বৌদ্ধ ধর্ম-যাজক। তিনি মুসলমান ক'জনকে ইসলাম বুঝাচ্ছেন[১] বলছেন, ইসলাম অর্থ ঃ I shall love all mankinds. অর্থাৎ আমি সকল মানুষকে ভালবাসবো। এই অর্থের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, এই হল 'Islam' আই, এস, এল, এ, এম। সুতরাং I তে I, S এ shallL'l' এ love a তে all 'm' এ mankinds. এইভাবে দেখলাম বৌদ্ধ মুসলমানকে বুঝাচ্ছে ইসলাম নামের অর্থ। যেহেতু ইসলাম অর্থ আমি মানবতাকে ভালবাসব সুতরাং মানব প্রেমই 'ইসলাম'। ইবাদাত বন্দেগী এতকিছুর কোন দরকার নেই। মানব প্রেম করলেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তব ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" মাওসেতুং বলেছেন, "চীনের জনগণই তার ভগবান।" অর্থাৎ ধর্ম কর্ম দরকার নেই, চীনের জনগণের সেবা করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে।

মজার বিষয় হল এই যে, বৌদ্ধ লোকটি ইসলাম শব্দের যে ব্যাখ্যা দিলেন মুসলমান কজন নিরবে তা মেনে নিলেন। তারা কেউ অশিক্ষিত নয়। তারা কেউ কেউ B. A. M. A-ও ছিলেন। একজন ছিলেন বগুড়ার শিল্পপতি। আমি বৌদ্ধ লোকটিকে বললাম যে, আপনি এই ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা কোথায় পেলেন? তিনি বললেন যে, একটি পুস্তকে তিনি পড়েছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'Islam' অর্থ যদি এই হয়, তবে আপনি 'ইসলাম'-এর ই, স, লা, ম, এই চারটি অক্ষর দিয়ে রচনা করুন "আমি মানবতাকে ভাল বাসবো।" ভদ্র লোক একটু বেকায়দায় পরলেন। জিজ্ঞাসা করলাম ভাই ইসলাম ইংরেজী শব্দ না আরবী ? যদি অক্ষর দিয়ে ইসলাম শব্দের অর্থ বের করতে হয় তবে اسلم এর ا س ل م এই চার অক্ষর দিয়ে আপনি রচনা করুন "I shall love all mankinds." ভদ্র লোক লা জবাব। আমি বলি, এইভাবে যদি শব্দের অক্ষর দিয়ে অর্থ বের হয় তবে আগুন শব্দের অর্থ হয় ঃ 'আ'তে আচ্ছালামু আলাইকুম, 'গু'তে-গুড মর্নিং এবং 'ন'তে নমস্কার। আগুন অর্থ কি তাই ?

এগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা ঢুকিয়ে মুসলিম সমাজে উল্লিখিত পাঁচটি রোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই সকল ষড়যন্ত্রের কল্যাণে বহু জাল হাদীস পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। অলি বুজর্গের নামে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে হালালকে হারাম, হারামকে হালাল

১. "হায়রে এলো কলিকাল ভেড়ায় চাটে বাঘের গাল।" মুসলমানকে ইসলাম শিক্ষা দেয় বৌদ্ধ।

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যে মূর্তির বিরুদ্ধে ছিল সকল নবীর সংগ্রাম, সেই মূর্তি আজ মুসলমানদের শোকেজে শোভা পাচ্ছে। দেখা যায় হাজী সাহেব, তার শোকেজে রবীন্দ্রনাথের মাটির তৈরি মূর্তি, নজরুলের মূর্তি, নেতার বিরাট ছবি ঘরে ঘরে, অফিসে অফিসে প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রীর ছবি। কেন এই মূর্তি ও ছবি ? এর উদ্দেশ্য কি ? এই মূর্তি রাখা কি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়, পূজনীয় মানে কি সম্মানীয় নয় ? পূজনীয় শব্দ থেকেই কি পূজার প্রচলন হয়নি ? তাহলে সম্মানের জন্য ছবি রাখা কি পূজা নয় ? পূজার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ? সমাজের নেতৃস্থানীয় মৃত লোকদের সম্মান দেখানোর জন্যই কি তাদের মূর্তিকে মাল্যভূষিত করা হয়নি ? মূর্তির চরণে ফুল দেয়া হয়নি ? যে মূর্তিগুলোকে পূজা করা হয় তারা কি সমাজে মানুষ ছিলেন না ? লাত, মানাত, উজ্জা এরাকি আরবের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন না ? কাবা ঘরে কি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মরিয়ম সহ বহু নবী ও নেতার মূর্তি ছিল না ? মহাদেব, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ এরাকি সমাজের সম্মানিত মানুষ বা রাজা, বাদশা, রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান ছিলেন না ? মাটির মূর্তিকে ভক্তি করা আর কাগজের মূর্তিকে ভক্তি করার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? মাটির মূর্তিকে ভক্তির নাম যদি মূর্তি পূজা হয় কাগজের মূর্তিকে ভক্তির নাম কেন তবে পূজা নয় ? অফিসে আদালতে নেতার মূর্তি বড় বড় ছবি রাখা কি? কাল্পনিক মূর্তিকে সম্মান করা, আর মাজার নামে কবর রূপ মূর্তির ভক্তি কি আলাদা জিনিস ?

যদি ওরশ করা ইসলাম বা এবাদাত হত, তবে পিতা ইব্রাহীমের ওরশ করে কি নবী (স) আমাদেরকে ওরশের তরিকা শিক্ষা দিতেন না ? পূর্বে সমাধিগুলোর উপরে মঠ তৈরি করা হয়েছে, যেমন-শ্রীনগর (মুন্সিগঞ্জ) থানার মাজপাড়া ও শামসিদ্ধি গ্রামে এখনো দু'টি মঠ দেখা যায়। বরকত-সালামের নামে প্রতিটি স্কুল ও কলেজে মিনার তৈরি কি ঐ মঠ সংস্কৃতি নয় ? ইমাম হুসাইনের শাহাদাত স্মরণে কি কোন মিনার তৈরি হতে পারতো না ? কত নবী দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে সত্যের লড়াইয়ে শহীদ হলেন। নবীদের ডাক কি মানুষের স্বাধীকারের ডাক ছিল না ? তাদের আন্দোলন কি মানবাধিকারের আন্দোলন ছিল না ? কোথাও তাদের মাজার নেই, তাদের নামে কোন শহীদ মিনারও নেই। মুসলিম সমাজে এই যে, শির্ক-বিদয়াতের সংস্কৃতি চলছে এর বিরুদ্ধে ওলামারা কেন মুখ খুলেন না ? কেন মুসলমানদের সন্তানরা একদিকে জুমায় যায়, ঈদগাহে যায় আবার প্রকারান্তরে পূজায়ও শামিল হয় ?

উল্লেখিত এইসব ষড়যন্ত্র, যার ফলে মুসলিম জাতিসত্তা আজ শতধা বিভক্তির রোগে আক্রান্ত। এম. এ., বি. এ. পাশ করা হাজী-গাজী, পীর ও

www.pathagar.com

আলেম ওলামার ছেলেরা সহ সাধারণ মুসলমান ছেলেরা শির্ক চিনে না, বিদয়াত বোঝে না, পূজা টের পায় না, জানাযা পড়তে পারে না। এমনকি অনেকে শুদ্ধ করে কালেমাও বলতে পারে না। একি শিক্ষার নামে ষড়যন্ত্র নয় ? এই সকল ষড়যন্ত্র রোগ সৃষ্টির একটি বড় কারণ।

চতুর্থ কারণ

রোগ সৃষ্টির চতুর্থ কারণ হল মুসলমানদের অধিক দুনিয়া প্রীতি। বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর নবী বলেন, "আমার ইন্তেকালের পরে তোমরা কাফের হয়ে যাবে। এই ভয় আমার নেই। কিন্তু ভয় হয় আমার মৃত্যুর পরে ধনদৌলতের মায়ামোহে তোমরা পরস্পর রক্তপাতে লিপ্ত না হও এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তোমরাও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় ধ্বংস হয়ে না যাও।" আজ দুনিয়া প্রীতির কারণেই মুসলিম সমাজে এই অনৈক্যের রোগ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

"আর আপনি তাদেরকে সেই লোকের খবর শুনান, যার নিকট আমার আয়াত ছিল। কিন্তু সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেল, ফলে শয়তান তার পিছনে লাগল এবং সে পথভ্রষ্ট হল। আমি ইচ্ছা করলে ঐ আয়াতের বদলে তাকে (তার মর্যাদাকে) উচ্চে তুলে রাখতাম। কিন্তু সেত দুনিয়ার দিকে ঝুকে পড়লো এবং নিজের নফসের অনুসরণ করলো। ফলে তার অবস্থা হল কুকুরের মত, যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, জিহবা ঝুলিয়ে রাখে, যদি বোঝা নামিয়ে রাখা হয় তাহলেও জিহবা ঝুলিয়ে রাখে। এটা তাদেরই উদাহরণ যারা আমার আয়াতকে অমান্য করে (ঝুটলায়) অতএব (হে নবী) আপনি এই কিসসা বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা গবেষণা করে।" (সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৫-৭৬)

আলোচ্য আয়াতে ঐ সকল (বড় বড়) আলেমদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে শয়তানের ধোকায় পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং

www.pathagar.com

দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়। বিরাট আলেম হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না বরং আল্লাহর অমোঘ নিয়মে তাদের অবস্থা কুকুরের মত হয়ে যায়। কুকুরের বড় বড় তিনটি স্বভাব ঃ (১) পেটই হল তার প্রধান। সকল সময় সে পেট নিয়ে চিন্তা করে। রাস্তা দিয়ে যখন চলে তখনো নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে থাকে, সদা তালাশ করে কোন দিক থেকে খাদ্যের গন্ধ আসে কিনা। যদি তাকে ঢিল মারা হয় সেটাকেও সে কামড় দিয়ে দেখে যে, রুটি বা হাড্ডি কিনা। মোটকথা লোভের লেলিহান শিখা সদা তার অন্তরে জ্বলতে থাকে। (২) যখন তার পেট ভরে যায় শুরু হয় তার দ্বিতীয় স্বভাব। বিপরীত লিঙ্গের কুকুরের সাথে কামড়া কামড়ি ও লাফালাফির মাধ্যমে যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তি। (৩) কুকুরের তৃতীয় স্বভাব হল, এমন একটি গরু মরা পড়ে আছে যা ২০টি কুকুরে খেয়েও শেষ করতে পারবে না। কিন্তু কুকুরের স্বভাব হল, নিজে খাক না খাক অন্য কুকুরকে ধারে কাছেও আসতে দিবে না। সে অন্য কুকুর তাড়াতে থাকবে আর কাক শকুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে খেয়ে শেষ করবে। এতে বুঝা যায়, যারা তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার লোভে মনমত চলে তাদের মধ্যে ঐ তিনটি স্বভাব প্রকাশ পায় ঃ (১) লোভ (২) যৌন নেশা (৩) স্বগোত্রের প্রতি হিংসা। আজ দুনিয়া প্রীতির কারণেই আলেমদের মধ্যে এত হিংসা, বিচ্ছিন্নতা, অসহিষ্ণুতা ও ফিরকাবাজি ইত্যাদি দেখা দিয়েছে।

পূর্বোল্লেখিত রোগ ও কারণের প্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভ্রান্তিসমূহ বিস্তার লাভ করেছে। (১) ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, (২) ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ ধারণা (৩) আংশিক ইসলাম পালনের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার ধারণা, (৪) ইকামাতে দ্বীনের কাজকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা, (৫) ফতোয়া দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা।

আলেমগণ নানা মতে

আমি বহু সভা, সীরাত মাহফিল ও সুধী সমাবেশে বারবার কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। সেগুলো হলো ঃ (১) আলেমদের এত দল কেন ? (২) আলেমদের মধ্যে মতের মিল নেই কেন ? (৩) আলেমে আলেমে এত ফতোয়াবাজী কেন ? (৪) আলেমদের এত মত হলে সাধারণ মানুষ কোন্ দিকে যাবে ? আমি লক্ষ্য করেছি এই প্রশ্নগুলো দুইটি মনোভাব থেকে আসে ঃ (ক) সরল মানুষেরা সত্যি সত্যি বিপাকে পড়েই এই প্রশ্ন করেন, কারণ এলাকার ইমাম সাহেব, মাওলানা সাহেব দ্বীনের ব্যাপারে এতদিন যে কথা বলে এসেছেন, যে কথা মুরব্বিদের মুখেও শুনা গেছে, এখন যদি অন্য একদল

www.pathagar.com

আলেম অন্য রকম বলেন, তাহলে সাধারণের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উদয় হয়। তাই এই শ্রেণীর মানুষ জানার জন্যই প্রশ্ন করেন আলেমেরা নানা মতে, সুতরাং মানুষ কোন্ পথে যাবে। (খ) অপর কিছু লোকও এই প্রশ্ন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা জানার জন্য প্রশ্ন করে না, তারা এই কথা বলে সাধারণ লোকদেরকে ইসলাম থেকে সরাতে চায়। তাদের কথা হল, আলেমদেরই মতের ঠিক নেই, একেক আলেম একেক রকম কথা বলে সুতরাং বাদ দাও, মৌলভীদের কথা শুনে কাজ নেই। এতদিন যেভাবে চলে এসেছ সেভাবেই চল। সমাজ যেভাবে চলে সেভাবে চলে দুনিয়ার উন্নতি কর। সত্যি কথা বলতে কি বর্তমানে ইসলামের নামে বহু মত এবং বহু দল। সাধারণ মানুষ কি করবে ? এই সাধারণ মানুষ বলতে মুসলিম জনগণকে বুঝি। যারা আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তারা বুঝে মৃত্যুর পর মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তখন সকলকে আপন আপন কাজের জন্য দায়ী হতে হবে। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। কোন বুজর্গের পুণ্যের বলে কোন পাপির পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ـ

–কারো বোঝা কেউ বহন করবে না। (সূরা আয যুমার ঃ ৭

প্রিয় নবী (স) এরশাদ করেছেন ঃ আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার নিকটতম আত্মীয়দের ভয় দেখাও।" আয়াতটি নাযিল হলে নবী করিম (স) দাড়িয়ে বললেন ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা অথবা এ ধরনের কোন শব্দ (রাবির সন্দেহ) নিজেদের বিক্রি কর, আমি তোমাদের আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করতে পারবো না। (যদি তার নাফরমানি কর।) হে বনী আবদে মানাফ ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারবো না। (যদি তোমরা তার আনুগত্য না কর)। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস ! আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারবো না (যদি তার বিরোধিতা কর)। হে সফিয়া নবীর ফুফু ! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবো না। (যদি তুমি তার আনুগত্য না করো)। হে ফাতিমা (মুহাম্মাদ (স)-এর কন্যা) ! তুমি যা খুশি আমার সম্পদ থেকে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচাতে পারি না (যদি তুমি তার আনুগত্য না কর)। (বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড ৫০৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে বুঝা যায়, আলেমরা ঐক্যমতে ছিল না বা আলেমদের কথা বিভিন্ন ছিল এই জন্য আমরা আল্লাহর কাজ করতে পারিনি ; এই কথা বলে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই। আল্লাহর নবী বলেন ঃ

www.pathagar.com

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ○

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ,নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেককে হিসেব দিতে হবে।" (বোখারী ৭ম খণ্ড মাওঃ আজিজুল হক–২৩২ পৃঃ)

সকল আলেম যদি একই কথা বলতেন তাহলে আমাদের জন্য খুবই সুবিধা বা সহজ ছিল। নিশ্চিন্তে আলেমদের সর্বসম্মত কথা অনুসরণ করলেই চলতো। কিন্তু ব্যাপার তা নয়, আলেমদের মধ্যে ঐক্য নেই। বিভিন্ন আলেম বিভিন্ন রকম কথা বলেন। সুতরাং এই অবস্থায় সত্যকে যাচাই এবং বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য এবং অপরিহার্য দায়িত্ব। বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের জন্য আরো বেশী, কারণ সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করে থাকে, তাছাড়া তাদের বুঝার শক্তি বেশী। ছেলের ভয়ংকর অসুখ। এলাকায় পাঁচজন ডাক্তার আছেন। পাঁচজন ডাক্তার একই ঔষধ বললে ছেলের পিতার কোন চিন্তা নেই, চোখ বুঁজে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসরণ করবেন। কিন্তু যদি পাঁচজন ডাক্তার পাঁচ রকম ঔষধ এবং ব্যবস্থা দেন, তাহলে ছেলের পিতাকে অবশ্যই গভীরভাবে ভাবতে হবে। তিনি এই কথা বলে ছেলের চিকিৎসা বাদ দিতে পারবেন না যে, একেক ডাক্তার একেক রকম কথা বলেন, সুতরাং কোন ডাক্তারের ঔষধই খাওয়াবো না, ছেলের চিকিৎসাই করবো না। কোন পিতার পক্ষেই পাগল না হলে চিকিৎসা বাদ দেয়া সম্ভব নয়। অতএব ছেলের পিতাই সিদ্ধান্ত নিবেন কোন্ ঔষধ খাওয়াবেন, কার চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

মুসলমান একথা একিন রাখে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, নিজেরও মরতে হবে, ছেলেরও মরণ হবে, একদিন আগে বা পরে। সেই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপারে চিকিৎসার যদি এত গুরুত্ব, তাহলে আখেরাতের ব্যাপারে আলেমদের অনৈক্যের কারণে রাগ করে আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দেয়া অথবা যাচাই প্রমাণ না করে যে কোন একটা পথে চলা কি কোন দায়িত্বশীল, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে ? অবশ্যই নয়। কাজেই বর্তমান অবস্থায় কোন মুসলমানেরই চুপ করে বসে থাকার সময় নেই। মৃত্যু কাকেও এক মুহূর্ত সময় দিবে না। কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে পথ মাত্র একটি, ঐ সঠিক পথটি অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করে হলেও বাছাই করতে হবে। কিভাবে বাছাই করা যাবে সেই একমাত্র সঠিক পথ ; নবীর পথ ?

নবীর পথ বাছাই করার পদ্ধতি

আমাদের দেশে শতকরা পঁচাশিজন মুসলমান। আর এই মুসলমানদের মধ্যেই শামিল আছে লেংটা পীর ও তার শিষ্যরা। আছে সমাজতন্ত্রী ও

www.pathagar.com

কমিউনিষ্ট, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি। অধিকাংশ আলেমের (প্রকৃতপক্ষে সকল আলেমের) রায় হল কমিউনিজম কুফরী মতবাদ[১] ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। দেশের প্রখ্যাত একজন পীরের বড় সাহেব জাদা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান নেতা ছিলেন। তার নাম কমরেড আবদুল হক। তাঁর পিতা যশোরের প্রখ্যাত খড়কীর পীর। কমরেড হক সাহেবের দলে আমার জানা মতে এক আধজন আলেম ছিলেন। এমনকি একজন প্রখ্যাত ওয়ায়েজও কমিউনিজমের পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। এই মাওলানা সাহেব কমিউনিজমের পক্ষে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে দলিল দেয়ার চেষ্টা করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, "আল্লাহ নিজেই তো কমিউনিজম চান।" আমি বললাম নাউজুবিল্লাহ, এই নাস্তিক মতবাদ আল্লাহ নিজে চান, একজন আলেম হয়ে এমন কথা আপনি বলতে পারলেন ? উত্তরে তিনি কুরআনের একটি আয়াত পেশ করলেন। নামকরা একজন বক্তা, আলেম, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার তিনি যদি আয়াত উদ্ধৃত করে এইভাবে বলেন, সাধারণ লোক অবশ্যই বিভ্রান্ত হবেন। কিন্তু এই কারণে সাধারণ লোকেরা কি মাফ পেয়ে যাবেন ? অবশ্যই নয়।[২]

মাওলানা সাহেব কমিউনিজমের পক্ষে কুরআনের কোন্ আয়াতটি পেশ করলেন সেটা জানার আগ্রহ ইতিমধ্যে পাঠক মনে সৃষ্টি হওয়ার কথা। তিনি বললেন, কুরআনে আছে "লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদ্।" অর্থাৎ আকাশ এবং জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। অতএব এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ ব্যক্তি মালিকানা খতম করে দিলেন। আর কমিউনিজমত তাই বলে যে, ব্যক্তি মালিকানা থাকতে পারবে না। আমি বললাম, মাওলানা সাহেব, এইভাবে আপনি কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করতে পারলেন ? ব্যক্তি মালিকানা যদি আল্লাহ খতমই করে দিলেন, তবে যাকাতের হুকুম দিলেন কাকে ? ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে যাকাত হয় কিভাবে ? আল্লাহ স্ত্রীকে মোহরানা দিতে বলেছেন, মালিকানা না থাকলে কিভাবে দিবে ? নিবেই বা কিভাবে ? কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তি ভাগের জন্য আল্লাহ মিরাসী বিধান দিলেন কেন ? সম্পত্তিই যদি না থাকে তবে ভাগ বন্টন কিসের? মালিকানা না থাকলে আত্মীয়রা পাবেই বা কিভাবে ? বললাম, কুরআনে আল্লাহ বহুবার দান করার কথা বলেছেন। এগুলো কি সবই তাহলে আল্লাহ প্রহসন করলেন ? (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? আমার

১. প্রকৃতপক্ষে সকল আলেম বলার কারণ হলো। বাহ্যত দেখা যায় আলেম প্রকৃতপক্ষে নয় এমন লেবাসধারী কিছু সংখ্যক আলেম কমিউনিজম সমর্থক থাকতে পারে। কোন আলেম কমিউনিজম সমর্থন করলে সে প্রকৃতপক্ষে আলেম নয়।

২. পরবর্তী আলোচনায় পাওয়া যাবে কেন মাফ পাবেন না।

www.pathagar.com

সামনে মাওলানা যেন একটু বেকায়দায়ই পড়লেন। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে 'লিল্লাহি মাফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদ।' এই কথার মর্ম কি ? উত্তরে বললাম, "এতদিনে অরিন্দম কহিলা বিষাদে"। বললাম, 'মাওলানা সাহেব আয়াতটির কমিউনিষ্ট মার্কা ব্যাখ্যা না দিয়ে আগেই যদি প্রশ্ন করতেন। কতলোক আপনার এই ব্যাখ্যা শুনে কমিউনিজমকে ইসলাম মনে করে গোমরাহ হয়েছে কে জানে ? ইসলামী সমাজতন্ত্রের দাবী মরহুম মাওলানা ভাষানী সাহেবও করেছেন। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের পক্ষে যত ইচ্ছা কথা বলেন, আমার কোন কথা নেই। কিন্তু আল্লাহর কালাম নিয়ে এ রকম ছিনিমিনি খেললে মনে বড় ব্যাথা পাই। এখন শোনেন আপনার সেই আয়াতের ব্যাখ্যা। "আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।" এই কথায় দুনিয়ায় যাকে ব্যক্তি মালিকানা বলে মানুষের সেই ব্যক্তি মালিকানা খতম হয় না। কারণ, দুনিয়ায় মানুষের ব্যক্তি মালিকানা আর আল্লাহর মালিকানা একও নয় সাংঘর্ষিকও নয়। মনে করুন কোন একখণ্ড জমিকে এক সাথে চারজন বলছে আমার। এই চারজনের 'আমার'ই আপন আপন জায়গায় ঠিক। ধরুন ভারতের বর্ডার সংলগ্ন একটি জমির জোতদার হিসাবে মালিক মিষ্টার x। এই জমি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিবাদ।.ভারত বলে জমি আমার, বাংলাদেশ বলে আমার। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে জমি বাংলাদেশ পেল। এখন জায়গার মালিক ভারত নয়, বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মালিকানার প্রশ্নে বাংলাদেশ বলে জমি আমার। তাই বলে মিষ্টার x-এর মালিকানা কি খতম হয়ে গেল ? সেকি বলতে পারবে না ঐ জমি আমার, বললে কি বাংলাদেশ সরকারের 'আমার' খতম হয়ে যাবে ? সবাই বলবে, না, নষ্ট হবে না। কারণ সরকারের আর জোতদারের মালিকানা আপন আপন স্থানে সঠিক। এই জমিটিকে জোতদার ৪জন বর্গাদারকে বর্গা চাষ করতে দিলেন। এক বর্গাদার অপর বর্গাদারের জমির ফসল অন্যায়ভাবে কাটতে গেলে, অপর বর্গাদার বলে এই জমিত আমার—তুমি এখানে ধান কাট কেন ? দেখা গেল একই জমিকে একই সাথে বর্গাদার বলে আমার, জোতদার বলে আমার, সরকার বলে আমার। সকলের 'আমার' নিজ নিজ জায়গায় ঠিক। বর্গাদারের বর্গাদারী আমার, জোতদারের জোতদারী আমার, সরকারের রাষ্ট্রীয় আমার। আল্লাহর হল প্রকৃত মালিকানার 'আমার'। কাজেই আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর বলে আল্লাহ কমিউনিজম চান একথা ধোকা। যুক্তিতে মাওলানা সাহেব চুপ হলেন বটে, কিন্তু কমিউনিজমের সমর্থন ছাড়লেন কিনা এটা জানার আর সুযোগ হয়নি। এভাবে দেখা যায় সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের পক্ষেও আলেম আছে। আওয়ামী লীগের একটি ওলামা কমিটি রয়েছে তাতে বুঝা যায় তাদের দলে আলেম আছে। মাওলানা মরহুম আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ এই দলের একজন নেতা ছিলেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল। এই দলের মতে দেশের শাসনতন্ত্র কুরআন ভিত্তিক হলে সেটা হবে সাম্প্রদায়িক। তাঁরা কোন দিনও বলে না যে, কুরআন সুন্নাহর আইন চালু করবে। বরং ৭১ সালে যখন তারা ক্ষমতায় আসলো তাদের লোকেরা দুইটি ভার্সিটির মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত তুলে দিলেন। কবি নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম শব্দটি তুলে দিয়ে নাম রাখলেন কবি নজরুল কলেজ। মজার ব্যাপার হলো কলেজটি একজন শ্রেষ্ঠ কবির নামে, তাঁর নাম যাই হবে কলেজের নামও তাই হতে হবে। কবির নামতো শুধু নজরুল নয়, আর নজরুল শব্দের কোন অর্থ হয় না। এটা শুদ্ধ শব্দও নয়। কবির নাম যেহেতু নজরুল ইসলাম কলেজের নাম নজরুল ইসলাম কলেজই হওয়া উচিত। কিন্তু দলটির ইসলাম বিদ্বেষ এত তীব্র যে, জাতীয় কবির নাম বিকৃত হোক তাতে আপত্তি নেই কিন্তু 'ইসলাম' শব্দ থাকলে জাত যাবে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছিল। মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল করা হল। 'জিন্নাহ' হল নামটির পরিবর্তন করে 'সূর্য সেন' হল করা হল। এটাকি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ততা, না ইসলাম বিদ্বেষ ? মুসলমানের নামে হল হলে যদি ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট হয় তাহলে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আছে বলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা কি নষ্ট হয়ে গেছে ? আওয়ামী লীগ একটি ইসলাম বিদ্বেষী দল বলে নিজেরা নিজেদের প্রমাণ করার পরও দেখা যায় আওয়ামী লীগে কিছু আলেম ও পীর আছেন। তাবলীগ জামায়াতের বহু স্থানীয় আমীর আওয়ামী লীগেরও স্থানীয় নেতা। নামকরা একজন পীরজাদা এই দলের এম, পি, ছিলেন। মাইজ ভাণ্ডারের পীর মাওলানা নজিবুল বাশার এই দলের এম, পি, ছিলেন।

বি, এন, পি-ও একটি জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দল। তারাও কোনদিন বলে না যে, তারা কুরআন সুন্নাহর আইন বা ইসলামী আইন কায়েম করবে। পাকিস্তান, সউদী আরবসহ বহু মুসলিম দেশ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের সর্বদলীয় আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবীতে আন্দোলন করলো, কিন্তু বি, এন, পি, তাতে একমত হল না বরং কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করলো। নবী, কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরও বি, এন, পি নষ্টা মেয়ে তাসলিমার সর্বরকম সহায়তা করলো। এই দলেও আলেম আছেন। দেশের দেওবন্দী (কাওমী) মাদ্রাসাসমূহের একটি বোর্ড আছে এই বোর্ডর নাম 'বিফাকুল মাদারিস'। এই বিফাকুল মাদারিসের সেক্রেটারী জেনারেল কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতাউর রহমান খান বি, এন, পির একজন নেতা ও ৯১-এর নির্বাচনে বি, এন, পি-র নমিনেশনে নির্বাচিত এম, পি, ছিলেন। বি, এন, পি-রও একটি ওলামা গ্রুপ আছে।

www.pathagar.com

জাতীয়পার্টির অভ্যুদয় ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে হয়েছিল। বিভিন্ন দল ছেড়ে নেতাগণ ক্ষমতার লোভে এই দলে যোগ দেন। এই দল কোনদিন কুরআন সুন্নাহর আইন কায়েমের কথাতো বলেনি, বরং এই দলের সভাপতি জেনারেল এরশাদ ফারইষ্টার্ন রিভিউ পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, 'তিনি হাত কাটা ইসলাম চান না'। কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ঃ "চোর পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক হোক হাত কেটে দাও।[১] যেহেতু আল্লাহর দ্বীন ইসলামে চোরের হাত কাটা অবশ্য পালনীয় আইন। সুতরাং সে আইনের বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি তার দলের ইসলাম বৈরিতা প্রমাণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও দেওবন্দী আলেম মুফতী ওয়াককাস সাহেব এই দলে যোগদান করেন এবং মন্ত্রী হন। জমিয়তে মুদাররেসীনের সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান এই দলের নেতা ও মন্ত্রী ছিলেন।

আরও অনেক ছোট ছোট দল আছে। কোনটা সমাজতন্ত্রী কোনটা ধর্মনিরপেক্ষ। এইসব দলেও দু'একজন আলেম থাকা বিচিত্র নয়। বাকী থাকলো খেলাফত মজলিস, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এইগুলি ইসলামী দল বলে দাবী করে। দেওবন্দী মাদ্রাসাগুলি যদিও কোন রাজনৈতিক দল নয় তবুও এরা মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ। এরা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সাথে গভীর সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। প্রতি বছর কংগ্রেস সমর্থক ভারতীয় নেতা ও কংগ্রেসের এম, পি, মরহুম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর পুত্র মাওলানা আসাদ মাদানী যোগাযোগের প্রয়োজনে ও তাঁর বাংলাদেশী অনুসারীদের তালিম দেয়ার জন্য বাংলাদেশে আসেন। দেশের দেওবন্দী মাদ্রাসাগুলি তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। সম্প্রতি ইনকিলাব সহ অন্যান্য জাতীয় দৈনিকে খবর বেরিয়েছে ভারতীয় কংগ্রেসী আলেমদের তৎপরতা সম্পর্কে। এই খবরের দৈনিক ইনকিলাবের হেডিং হল ঃ বাংলাদেশে ভারতের নয়া চক্রান্তের জাল বিস্তার (নীচে বড় অক্ষরে) একশ্রেণীর ভারতীয় আলেমকে মাঠে নামানো হয়েছে। খবরের ২/১টি অংশ উদ্ধৃত করছি। "ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, আলেম নামে পরিচিত একদল লোক ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমন করেছেন। এই আলেমদের অধিকাংশই কংগ্রেসের দলীয় সদস্য। এ গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সমর্থক আলেম দেওবন্দের মাওলানা আসাদ মাদানী এবং নয়া দিল্লীস্থ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র)

১. হাত কাটা অর্থ এই নয় যে, যে কোন রকম চুরি করলেই হাত কেটে দিতে হবে। এর বিস্তারিত বিধান রয়েছে। হযরত ওমরের (রা) খেলাফত আমলে ক্ষুধার জ্বালায় এক কৃতদাস অন্যের উট চুরি করে জবেহ করে খেয়ে নেয়, তার হাত কাটা হয়নি বরং তার মনিবের জরিমানা হয়েছে।

www.pathagar.com

-এর দরগা শরীফের আলহাজ্জ পীর কাশানী বাবা।" খবরের কাগজে এ-ও লিখেছে যে, এদের বাংলাদেশে একটি কেন্দ্র হল মিরপুর আরজাবাদ মাদ্রাসা, যার প্রিন্সিপাল মাওলানা শামছুদ্দিন কাসেমী।

মরহুম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এমনকি কংগ্রেসের উস্কানিতে যখন ভারতে মুসলিম নিধন চলছিল তখনও তিনি এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসেই ছিলেন। ভারতে যখন বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হল তখন মাওলানা আসাদ মাদানী সহ এই দেওবন্দী অনেক আলেম কংগ্রেসেই ছিলেন এবং আছেন।

বর্তমান কংগ্রেস সরকারের আমলে সারা ভারতে যখন মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলছে, যখন কাশ্মীরের মাটি মুসলমানদের রক্তে লালে লাল হচ্ছে, যখন চারারই শরীফ মসজিদ ধ্বংস হচ্ছে তখনো তাঁরা কংগ্রেসের পক্ষেই আছেন। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাগুলির অনেক আলেম এখনও কংগ্রেসের সমর্থক। তাবলীগে জামায়াত বিশ্বব্যাপী একটি ইসলাম প্রচারের সংগঠন। এই সংগঠনে অনেক আলেম রয়েছেন। এদের বিশ্ব 'ইজতেমা' হয় বাংলাদেশে। অপর দিকে সংগঠনটির হেড কোয়ার্টার হল ভারতে। তারা বিশ্বের সকল অমুসলিম সরকারগুলির সাথেই ভাল সম্পর্ক রাখেন। কোন সরকারের সাথেই তাদের বিরোধ লাগে না। সেই সরকার কাফের, মুশরিক, মুনাফিক যাই হোক। ফলে এই দলটির সাথেও কারো বিরোধ নেই। এই দলে কমিউনিষ্ট যায়, মুসলিম লীগ যায়, বি, এন, পি, ও আওয়ামী লীগ যায়। এক কথায় বিপরীত মুখী ও ইসলাম বিরোধী অনেকেই এবং অনেক দলের নেতাকর্মীগণ এখানে যান।

দলটি কালেমার দাওয়াত দেয়, অথচ দুনিয়ার কোন শক্তিই এই দলের প্রতি ক্ষিপ্ত নয়। অপর দিকে নবীগণও কালেমার দাওয়াত দিতেন। যখন, যে দেশেই কোন নবী কালেমার দাওয়াত দিয়েছেন, সেই দেশের রাজা বাদশাহসহ সকল নেতৃবৃন্দ নবীদের দাওয়াতের চরম বিরোধিতা করেছে, বহু নবীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, অনেক নবী শহীদ হয়েছেন। তাহলে নবীদের কালেমা এবং এদের কালেমায় কি পার্থক্য হল যে, এদের কালেমার দাওয়াতে কোন কাফের, মুশরিক ক্ষিপ্ত হয়ই না বরং সহযোগিতা করে। অথবা এরা কি বুদ্ধি, হিকমত এবং চরিত্রের দিক থেকে নবীদের চেয়ে উন্নত হয়ে গেল (!) নাকি তারা কালেমার কোন কিছু গোপন করল। বিষয়টি সকলের তলিয়ে দেখা দরকার।

মুসলিম লীগেও আলেম আছেন। এইদল পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জাতির নিকট ওয়াদা করেছিল যে, পাকিস্তান কায়েম হলে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবে, কিন্তু সে ওয়াদা তারা পুরা করেনি। এই দল ইসলামের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিরই অনুসারী।

www.pathagar.com

এরপর থাকে মাদ্রাসা, খানকা, মসজিদ। আলিয়া মাদ্রাসা সরকারী অনুদানে চলে, তাই প্রকাশ্য রাজনীতি পরিহার করে। এখানকার শিক্ষকগণ কেউ কোন পীরের মুরিদ বা খলিফা, কেউ নিজেই পীর, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ইসলামী দল সমর্থন করেন। কওমী বা দেওবন্দী মাদ্রাসার কথা মোটামুটিভাবে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারা প্রধানত কংগ্রেস পন্থী আলেম আসাদ মাদানীর সাথে সম্পর্ক রাখেন। এরা সরকারী অনুদান না পাওয়ার কারণে এলাকার ধর্মভীরু, পরহেজগার লোকদের আর্থিক সাহায্যে চলে। ফলে মোটা অংকের সাহায্য দাতাদের মন খুশী রেখে তাদের চলতে হয়। তাদের মধ্যে পীর-মুরিদী লাইনের লোক অনেক আছেন। এরপর নামজাদা একেকজন পীরকে কেন্দ্র করে দেশ ব্যাপী অনেক খানকা চালু আছে। প্রত্যেক পীর ও খানকার অনেক খলিফা আছেন। কিছু কিছু খলিফার মধ্যে প্রকাশ্য ঝগড়া নাই তবে প্রতিযোগীতা আছে। খানকাগুলির আহবান সাধারণত কামালিয়াতের দিকে। এখানে মানুষকে আকৃষ্ট করার মূল আকর্ষণ হল, পীর সাহেবদের কারামত। কুরআন হাদীসের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করার চেয়ে কারামাত, ঝাড়-ফুক, তাবিজ ইত্যাদিই বেশী। খানকা বহু রকম আছে, তরিকাও বহু রকম। এমন এমন পীরও দেখা যায় যারা পূর্ব জীবনে গানবাদ্য করেছে, কিন্তু এখন পীর। তারা একদিকে তথাকথিত তরিকায়ে মারেফাত শিক্ষা দেয় অপর দিকে গানও শিখায়। অনেক পীর আছে পর্দার ধার ধারে না, মেয়ে পুরুষ এক সাথে মুরিদ করে। মুরিদগণ ব্যাপকভাবে টাকা-পয়সা, গরু, ছাগল, উট, মহিষ এইসব খানকায় দান করে। দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এম, পি, আমলা, মিলিটারী অফিসার সহ বড় বড় ব্যবসায়ীদের অনেকেই কোন না কোন খানকায় যাতায়াত করেন। সকল খানকার মুরিদগণই নিজের পীরকে সবচেয়ে বড় বুজর্গ, কামেল ও অলি আল্লাহ মনে করে। এখানে বহু আজগুবি গল্প কাহিনীর মাধ্যমে লোকদেরকে আকৃষ্ট করা হয়। যদিও প্রত্যেক পীরের মুরিদগণ নিজ পীরের তরিকাকেই সবচেয়ে খাঁটি এবং নিজ পীরকে সবচেয়ে বড় আলেম মনে করে। তথাপি বিভিন্ন খানকার মধ্যে আমলের অনেক গড়মিল। অনেকেই অনেককে জাহিল, কাফের, বাতিল, ভণ্ড ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। প্রায় প্রত্যেক খানকার সাথে কিছু আলেম জড়িত[১] আছেন।

মসজিদের ইমামদের অধিকাংশই আলেম, কিছু কিছু ক্বারী এবং হাফেজও আছেন। এই ইমামদের অবস্থা অধিকাংশ স্থানেই খুব করুণ। কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, মোতোয়াল্লী এবং প্রভাবশালী সদস্যের মন খুশী রাখতে

১. আলেম বলতে আমরা এখানে শুধু মাদ্রাসায় পড়ে ডিগ্রী নিয়েছে তাদের কথা বলছি। প্রকৃত আলেমতো আলাদা।

www.pathagar.com

না পারলে তাদের চাকুরী যাওয়ার ভয় বেশী। তারা চাকুরী ঠিক রেখে তবে কিছু পারলে করেন।[২] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমামগণ কমিটি এবং প্রভাবশালী মুসল্লিদের মত মত চলতে বাধ্য থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেশের আলেমগণের একটা সামগ্রিক চিত্র আমাদের নিকট প্রতিভাত হল। দেখা গেল কমিউনিজম থেকে শুরু করে এমন কোন মতবাদ নেই, যার সাথে কোন না কোন আলেম জড়িত নয়। বলা যেতে পারে, সবাই প্রকৃত আলেম নয় অথবা মোহাক্কেক বা বিজ্ঞ আলেম নয়। কিন্তু কে বিজ্ঞ, কে মোহাক্কেক, কে নয় এটা বাছাই করার জন্য জনগণের নিকট কি কোন মানদণ্ড আছে ? তাছাড়া অনেক আলেমেরই তো কমবেশী কিছু ভক্ত আছে। ভক্তদের কাজ হল নিজের হুজুরের প্রশংসা করা এবং তার বড়ত্ব জাহির ও কেরামাত বর্ণনা করা।

এর মধ্যে কোন্ আলেমকে সত্যের মাফ কাঠি হিসেবে গণ্য করা হবে, কোন আলেমকে সত্যের মাপকাঠি ধরা যায় কি ? পরবর্তী পাতায় হাদীস উদ্ধৃত করা হল যাতে দেখা যায়, কোন আলেম, পীর বা বুজর্গ কেউই সত্যের মাপকাঠি নন। একমাত্র কিতাব ও রসূল (স)-ই সত্যের মাপকাঠি। নবী (স) যেটা করতে বলেছেন, নিজে করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন সেটাই হল পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। তাই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হল কিতাব, নবী (স) ; আর তিনিই হলেন জীবন্ত কুরআন। অতএব কুরআন হাদীসের খেলাফ কোন মানুষের কথা অন্ধভাবে গ্রহণ করা যাবে না।

যদি আলেমদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা হয় তাহলে ভেবে দেখুন, ইসলামের রূপ চেহারা কেমন হবে। কোন আলেমের নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা, কারো কমিউনিজম (সমাজতন্ত্র), কারো মাজারবাদ, কারো সুবিধাবাদ, কারো রাজতন্ত্র, কারো কংগ্রেসবাদ, কারো স্বৈরাচার ; এইরূপে লেংটাবাদ, কারো খাজা বাবা, কেউ কাদরিয়া, কেউ চিশতিয়া কেউ নকশাবন্দিয়া, কেউ মুজাদ্দাদিয়া ইত্যাদি সহ আরো বহু মত। সুতরাং সকলেই তো আলেম, জনগণ কার মতে চলবে !

মানুষ যাবে কোন্ পথে

ইসলামের দাবী হল বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা। কারণ এত মত এত পথতো আল্লাহ মনোনীত করেননি। তিনি তো একটি মাত্র পথ মনোনীত করেছেন। সেই পথটির নাম হল সীরাতে মুস্তাকিম, ইসলাম বা নবীর পথ। সেই সীরাতে মুস্তাকিম থেকে যদি সরে পড়া হয়, তাহলে জাহান্নামে পড়ে যাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। এই পথটিকে চিত্রে এভাবে দেখা যায়।

২. এর ব্যতিক্রম কিছু প্রভাবশালী ইমাম আছেন।

www.pathagar.com

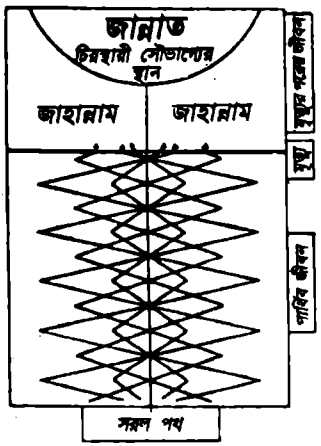

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দুনিয়া থেকে জান্নাত পর্যন্ত একটি সরল পথ চলে গিয়েছে। দুনিয়ার সীমার পরই জাহান্নাম। ঐ সরল পথটি জাহান্নামের উপর দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছে। দুনিয়া হতে ঐ সরল পথ বাদ দিয়ে যে কোন বাঁকা পথে দুনিয়া অতিক্রম করলেই জাহান্নামে পড়তে হচ্ছে। অতএব কঠিন ভাবনার বিষয় হল সরল পথে চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে যেয়েও যদি বাঁকা পথে চলে যাওয়া হয় তবেই জাহান্নামে পড়ে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর, ভয় করার মতো এবং এমন অবস্থায় যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়ো না যখন তুমি আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) নও।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

যেহেতু মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। তাই এই আয়াতের মর্ম হল সকল সময় এবং সকল ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত থাকা, কোন সময়ই আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন না করা, মুহূর্তের জন্য ভিন্ন কোন তরিকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط

"হে ঈমানদারগণ সম্পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮)

অর্থাৎ কোন একটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত বর্হিভূত কাজ করলেই সেটা হবে শয়তানের অনুসরণ এবং আনুগত্য। আর এই অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু হয়ে গেলে মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) হিসেবে মৃত্যু হবে না এই কারণেই শেষ

www.pathagar.com

নবী (স) বলেছেন ঃ বনী ইস্রাঈল যদি বাহাত্তর মতে বিভক্ত হয়ে থাকে আমার উম্মত হবে তিহাত্তর মতে, একটি মাত্র মত ছাড়া বাকি সব মত ও পথই জাহান্নামে যাবে। এখানে বাহাত্তর তেহাত্তর অর্থ অঙ্কের ৭২-৭৩ নয়, অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল যত মতে বিভক্ত হয়েছিল, শেষ নবীর উম্মত তার চেয়ে বেশী মতে এবং বহুমতে বিভক্ত হবে। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, নবীর উম্মত বলে দাবী করলে আর কিছু ইসলামের কাজ করলেই মুক্তির আশা করা যায় না। কারণ শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে যত মত বের হয়েছে সকল মতই কিছু কিছু ইসলামী কাজ করে এবং কিছু মনমত করে। আল্লাহর নবী বলেন ঃ "একটি মত ছাড়া সকল মতই জাহান্নামে যাবে।" সাহাবায়ে কেরাম (রা) তখন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "যে মতটি জান্নাতে যাবে সেটি কোন্‌টি।" নবী (স) উত্তর দিলেন, "সেটি হল আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথের উপর আছি সে পথটি।"

রসূল (স) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কোন বিভেদের প্রশ্ন ছিল না। সকল সাহাবী কুরআন অনুসরণ করতেন এবং রসূল (স) কুরআনের উপর যেভাবে আমল করতেন তারাও সেটা অনুসরণ করতেন। নবী (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত কর্মনীতির কথাই এখানে বলা হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোন একজন সাহাবীর কথা এখানে বলা হয়নি। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে কুরআন অনুসরণ করতেন এবং রসূল (স) কুরআনের উপর যেভাবে আমল করতেন তারা সেভাবেই আমল করতেন। নবী (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম সম্মিলিতভাবে যে তরিকার উপর বহাল ছিলেন সেটাই হল নাজাত পাওয়ার তরিকা। অন্য কোন পথ বা তরিকায় নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। নবী (স) ও সাহাবায়ে কেরামের নীতির সাথে মেলে না, কুরআনে স্পষ্ট আয়াতে যে বিষয়ে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না, সাহাবীদের যুগের পরবর্তী সময়ের এমন নতুন কোন তরিকা, মত-পথ বা পদ্ধতি গ্রহণ করে কিছুতেই নাজাত পাওয়া যেতে পারে না। শুধু কালেমা পড়া মুসলমান নামে আখেরী নবীর উম্মত এই কারণে নাজাত পাওয়া যাবে কিনা নিম্নের হাদীস কটি তা পরিষ্কার করে দেয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ـ

"হে নবী, তোমার নিকট আত্মীয়দের ভয় দেখাও।" আয়াতটি নাজিল হলে নবী (স) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা অথবা এ ধরনের কোন শব্দ (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নিজেদের বিক্রি কর ; আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবো না (যদি তোমরা

www.pathagar.com

তাঁর নাফরমানি কর)। হে বনী আবদে মনাফ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবো না (যদি তাঁর আনুগত্য না কর)। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস, আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারবো না (যদি তার বিরোধিতা কর)। হে সফিয়া নবী (স)-এর ফুফু আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারবো না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না কর)। হে ফাতিমা মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা ! তুমি যা খুশী আমার সম্পদ থেকে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করতে পারবো না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না কর)। (বুখারী)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ভাষণে বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সম্মুখে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে। "যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পূরণ করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।" (আয়াত) অতপর সর্বপ্রথম ইব্রাহিমকে পোশাক পরানো হবে। সাবধান হয়ে যাও আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, "হে আমার রব, এরাতো আমার সাহাবী" জওয়াবে আমাকে বলা হবে, তুমি জান না তোমার পরে এরা কত নতুন কথা তৈরি করেছিল।" আমি তখন আল্লাহর সৎ বান্দা ঈসার মত বলবো, "ওয়াকুনতু আলাইহিম শাহীদাম মা দুমতুম ফিহিম।" অর্থাৎ যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণকারী। এখন আমার পর তুমিই তাদের পর্যবেক্ষণকারী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা মুখ ফিরিয়ে উলটা পথে চলেছিল। (বুখারী)

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রসূল (স)-কে ফজরের নামাজের শেষ রাকায়াতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা" ও "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলার পর বলতে শুনেছেন, "হে আল্লাহ, তুমি অমুক, অমুক ও অমুক ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করো।" এ কারণে আল্লাহ, "হে নবী চূড়ান্ত কোন ফায়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এটা একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দিবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দিবেন। কারণ তারা বড় জালেম।" এই আয়াতটি নাজিল করেন। (বুখারী)

অপর একটি হাদীসে হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স)

www.pathagar.com

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং হারিস ইবনে হিশামের জন্য বদদোয়া করতেন। এ বিষয়েই "হে নবী কোন বিষয়ে ফায়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারভুক্ত, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দিবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দিবেন, কারণ তারা বড় জালেম।" আয়াতটি নাযিল হয়। (বুখারী)

আলোচিত তিনটি হাদীস থেকে বুঝা গেল (১) নবীর বংশ, নিকট আত্মীয় বা সন্তান যেই হোক, তারা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারে তাহলে নবী তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। (২) নবীর ইনতেকালের পর নবীর সাহাবী বলে পরিচিত হয়েও যারা কুরআন এবং সুন্নাহর বাইরে নতুন কোন পথ অবলম্বন করেছে তাদের পরিণাম হবে জাহান্নাম।[১] (৩) কারো অন্যায়ের কারণে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নবীর কোন হাত নেই। তা একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের মাফও করে দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন।

আখেরাতের ভয়ানক আযাব থেকে যদি আমরা নাজাত পেতে চাই, তাহলে নবী, তাঁর সাহাবী এবং ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে আমরা কুরআন হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই না করে যদি অন্ধভাবে কারো অনুসরণ করি তবে শতকরা নিরানব্বই ভাগ আশংকা থাকে ভুল পথে চলে যাওয়ার। এই কারণেই যারা আমরা জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে চাই তাদের কারো উচিত নয় যাচাই না করে যেভাবে চলছি সেভাবেই চলতে থাকা। হয়তো আমরা বলতে পারি সংসারের কাজ করবো না শুধু এই করবো, সংসারের এত ঝামেলার মধ্যে সময় পাওয়া যায় না, সুতরাং এত পড়াশুনার সময় পাবো কোথায় ? আমরা কুরআন হাদীস বুঝি না মাওলানা সাহেবদের কথামত চলবো, তারা যদি ভুল পথে চালায় তাহলে আল্লাহর কাছে তারাই দায়ী হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই সকল কথায় যদি কাজ হতো তবে আল্লাহর প্রিয় নবীগণ এত কষ্ট করতেন না। নবীর সাহাবীগণও এত কষ্ট করতেন না। শয়তান চায় আমাদেরকে ধোকা দিয়ে নিজে যেভাবে আল্লাহর নাফরমানি করে ধ্বংস হয়েছে, আমাদেরকেও এইকভাবে ধ্বংস করতে। এই জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বহুবার বলেছেন যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

---

১. দ্বীনের কোন ব্যাপারে নতুন মত নতুন পথ আবিষ্কার বা অবলম্বন করলে কোন আলেম, পীর বুজর্গতো দূরের কথা সাহাবীর পর্যন্ত উপায় থাকবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে নবীর জীবনে" (সূরা আহযাব)। যখনই দেখা যায় নবীর অনুসরণের কথা বলা হয়, তখনই শয়তান কৌশলে এমনভাবে ধোকা দেয় যেন মানুষ টের না পায়। সে বা তার চেলাগণ বলে ঃ নবীর কথা রাখেন, নবীর মত কে হতে পারবে। অথচ আল্লাহ নবীকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। সাহাবীগণের কথা বললে বলা হয় তাদের মত কে হতে পারে ? যেন ভাবটা এমন যে, সাহাবীদের মতো হতে চাওয়াটা বেয়াদবী। নবী এবং সাহাবীদের সম্মান করার নামে তাদের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কেউ সাহাবীদের অনুসরণ করতে চাইলে যেন সাহাবীদের মর্যাদা নষ্ট করলো। এইভাবে নবী ও সাহাবী ভক্তির আবরণে তাদের অনুসরণ থেকে সরায়ে তাদেরকে পূজা করার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।[১]

কাজেই শয়তানের ধোকায় পড়ে কেউ যদি ভাল নিয়তেও ভুল পথে চলে, তবে ভুল পথে চলার পরিণতি তাকে ভোগ করতে হবে। যুগে যুগে যারা মূর্তি পূজা করতো, তারাও মূর্তিকে বা কোন অলি দরবেশকে আল্লাহ মনে করতো না। বরং তারা মনে করতো, এই সকল অলি বুজর্গগণ আল্লাহর প্রিয়। সুতরাং এদের পূজা করলে এরা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। মুশরিকদের এই জাতীয় বক্তব্য কুরআনে আল্লাহ তুলে ধরেছেন ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ـ

"আমরা এদের আনুগত্য এই জন্য করি যে, এরা আমাদিগকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।" (সূরা আয যুমার ঃ ৩)

অপর দিকে খৃষ্টানগণ যে বৈরাগ্যবাদের অনুসরণ করে দুনিয়া ছেড়ে অলি দরবেশ হওয়ার ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল তাও তারা আল্লাহকে খুশী করার জন্যই করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাতে খুশী হননি বা তাদের মনগড়া পদ্ধতি অনুমোদন করেননি। কারণ আল্লাহ কোন্ পথে সন্তুষ্ট সেটা তিনি তাঁর কিতাব ও নবী রসূলদের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। কিতাব ও নবী রসূলদের পথ বাদ দিয়ে কোন নতুন তরিকা তৈরি করাই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, খোদার উপর খোদকারী। এতে এটাই প্রকাশ পায় যে, তারা নিজেরাই আল্লাহ থেকে ভাল মুক্তির পথ রচনা করতে পারে। আল্লাহ বলেন, "আমি নূহ এবং ইব্রাহিমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের বংশধরগণের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্প সংখ্যকই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশ ছিল ফাসেক (সত্যত্যাগী)।" (সূলা হাদীদ ঃ ২৬)

১. তথাকথিত আহলে সুন্নত যারা নবীকে হাজির নাজির মনে করে। মহফিলে একটি খালি সোফা রেখে দেয় যে, নবী বসবেন। এরা নবীর ভক্তির নামে কুফরী করে, নবীর পথ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে না।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ـ

"অতপর আমি পরপর রসূলগণকে পাঠিয়েছি। আর সবার শেষে মরিয়ম পুত্র ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তাঁর অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম দয়া ও করুণা।" (সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭)

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"কিন্তু বৈরাগ্যবাদ, এতো ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমি তাদেরকে এই বিধান দেইনি অথচ তাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি।" (হাদীদ ঃ ২৭)

"তাদের মধ্যে যারা (প্রকৃত) মু'মিন ছিল তাদিগকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক ; হে ঈমাদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুন পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের দিবেন আলো (নূর) যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ইহা এই জন্য যে, কিতাবিগণ (আহলে কিতাব) যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই। অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (হাদীদ ঃ ২৮-২৯)

মনগড়া পথে আল্লাহ খুশী হন না

কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতের আলোচনায় দেখা গেল, মুশরিক এবং খৃস্টানগণ আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই কেউ মূর্তিপূজা বা অলির উছিলা ধরেছিল, আবার কেউ ঐ কারণেই সন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু এই পথে তারা বহু কষ্ট সাধনা ও মেহনত করেও আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি পায়নি বা পাবে না। কারণ ওটা আল্লাহর দেয়া পথ ছিল না, ওটা ছিল তাদের

www.pathagar.com

অলি, আলেম, আহবার, রোহবান, পীর ও মুরব্বিদের বানানো পথ। সুতরাং মানব রচিত পথে চলা হল শির্ক।[১]

এখন আমরা মুসলমানরাও যদি কোন্‌টা আল্লাহর দেয়া পথ এটা যাচাই না করে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কোন আলেম, পীর, বুজর্গ বা মুরব্বির পথ ধরি তাহলে আমাদের পরিণতি তেমনটি হবে যেমনটি খৃষ্টান ও মুশরিকদের হয়েছিল অর্থাৎ সকল মেহনত বরবাদ হয়ে যাবে। পথ ঠিক না করে উলটা পথে মেহনত করলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না।

অতএব আমাদের এই যুগে, আমাদের দেশে বড় বড় আলেম, পীর, বুজর্গ, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ইসলামী দলের নেতা, পূর্ব বা বর্তমান কোন মুরব্বি, এদের মধ্যে যেহেতু মিল নেই, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হল চোখ বুঁজে কারো অনুসরণ না করা। বরং কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করে তবে কোন মতকে গ্রহণ করা এবং সত্য প্রকাশ পাওয়ার সংগে সংগে তা গ্রহণ করা। সকল আলেম ওলামার দায়িত্ব হল মানুষকে সাহায্য করা যাতে গোমরাহির পথ নয় জনগণ যেন সত্য সঠিক পথ দেখতে পায়। সত্যের পথ যদি দেখতে হয় তাহলে চোখ খুলতেই হবে, চোখ বুজে সত্যের পথ পাওয়া যায় না ; পাওয়া যায় অন্ধকার। এজন্য ইসলামের এক নাম নূর (আলো), কুরআনের এক নাম নূর। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহু ওয়ালী উল্লাজিনা আমানু ইউখরিজু হুম মিনাজ্‌জুলুমাতি ইলান্ নূর, ওয়াল্লাজিনা কাফারু আওলিয়াউ হুমুত্ তাগুত, ইউখরিজূনা হুম মিনান্ নূরে ইলাজ্‌জুলুমাত, উলাইকা আস্‌হাবুন্নারি হুম ফিহা খালিদুন।"

"আল্লাহ ঈমানদার লোকদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা সত্য অমান্য করে তাদের অভিভাবক (আউলিয়া) হল তাগুত (আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তি), এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"(আল বাকারা ঃ ২৫৭)

১. কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত তাবলীগের তরিকা অনুসরণ না করে মনগড়া তরিকা বানিয়ে বহুলোক দলে ভিড়ালে বা দুনিয়ার সকল রাজা বাদশাকে খুশী রাখলে এবং চিল্লার পর চিল্লা দিয়ে মেহনত করলেও কুরআনী তরিকা ছাড়া কাজ হবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ـ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ـ

"হে রসূল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর যদি না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

www.pathagar.com

এই আয়াতে কারিমায় দেখা যাচ্ছে, যারা মানুষকে আলোকের দিকে আনবে তারা আল্লাহর পথের পথিক। আর যারা চোখ বুজে চলতে বলবে তারা আল্লাহর দুশমন, তারা তাগুতের দলের লোক। তাগুত বলা হয় ঐ সত্তাকে যে মানুষকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে, অন্য কোন বিধান, মতবাদ, তরিকা, ছিলছিলা বা আইনের দিকে নিয়ে যায়। এ জন্য শয়তানকেও বলা হয় তাগুত। সে নানা রকম ভাল কথা বলে, আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলে, বেহেস্তের কথা বলে, ছলনার মাধ্যমে মানুষকে অন্য পথে নিয়ে যায়। নফসকে বলা হয় তাগুত। নফস মানুষকে তার আশা আকাঙ্খা পূরণের দাবীর মাধ্যমে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। অনৈসলামী রাষ্ট্র শক্তি, প্রশাসন বা রাজা বাদশাহদের বলা হয় তাগুত। এরা মানুষের উপর, মানব সমাজে বা রাষ্ট্রে নিজের, পার্লামেন্টের বা মানব রচিত আইন জারি করে। এই সর্বরকম তাগুতকে বর্জন করা হল ঈমানের শর্ত। তাগুতকে বর্জন না করে ঈমানের যত মেহনত করা হোক প্রকৃত ঈমান হবে না, হতে পারে না। মুখে কালেমা পড়লেই ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়।

মু'মিন হতে হলে তাগুতকে বর্জন করতে হবে

আল্লাহ বলেন ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ز قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

"দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথকে ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাংবার নয়, আল্লাহ সব শোনেন সব জানেন।" (বাকারা ঃ ২৫৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, সত্য পথকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, এখানে কোনরূপ অস্পষ্টতা নেই (অস্পষ্টতা হল তাগুত)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে সে ব্যক্তিই আল্লাহর দেয়া মজবুত হাতল ধারণ করবে, যে হাতল কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহর এ মজবুত হাতল ধরতে হলে দু'টো কাজ অবশ্যই করতে হবে। (১) প্রথমে তাগুতকে অস্বীকার, (২) অতপর আল্লাহর প্রতি ঈমান। যে কথার মাধ্যমে ঈমানের ঘোষণা দেয়া হয় তাকে বলা হয় কালেমায়ে তাইয়্যেবা অর্থাৎ পবিত্র বাক্য। এই বাক্যের মাধ্যমে মানুষ তাগুতকে অস্বীকার করার ঘোষণা দেয়। এটা হল আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের ওয়াদা বা অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার

www.pathagar.com

করলেই মানুষ হয় মুসলিম। এ ওয়াদা ভঙ্গ করলে সে মুসলিম থাকতে পারে না। সে হয় মুনাফিক। সে মুখে ওয়াদা করে কিন্তু কার্যে পরিণত করে না (এ জন্য মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে)। কাজেই প্রথমে এই কলেমা ভাল করে বুঝা দরকার। যে এই কালেমা পড়লো সে আল্লাহর সাথে কি চুক্তিতে আবদ্ধ হল ?

কালেমার মূল বক্তব্য

কালেমার অর্থ হল ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসূল।" এই কালেমার মূল কথা তাগুতকে অস্বীকার করা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। লা ঃ নাই, ইলাহ ঃ কোন ইলাহ, ইল্লা ঃ ব্যতিত (ছাড়া) আল্লাহ ঃ আল্লাহ। তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কথার মূল অর্থ কি হল ? মূল অর্থ কি এই হল যে, তুমি আল্লাহকে চিন না তাকে চিনে নাও ? অবশ্যই নয়। কারণ আল্লাহকে সকলেই জানে এবং আল্লাহ বলে মানে। এমন নাস্তিক খুবই কম, যে আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। মক্কার কাফেরগণ আল্লাহকে স্বীকার করতো, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার জন্য মূর্তি পূজা করতো। এ কথা কুরআনে বহুবার বলা হয়েছে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মূল কথা হল 'ইলাহ'। অর্থাৎ ইলাহ হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই মানতে হবে। অন্য কাউকে ইলাহ মানা যাবে না, এমনকি নবীকেও নয়। ইলাহ হিসাবে যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহকেই বাস্তবে মানবে অন্য কাউকে নয়, সে-ই প্রকৃত মুসলিম। অপর দিকে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে মানবে সে মুসলমান থাকবে না। 'ইলাহ' শব্দটি যেহেতু কালেমার মূল কথা সুতরাং যারা মুসলমান হতে বা থাকতে চায় তাদেরকে অবশ্যই 'ইলাহ' শব্দের অর্থ ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, অন্যথায় কালেমা বুঝা যাবে না।

কালেমা যদি বুঝাই না হয় তাহলে কালেমা মানার প্রশ্ন অবান্তর। আমি কারো সাথে একটি চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছি, কিন্তু চুক্তিপত্রে কি লেখা আছে আমি পড়ি নাই, বুঝি নাই বা জানি না অথবা চুক্তি পত্রে লেখা আছে এক কথা আমি ধারণা করেছি অন্য কথা। এ অবস্থায় আমার দ্বারা কি করে এ চুক্তি রক্ষা হতে পারে ? অতএব ইলাহ শব্দের অর্থ পরিষ্কার না হলে, কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আমি কি চুক্তি করেছি আমি বুঝবোও না মানতেও পারবো না।

সাধারণত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ করা হয় আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। ইলাহ যেমন আরবী মা'বুদও তেমনি আরবী শব্দ। কাজেই আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই বললে অর্থ ভুল হয় না কিন্তু কালেমা বুঝা হয় না। ফলে সমস্যা আপন স্থানেই রয়ে যায়। ইলাহ শব্দের অর্থ কি ? তাহলে ইলাহ শব্দের দু'টি প্রধান অর্থ ঃ (১) যার হুকুম মানা হয়, যার আইন মানা হয় সে-ই ইলাহ

www.pathagar.com

হয়। (২) যার উপাসনা করা হয়, যাকে সিজদা করা হয়, যার নিকট প্রার্থনা করা হয় সে ইলাহ হয়। এখানে দু'টি কথা একটি হল কমাণ্ড (হুকুম) অপরটি সারেণ্ডার বা সেলুট। অর্থাৎ কমাণ্ড যার মানতে হবে মাথাও তার কাছেই নত করতে হবে। অপর দিকে যার পদতলে মাথানত করা হবে, হুকুম ও আইন-বিধান একমাত্র তারই মানতে হবে। তাহলে-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর পরিষ্কার অর্থ দাড়ায় আল্লাহ ছাড়া কারো আদেশ-নিষেধ, আইন-বিধান কিছুই মানা যাবে না এবং আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট মাথা নত করা যাবে না। কাকেও সিজদা করা যাবে না, কারো নিকট প্রার্থনাও করা যাবে না। যদি এই দু'টি অধিকারের কোন একটি অন্য কাউকে দেয়া হয়, তবে তার কালেমা পড়ার কোন অর্থ থাকে না। যে এমনটি করে সে প্রকৃত মুসলমানও হয় না।

প্রশ্ন জাগে আল্লাহর হুকুম আইন বিধান কোথায় পাওয়া যাবে ? কোন্ নিয়মে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে, কিভাবে তাঁর জিকির-আজকার করা যাবে ? এখানে এসে বলা হলো মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। অর্থাৎ এই দু'টি কাজের নিয়ম একমাত্র আল্লাহর থেকেই নিতে হবে, কিন্তু যে কেউ এসে বলবে এটা আল্লাহর বিধান সুতরাং এটা অনুসরণ কর, তা মানা যাবে না, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবী রসূলগণই হলেন তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি যেটাকে আল্লাহর বিধান বলবেন সেটাই আল্লাহর বিধান। তিনি যেভাবে আল্লাহর বন্দেগী ও প্রার্থনা শিক্ষা দিবেন বা দিয়েছেন সেটাই আল্লাহর অনুমোদিত নিয়ম, বিধান বা শরীয়ত। এর বাইরে আল্লাহর অনুমোদিত কোন বিধান নেই। নবী রসূলগণই একমাত্র এই অধিকার প্রাপ্ত। শেষ জামানায় হযরত মুহাম্মাদ (স) হলেন একমাত্র সেই অধিকারপ্রাপ্ত রসূল। কাজেই 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর' অর্থ হল— তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান দিয়েছেন সেটাই আল্লাহর বিধান। এই বিধানের ব্যাখ্যা তিনি যেটা দিয়েছেন সেটাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। আল্লাহর বন্দেগী করার যে নিয়ম পদ্ধতি তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সেটাই ইবাদাত বন্দেগীর বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত রসূল। তিনি শেষ নবী, তারপর আর কোন নবী আসবে না। অতএব "লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এই কালেমার অর্থ হল ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর নবী এবং রসূল। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো আইন, হুকুম, বিধান মানি না এবং মুহাম্মাদ (স) ছাড়া অপর কারো তরিকা মানি না। বিধান ও হেদায়াত সংক্রান্ত ব্যাপারে কুরআন ও মুহাম্মাদ (স) ছাড়া কিছু বা কাউকে মানি না। এটাই হল কালেমায়ে তাইয়্যেবার মূল কথা। কাজেই ধর্মীয় হোক, সামাজিক হোক, অর্থনৈতিক হোক, রাজনৈতিক হোক, হোক বিচার, যুদ্ধ, ব্যবসা সহ মানব জীবনের যে কোন বিষয়, বিধান হবে একমাত্র আল্লাহর, আর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) একমাত্র এই বিধান মত পথ প্রদর্শক। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○

"মুহাম্মাদ (স) মন মত কিছু বলেন না, যেটা তাঁর নিকট অহি করা হয় ওটাই তিনি বলেন।" (সূরা নাজম ঃ ৩-৪)

অতএব স্বয়ং নবী যেখানে নিজের মনগড়া কথা বলতে পারেননি সেখানে অন্য কোন মানুষের কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার এই দাবী পূর্ণ না করলে মুসলমান হওয়া বা থাকা সম্ভব নয়। যুগে যুগে দেখা গেছে একদল লোক রাজা, বাদশা বা শাসক রূপে মানুষের উপর তাদের রচিত আইন বিধান প্রয়োগ করেছে। কেউ পুরোহিত, পাদ্রী, আলেম, পীর, অলি, দরবেশ রূপেও মানুষের উপর ধর্মীয় বিধান প্রয়োগ করেছে। কেউবা বাপ-দাদার প্রথা, সমাজের প্রথা, দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতির নামে মানুষের উপর বিধান প্রয়োগ করেছে। এরই যেকোন রকম বিধান মানুষের উপর চালু করে যারাই শাসন করেছে, হুকুম চালিয়েছে, কর্তৃত্ব করেছে বা করবে তাদেরকেই বলা হয় তাগুত ; আর মুসলিম বা মু'মিন হওয়ার জন্য প্রথম নম্বর শর্ত হল এই তাগুতকে অস্বীকার করা। সেই তাগুত নফস, মাতা-পিতা, রাজা-বাদশা, পীর সাহেব, মৌলভী সাহেব, নেতা সাহেব যেই হউক তাকে অস্বীকার করতে হবে। অন্যথায় ঈমান হবে না। মুখে যত লক্ষ বারই কালেমা পড়া হোক তাতে যায় আসে না।

সকল নবী ও রসূলগণ সর্বপ্রথম তাগুতকে অস্বীকার (কালেমার মাধ্যমে) করেছেন বলেই সকল যুগের তাগুতী শক্তি নবীদের বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং সর্বরকম তাগুতী শক্তি এই বিরোধিতার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সর্বযুগের তিনটি বড় বড় কায়েমী স্বার্থ (তাগুত) একযোগে নবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। (১) রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ-শক্তির জোরে যারা মানুষের উপর শাসন ও শোষণ চালায়, (২) ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ-ধর্মের নামে মানুষকে মানসিক গোলাম বানিয়ে যারা জনগণের অর্থ শোষণ করে ও সেবা আদায় করে, (৩) অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থ—সুদ, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা সহ সর্বরকম হারাম ব্যবসা ও শোষণ চালিয়ে যারা মানুষের রক্ত শোষণ করে এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে। নবীগণের দাওয়াত এদের শোষণের বিরুদ্ধে যায় বলে তারা সর্ব যুগেই নবীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অত্যাচারে শামিল হয়েছে। আজও এই তিনটি তাগুতী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুলুম নির্যাতন চালায়। পূর্বেও এরা ধর্মের নামে নবীদের বিরোধিতা করেছে, বর্তমানেও তাই করে। ভবিষ্যতেও এদের ভূমিকা ব্যতিক্রম হবার নয়। এ জন্য আল্লাহ সকল তাগুতী শক্তিকে অস্বীকার করা মু'মিন হওয়ার শর্ত করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কালেমায়ে তাইয়্যেবার দাবী

প্রশ্ন হতে পারে ইলাহ শব্দের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, এ ব্যাখ্যা কোথায় পাওয়া গেল। ইতিপূর্বের আলোচনায় এটাই বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আল্লাহ এবং রসূল ছাড়া মনগড়া কোন কথা গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং ইলাহ শব্দের ব্যাখ্যা আমাকে কুরআন থেকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ২/১টি আয়াত উদ্ধৃত করা হচ্ছে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ○

"(হে নবী) আপনি কি তাকে খেয়াল করেছেন, যে তার কামনা বাসনা (হায়া)-কে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবুও কি আপনি তাদের অভিভাবক হবেন?" (সূরা ফুরকান ঃ ৪৩)

লক্ষ্য করুন, আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, এক ব্যক্তি নিজের হাওয়াকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। সে যে হাওয়াকে ইলাহ বানিয়েছে একথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। সুতরাং হাওয়াকে যে ইলাহ বানানো হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। হাওয়া অর্থ হল নফস, কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি বা মনের আকাংখা। এই হাওয়া কামনা-বাসনা বা আকাংখাকে ইলাহ বানানোর তাৎপর্য হল যে, ঐ ব্যক্তি নিজের মনের বা নফসের গোলাম, নফস যা হুকুম করে সে তাই করে। অর্থাৎ নফসের আইন মানে। আইন অর্থই হুকুম আর হুকুম অর্থ আইন। কোন ব্যক্তি নফসের হুকুম বা আইন মানলে (আল্লাহ বলেন,) প্রকৃতপক্ষে সে নফসকে ইলাহ বানায়। অতএব যদি কেউ কোন রাজা বাদশাহর হুকুম বা আইন মানে তাহলে সে ঐ রাজা বাদশাকেই ইলাহ বানায়। একথা উক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণ হয়। এমনিভাবে কেউ যদি আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা না করে, অপর কোন মানুষের হুকুম মান্য করে, সে হুকুম রাষ্ট্রের হউক বা কোন দলের বা নেতার অথবা কোন পীর সাহেব, মৌলভী সাহেব যারই হউক, যার হুকুম মানবে প্রকৃতপক্ষে সে-ই ইলাহ হবে। তাকে মুখে ইলাহ বলা হউক বা না হউক। আল্লাহর দৃষ্টিতে তাকেই ইলাহ মানা হয় যার আইন বা হুকুম মানা হয়। মূছা (আ) যখন ফেরাউনের নিকট 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দিলেন সংগে সংগে ফেরাউন ক্ষিপ্ত হল এবং জাতীয় পরিষদে বৈঠক ডাকলো। পরিষদের নিকট ফেরাউন যে কথা বললো আল্লাহ সে কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ○

"ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদবর্গ, আমার জ্ঞানেত ধরে না যে, আমি ছাড়া তোমাদের অপর কোন ইলাহ আছে।" (কাসাস ঃ ৩৮)

www.pathagar.com

অতপর মূছা (আ)-কে হুমকি দিয়ে ফেরাউন বলে ঃ

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○

"ফেরাউন বললো, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ মানো তাহলে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।"

(সূরা শোয়ারা ঃ ২৯)

উক্ত দু'টি আয়াতে ফেরাউন নিজেকে ইলাহ বলে যে ঘোষণা বা দাবী করলো তার তাৎপর্য কি ? ফেরাউন কি একথা বলে এই দাবী করেছে যে, তাকে পূজা বা উপাসনা করা হোক ? অথবা সে ইলাহ শব্দ দ্বারা এই দাবী করেছে যে, তার আইন বা তার হুকুম মানা হোক ? উপাসনা বা পূজার ব্যাপারে ফেরাউন নিজে মন্দিরের মূর্তিকেই ইলাহ মনে করতো।

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط

"ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, আপনি কি মূছাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় ও আপনাকে এবং আপনার ইলাহগণকে বর্জন করতে দিবেন ?" (সূরা আল আরাফ ঃ ১২৭)

অত্র আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে ইলাহ বলতে মূর্তি বা দেবতাগণকে বুঝানো হয়েছে। আলোচিত আয়াত সমূহের দ্বারা পরিষ্কার হল যে, ইলাহ শব্দের দু'টি প্রধান অর্থ ঃ (১) যার আইন, বিধান ও হুকুম মানা হবে সে ইলাহ। (২) যার পূজা-উপাসনা ও জিকির-আজকার করা হবে সে ইলাহ। সমস্ত আলোচনা ও আয়াতগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোন মুসলমান যিনি কলেমা তাইয়্যেবার মাধ্যমে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানার ঘোষণা দিয়েছেন বা দিবেন, তিনি আল্লাহ ছাড়া স্বেচ্ছায় অন্য কোন মানুষ বা মানব রচিত আইনের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে পারেন না।

এইজন্য ইসলামের প্রথম কাজই হল জিহাদ এবং কালেমা তাইয়্যেবা পড়া মানেই জিহাদের ঘোষণা দেয়া। এই জন্যই যখন যেখানে কোন নবী রসূল কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েছেন সেখানেই তিনটি কায়েমী স্বার্থ একযোগে নবীর বিরোধিতা করেছে। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স) নবুয়ত পাওয়ার পর প্রথম যে প্রকাশ্য জনসভা করলেন, সাবা পর্বতের পাদদেশের সেই জনসভায় মক্কার বড় বড় নেতৃবৃন্দ তাঁর ডাকে সমবেত হয়েছিল। তারা সকলেই তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেছিল। তিনি যখন জনতাকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যদি বলি যে, এই পাহাড়ের অপর পাড়ে একদল শত্রু লুকিয়ে আছে, তোমরা বিশ্বাস করবে ? সকলেই একসাথে জবাব দিয়েছিল যে, অবশ্যই বিশ্বাস করব। তিনি বললেন, শত্রু না দেখে তোমরা কেন বিশ্বাস করবে, সবাই বললো এজন্য বিশ্বাস করবো যে, তুমি কোনদিন মিথ্যা কথা বল না, তাই তুমি 'আল আমিন' এবং আস সাদিক। তখন তিনি বললেন, "ইয়া আইয়্যুহান্নাস কুলু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তুফলেহুন।" অর্থাৎ "হে জনগণ, তোমরা ঘোষণা দাও 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' তবেই কামিয়াব হবে।" সেই ঘোষণা থেকেই শুরু হল মক্কায় মহানবীর ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ। প্রথম সমাবেশেই তাকে পাথর ছুড়ে মারা হল। এতে বুঝা যায় সঠিক অর্থে যখন যেখানেই কেউ কালেমায়ে তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েছেন, বিশ্বের সকল রাজশক্তি, সকল মুশরিক কাফের, জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তার বিরোধিতা করেছে। নবীদের মত পারদর্শী, সৎ, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, চরিত্রবান, দয়ালু এক কথায় সর্বগুণের অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানুষদের মুখে কালেমার ঘোষণা যে সকল লোক সহ্য করে নাই তারাই আজ আমাদের মত মানুষের মুখে কালেমার ঘোষণা শুনলে ক্ষিপ্ত হবে না এটা হতে পারে না। কাজেই আমরা যে প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে কালেমার ঘোষণা দিচ্ছি না এটা তারা আমাদের সর্বরকম কাজ দেখে বুঝতে পারছে। তাই ইসলামের শত্রুরা কালেমার দাওয়াত দানকারী অনেককে শুধু সহ্যই করে না বরং সহযোগীতাও করে। ফলে তাবলীগ জামায়াতের মারকাজ (কেন্দ্র) দিল্লীতে আরামে থাকতে পারে। কারণ কেবল বাবরী মসজিদ নয়, ভারতের সকল মসজিদ ভাংলেও এই জামায়াতের মুরব্বিগণ কোন কথা বলবেন কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং এমন নিরিহ যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না, কোন রকম সরকার পরিবর্তন বা দেশের আইন পরিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামায় না বরং যে রকম আইন থাক সেটাই তারা মাথা পেতে নেয়। চিরদিন রাষ্ট্র শক্তি ও রাজা বাদশাগণ এমন অনুগত নাগরিক চেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তারা যে ধর্ম ইচ্ছা পালন করুক। নবীগণ এমন সুনাগরিক হতে পারেননি বলেই রাজা বাদশা ও রাষ্ট্র শক্তি নবীদের সহ্য করেনি।

কোন দল যতই ইসলামের বিরোধিতা করুক, যতই অনৈসলামী কাজ কাম করুক, যতই গানবাদ্য, জিনা, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, সন্ত্রাস, জুলুম ইত্যাদি যাই করুক বুঝে সুঝে যদি কেউ সেই দলের সমর্থক হয়, কর্মী হয়, নেতা হয়, তাদের পক্ষে কি দলের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি থাকে ? সত্যিই কি তারা এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে বা বলে ? একটি দলের সদস্য, সমর্থক, নেতা বা কর্মী হয়ে সে দলের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

কিভাবে কথা বলবে ? সে দলের নীতি, আদর্শ, চরিত্র না পছন্দ হলে সে দলে যাবে কেন ?

অতএব আলেম হউক, পীর হউক, পোশাকে যতই পরহেজগার হউক যিনি যে দলে আছেন তিনি সে দলেরই নীতি আদর্শে বিশ্বাসী। একথা তারা না বললেও জ্যামিতির ভাষায় স্বতঃসিদ্ধ (নিজেই প্রমাণিত)। যে দল রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, সে দলের অন্তর্ভুক্ত আলেমগণও যে বাস্তবে ইসলামী বা কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা চান না একথা বলার জন্য কি কোন প্রমাণ দরকার ? অবশ্যই নয়, একথাও নিজেই প্রমাণিত। ভারতীয় কংগ্রেস কি চেয়েছে বা কি চায় ? যে সকল আলেম কংগ্রেস সমর্থক বা সদস্য তারাই বা কি চান ? যদি বলা হয় ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য কংগ্রেসে থাকা দরকার ছিল। তাহলে ভারত স্বাধীন হওয়া এবং ইংরেজ চলে যাওয়ার পর আলেমদের কংগ্রেসে থাকার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন ছিল ? ভারতে হাজার হাজার রায়ট, লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিধন, বাবরী মসজিদ ধ্বংস সবইতো কংগ্রেস সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান। কাশ্মীরকে রক্তে ভাসিয়ে দেয়া কংগ্রেসের একক অবদান। এরপরও আলেমগণ কংগ্রেসের সমর্থক। স্বয়ং আসাদ মাদানী এবং আমাদের দেশের কওমী বা দেওবন্দী ওলামাগণের একাংশ কেন তবে কংগ্রেসের সমর্থন করেন ? দেশের অধিকাংশ আলেমই কোন বাতিল দলে যান না। পরিস্থিতির কারণে কেউ চুপ আছেন, কেউ সাহস করে দ্বীনে হকের আন্দোলনের সাথে আছেন। তারপরও দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, বেশ কিছু আলেম, পীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলাম বিরোধিদের সমর্থন করছেন। আর কিছু কিছু আলেম কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী সহ সকল দলেই আছেন। স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন জাগে তারা কোন্ আলেমের অনুসরণ করবে ?

জনগণ কোন্ পথ অনুসরণ করবে

যেহেতু দেশের জনগণ অধিকাংশ মুসলিম এবং তাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই অত্র পুস্তকের অবতারণা। জনগণ বলে তাদেরই বুঝাতে চাচ্ছি যারা আমরা অনেকে ভুল-ভ্রান্তি, গুনাহ-খাতা সত্ত্বেও ইসলামকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করি। যারা আখেরাতের ভীষণ দিনে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শাফায়াত লাভ করে নাজাত পেতে চাই। আমরা যারা আলেমদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, যারা আমরা আলেমদের নানা মত দেখে কষ্ট পাই, যারা দেশে কুরআন সুন্নাহর আইন চাই, যারা কায়মনো বাক্যে আলেমদের ঐক্যের জন্য মোনাজাত করি, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদের

www.pathagar.com

প্রতি পরামর্শ এই যে, অল্প কিছু আলেমের অনৈক্য দেখে মন খারাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী আলেমগণ বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় আলেমগণ হকের জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন। আজও আলেমগণ হকের পথে আছেন। কিছু ব্যতিক্রম সকল সময়ই ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এরই ভিতর দিয়ে নবীর হালে দ্বীনের নৌকা আল্লাহর বাতাসে পাল তুলে চলবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী রাখেননি। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স) তাদেরকে কোন মানুষের অনুগামী হতে বলেননি ; বরং অন্ধভাবে কারো অনুসরণ নিষেধ করেছেন। আল্লাহর নবী বলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ○

"তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যারা এই দু'টিকে আকড়ে ধরে থাকবে, তারা পথ ভ্রষ্ট হবে না। (সে দু'টি জিনিস) আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের আদর্শ।"

فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ○ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ○

"তোমাদের জন্য উত্তম চলার পথ হল আল্লাহর কিতাব। (এই কিতাব অনুযায়ী) পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ (স)। এর বাইরে এ ব্যাপারে নতুন কোন কথা বা কাজ মারাত্মক ক্ষতিকর। সকল রকম নতুন উদ্ভাবনই বেদয়াত। সব রকম বেদয়াতই পথভ্রষ্টতা, সকল ভ্রান্ত পথই জাহান্নামে চলে গিয়েছে।" (হাদীস কুদছি)

সুতরাং আলেমদের মত পার্থক্যের সময় সঠিক রাস্তা জনগণকেই বের করতে হবে। কোন্ আলেম সঠিক সেটাও তাদেরকেই বাছাই করতে হবে। সকল আলেমকেই আমরা শ্রদ্ধা করবো, কাউকেও হেয় করা, কারো মান সম্মান নষ্ট করা লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এতদসত্ত্বেও নামাজে যেমন ইমামের ভুল মুক্তাদি (মুসল্লি) সংশোধন করতে বাধ্য, অন্যথায় সকলের নামাজ নষ্ট হবে, এইরূপ সমাজেও নেতার বা আলেমের ভুল জনগণকে সংশোধনের

www.pathagar.com

উদ্যোগ নিতে হবে, ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। কারণ, 'হাতিরও পিছলে পাও সুজনেরও ডোবে নাও'—ভুলের উর্দ্ধে কেউ নেই, ভুল সকলেরই হতে পারে। 'তারা তব বন্ধু নয় যারা গুণ গায়, বন্ধু সেই সংশোধনে যে হয় সহায়'। হাদীস শরীফে আছে এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ। আয়না যেমন ভুলত্রুটি ও দাগ থাকলে ধরে দেয়, মু'মিনও তাই। আলেমদের কথা ও আচরণ (আমল) দেখেই সঠিক দলটি বা মতটি শরীয়তের মানদণ্ডে যাচাই করে নিতে হবে। বড় বড় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে সেটা চিহ্নিত করতে হবে।

কোন্ কোন্ বিষয়ে আলেমদের মতপার্থক্য বৈধ

আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক কিনা ? যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে সেটা কোন্ ধরনের ? যে সকল বিষয়ে কুরআন হাদীসে এবং সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত আমলে কোন পার্থক্য নেই, সে সকল বিষয়ে যদি কেউ মতপার্থক্য করে তাহলে সেটা কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না। এই ধরনের কাজে মত পার্থক্যকারী ব্যক্তি ডিগ্রিতে যত বড় আলেম হোক, যত নামকরা পীর হোক, তার নামে যত কারামতের বর্ণনা থাক, সে যত বড় ইসলামী পার্টির নেতা হোক, বিশ্বব্যাপী সংগঠন থাক তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। সে ব্যক্তি যতই বুজর্গী প্রদর্শন করুক, তার লেবাস যতই ভাল হোক, তিনি যত বড় দাতা হন, যত বড় ওয়ায়েজ বা বক্তা হন এমনকি সারারাত যদি তিনি নামাজ এবং তছবি রত থাকেন তবুও তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। কোন মুসলমান তাকে মানতে পারবে না বা তার অনুসরণ করতে পারবে না। তার বদনাম করা, অশ্রদ্ধা করারও কোন দরকার নেই। তিনি মালিকের নিকট গিয়ে তার কাজের হিসাব ও ব্যাখ্যা দিবেন।

যদি কেউ জিহাদকে অস্বীকার করে তার কথা মানা যাবে না, কারণ ইসলাম একটি বিপ্লব। প্রায় সকল নবী জিহাদ করেছেন। কুরআন হাদীসে জিহাদের স্থান ও মর্যাদা সর্বোচ্চে। কুরআন হাদীসে স্পষ্ট আছে, জিহাদ না করলে সে মু'মিন নয়। কুরআনে সবচেয়ে বেশী কথা জিহাদ সম্পর্কে। মরহুম মাওঃ শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর একখানা ছোট্ট পুস্তিকা আছে, নাম 'জিহাদের আহবান'। এ পুস্তকে তিনি লিখেছেন, যার অন্তরে জিহাদের আকাঙ্খা নেই তার ঈমান নাকেছ অর্থাৎ কালেমা পড়া ও মুসলমানের ঘরে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও সে ঈমানদার নয়। বর্তমানে অনেক আলেম মুখে জিহাদকে অস্বীকার করেন না ; কিন্তু বিভিন্ন কৌশলে জিহাদের বিরোধিতা করেন। এমনকি আলোচনায় তারা জিহাদ শব্দ সযত্নে পরিহার করে ঐস্থানে নতুন শব্দ

www.pathagar.com

চালু করেন। তারা বলেন, জিহাদ ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় আছে মুসলমান, জিহাদ হবে কার সাথে ? সুতরাং জিহাদের দরকার নেই। এভাবে জিহাদ সম্পর্কে যদি কেউ ইখতেলাফ করে তবে সেটা আসলে জিহাদের বিরোধিতা। জিহাদের বিরোধিতা দূরের কথা মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর ভাষায় ঃ "যার অন্তরে জিহাদের জজবা নেই তার ঈমান নাকেছ।"

যদি কেউ পাঞ্জেগানা নামাজ অস্বীকার করে, তবে সে যেই হউক তার কথা গ্রহণীয় হবে না। বর্তমান যুগে তথাকথিত বহু বুজর্গ দেখা যায়, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রয়োজন মনে করে না। তাদের বক্তব্য বিভিন্ন। কেউ বলে নামাজ হল প্রাইমারী পড়া, ক, খ, গ। যে ব্যক্তি এম, এ, ক্লাশের ছাত্র তার জন্য প্রাইমারী পড়া পড়তে হবে কেন ? কেউ বলে, যে ব্যক্তি 'ফানা ফিল্লাহ' হয়ে গিয়েছে, সেতো দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে আল্লাহর সাথে মিশে গিয়েছে। তার আর কিসের নামাজ, সব সময় সেতো নামাজেই আছে। এভাবে ইসলামের সর্বসম্মত কোন অবশ্য করণীয় ব্যাপারে কৃত মতপার্থক্যকে ইখতিলাফ বলা যায় না। এরা ইসলাম বিকৃতিকারী, অতএব এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ ○

"হে নবী, কাফের মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন।"

(তাওবা ঃ ৭৩)

এজন্যই হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য সে সকল ব্যাপারে হতে পারে, যে সকল ব্যাপারে কুরআন হাদীসের আলোকে দ্বিমতের অবকাশ আছে, যে সকল বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের এবং ইমাম-মোফাচ্ছিরদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। বড় কথা হল, বৈধ পথে পূর্বেও মতপার্থক্য ছিল, আজও থাকতে পারে। মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে কেউ কাউকে কাফের ফতোয়া দিবে এমন অধিকার ইসলাম দেয়নি। আমাদের দেশে যে মতপার্থক্য বিদ্যমান এটা অভিনব, একে মতপার্থক্য বলা যায় না। প্রথমতঃ এমন সব বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য এবং ঝগড়া, শরীয়তে যার কোন গুরুত্ব নেই। যেমন মিলাদ, কিয়াম, ধূমপান, ইত্যাদি। আরেক শ্রেণীর মতপার্থক্য দেখা যায়, সেটা হল উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন ব্যক্তি বা দলকে নিজের দুনিয়াবী স্বার্থের ক্ষতিকর মনে হলে, অমনি তাকে ঘায়েল করার জন্য তার কথা বা পুস্তক থেকে তথ্য বিকৃত করে তার নামে ফতোয়া দেয়া। প্রকৃতপক্ষে এটা মতপার্থক্য নয় এটা

www.pathagar.com

শত্রুতা এবং শত্রুতা করার লক্ষ্যে ইসলামকে ব্যবহার। অনেক সময় আলেম নামে পরিচিত ব্যক্তি এমনকি বড় কোন আলেমও দুনিয়ার মোহে পড়ে অথবা ইসলামের কোন দুশমনের টোপ গিলে, দুশমন দল বা নেতার ইঙ্গিতে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী ব্যক্তিত্বের ক্ষতি করার জন্য ইসলামের নামে মনগড়া কথা চালু করে মতভেদ সৃষ্টি করে। যুগে যুগে এমন অনেক হয়েছে। নামজাদা আলেম পর্যন্ত টাকার লোভে ও পদের লোভে ঈমান ও জ্ঞান-বিবেকের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। এরা দুনিয়ার আকর্ষণে অধঃপতিত হয়ে গোপনে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ঐ সকল আলেমদের ব্যবহার করে ইসলামকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছে। সকল যুগে যখনই সত্যিকার অর্থে কোন ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে তখনই এই আলেমদেরকে লাগানো হয়েছে, নিষ্ঠাবান প্রকৃত ইসলামী শক্তিকে বিনাশ করার জন্যে। অনৈসলামী সরকার বা রাজা বাদশাহগণ সর্বযুগে টাকা পয়সা ও পদ দিয়ে একদল আলেমকে ব্যবহার করেছে। এ সকল মতলববাজ দুনিয়াদার আলেমদেরকে চেনা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কঠিন। কারণ তারা অনেক সময় দেশ বিখ্যাত আলেম, মুফতি, মুফাচ্ছির, শাইখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাদ্দিদ, শাইখুল হাদীস, অলী, বুজর্গ, পীর, মুরশিদ ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। ইসলাম বিরোধী সরকার, দল ও শক্তি টাকা পয়সা দিয়ে এদের ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী শক্তিও এদের সাহায্য করে। ফলে জনগণের নিকট এরা ইসলামের বড় বুজর্গ বলে পরিচিত হয়। বড় বড় অফিসার ও ব্যবসায়ীগণ এদের নিকট যায়, জনসাধারণ এদেরকে ভাবে ইসলামের কর্ণধার। এই ভাবে মীরজাফর ক্লাইভের টোপ গিলে সিরাজের সেনাপতির বেশে সিরাজের সৈন্যদেরকে তাঁরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বাংলার স্বাধীনতা নষ্ট করেছিল কিন্তু সাধারণ সৈনিকগণ টেরও পেল না যে মীরজাফর ক্লাইভের লোক। কারণ তার পোশাক থেকে শুরু করে কথা-বার্তা সবই ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে, কিন্তু আসলে সে ছিল সম্পূর্ণ ক্লাইভের লোক।

ইসলামের তথাকথিত এইসব সেনাপতিগণ ইসলামের লেবাস ও বোল ধরে জনগণকে বিভ্রান্ত করে এবং এতে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেই এ সকল আলেমদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) তাঁর লিখিত "ওলামায়ে ছু" বা সরকার ঘেঁষা লোভী আলেম পুস্তকে এদের ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক করে গিয়েছেন। যুগে যুগে এ ধরনের আলেমের অস্তিত্ব দেখা যায়। স্বয়ং রসূল (স)-এর যুগেও

www.pathagar.com

ইহুদী এবং খৃষ্টান আলেমগণ এ কাজ করেছে। ইমাম আবু হানিফা (র)-কে যখন বাগদাদের বাদশা খলিফা আল-মনসুর দুররা মেরে লাল করে দেয় তখনো এই শ্রেণীর আলেম আল-মনসুরের পক্ষে ছিল। আল-মনসুর ঐ সকল আলেমদের সহায়তায় ইমামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমামকে প্রধান বিচারকের পদ দিয়েও যখন বাগে আনতে পারেনি তখন তাঁকে কারাবন্দী করে স্লো পঁয়জন দিয়ে হত্যা করেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে এ জাতীয় আলেমগণ ফতোয়াবাজি করে জালিম সরকারকে সাহায্য করেছে এবং ইমামকে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কষ্ট দিয়েছে।

বাদশা আকবরই দুনিয়ার স্বার্থে 'দ্বীনে ইলাহী' নামে নতুন একটি ধর্ম চালু করার চেষ্টা করলে এই জাতীয় একদল আলেম তাকে সহায়তা দান করে। শায়খ মোবারক এবং তার পুত্র নামধারী বিরাট আলেম আবুল ফজল এর মধ্যে প্রধান।

দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র

সুস্থ মতবিরোধ অনেক বিষয়েই থাকা স্বাভাবিক। মানব জীবনের খুব কম বিভাগ আছে যে বিভাগে মতবিরোধ নেই। যেমন ঃ আইন এক, সাক্ষী এক, কাগজ পত্রও এক, কিন্তু দুইজন জজের রায় আলাদা। একই রুগী দুইজনই ডাক্তার, উভয় ডাক্তার এক সাথে একই কলেজ থেকে পাশ করেছেন, কিন্তু দুইজনের ব্যবস্থা দুই রকম।

মতবিরোধ সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম এবং শরীয়ত বিশারদ (ফোকাহা) -দের মধ্যেও ছিল। কিন্তু মতবিরোধ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সৌহার্দ বর্তমান ছিল। নিজেদের মধ্যে যত মতবিরোধই থাক ইসলাম দুশমনদের ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। কোন ইহুদী মুশরিক শক্তি মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে তাঁদের একের বিরুদ্ধে অপরকে ব্যবহার করতে পারেনি। পরবর্তী সময় মুসলিম বাদশাদের আমলে বিশেষ করে আকবরের শাসনামলে কিছু আলেম টাকা পয়সা বা পদের লোভে এ সকল তথাকথিত মুসলিম বাদশাদের সমর্থন করেছে।

কিন্তু তদানিন্তন ভারত উপমহাদেশে বৃটিশের জুলুম অত্যাচারের মাত্রা (বিশেষ করে মুসলমানদের উপর) এত বেশী ছিল, যার কারণে বৃটিশকে অপসারণের চেষ্টা ওলামাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব লাভ করে। নেতৃস্থানীয় ওলামাগণের এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে কৌটিল্যের বংশধর কংগ্রেস পণ্ডিতগণ আমাদেরই নেতৃস্থানীয় দুইজন আলেমকে কংগ্রেস দলভুক্ত

www.pathagar.com

করে নিতে সমর্থ হয়। দু'জনই বিখ্যাত আলেম, একজনের ছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্তগণ সারা ভারতময় বিস্তৃত ছিল এবং আজও আছে। এরা হলেন (১) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, (২) মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র)। মাওলানা মাদানীর কংগ্রেসে যোগদানের ফলে উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। পূর্বে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য যা ছিল, সেটা ছিল শরয়ী মাসয়ালার ব্যাপারে। কিন্তু এ সময়ের যে মতপার্থক্য সেটা হল রাজনৈতিক মতপার্থক্য। এভাবে আলেমগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন এবং দুইটি রাজনৈতিক দলের সাথে যোগদান করলেন। একটি মুসলমানদের দল মুসলিম লীগ, অপরটি হিন্দুদের দল কংগ্রেস। কংগ্রেস যে হিন্দুদের দল এবং হিন্দু স্বার্থের প্রতিভূ এটা যারা ধরতে পারলেন তারা মুসলিম লীগ গড়লেন। মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পূর্ব থেকে যারা কংগ্রেসে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন করতেন ঐ সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে চলে আসলেন। যেমন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। অনেকেই কংগ্রেসকে চিনতে পারলেন না। কংগ্রেস যদিও পুরোপুরি হিন্দুদেরই দল কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা নামের ধোঁকা দিয়ে তারা অনেক আলেমকে কংগ্রেসে শামিল করে। কিন্তু ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞ দুজন আলেম কেন কংগ্রেসে থাকলেন এটা আজো রহস্যময়। কংগ্রেস—মুসলমান দূরে থাক, মানবতারও বন্ধু কোন দিন ছিল না। কারণ কংগ্রেস হল বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা গঠিত এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত। বর্ণ হিন্দুগণ মুসলমানদের তো মানুষ বলে মনে করতো না, এমনকি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদেরকেও তারা মানুষ মনে করতো না বা করে না। তাই নজরুল ইসলামের মত উদার কবিও দুঃখ করে হিন্দুদের সম্বোধন করে কবিতা লিখেছেন ঃ

বলতে পারিস বিশ্ব পিতা ভগবানের সে কোন্ জাত
কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অসূচী হন জগন্নাথ
নারায়ণের জাত যদি নাই তোদের কেন জাতের বালাই
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধূয়া ?
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট নাই সেখানে জাত বিচার
পৈতা টিকি টুপি টোপর সব সেখানে একাকার।
জাত-সে সিকায় তোলা রবে কর্ম নিয়ে বিচার হবে
বামন চাড়াল এক গোয়ালের নরক কিংবা স্বর্গে থোয়া।

মুসলমানের ছোয়া লাগলে যাদের 'জল' নষ্ট হয়, যাদের গরম ভাত ঘরে নিলে সে ঘরে মুসলমান ঢুকতে পারে না, তারাই মুসলমান আলেমদেরকে আপন করবে এটা হতে পারে না। তবে গরজ বড় বালাই। গরজে তারা এমন

www.pathagar.com

কিছু নেই যে, মুসলমানদের জন্য করতে পারে না। তাদের দেবতার নীতি হল, 'মারি অরী পারি যে কৌশলে' তাদের শক্তির প্রতিক হল কাল্পনিক মূর্তির গলায় নরমুণ্ডের মালা। এই জঘন্য ও কুটিল কংগ্রেস সক্ষম হল দুইজন মুসলিম আলেমকে তাঁদের ভক্তবৃন্দ সহ কংগ্রেসে ভিড়িয়ে নিতে। যার ফলে এই রাজনৈতিক মতপার্থক্য স্থায়ী বিরোধের রূপ লাভ করলো।

দুইজন বড় আলেম তাদের শিষ্য-সাগরিদসহ কংগ্রেসে গেলেও ভারতীয় আলেমদের অধিকাংশই মুসলমানদের স্বাধীন ভূমির পক্ষে ছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের পরিচয় জানতেন, তাদের মধ্যে দেওবন্দের বড় বড় আলেমও ছিলেন। এভাবে এক সময়কার নিখিল ভারত ওলামা সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল (১) জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (পাকিস্তান পন্থী) (২) জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ (কংগ্রেস পন্থী)। রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ধোঁকাবাজি ও চালবাজিতে পারদর্শী বিধায় কংগ্রেসের চক্রান্তে কিছু আলেম শত্রুকে বন্ধু, বন্ধুকে শত্রু করে নিলেন।

পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব থেকেই ভারতে ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অতপর পাকিস্তান আমলে পূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েম করার আন্দোলন গড়ে উঠলো। তারা কুরআন সুন্নাহ অনুসারে খেলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন এবং এটাও পরিষ্কার বুঝলেন যে, মুসলিম লীগ যতই বলুক তাদের পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সৎ ও যোগ্য লোক দরকার, যারা ইলম ও ঈমানী যোগ্যতার পাশাপাশি জ্ঞান বিজ্ঞান সহ জাগতিক জ্ঞানেও পারদর্শী হবেন। এ ধরনের যোগ্য লোক আকাশ থেকে কখনো অবতীর্ণ হয় না, ইসলামী পদ্ধতিতে তৈরি করতে হয়। মুসলিম লীগের ব্যবস্থাপনায় এটা ছিল না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল মুসলিম লীগের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগই নেই। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী যতই তীব্র হতে থাকলো মুসলিম লীগ সরকার ইসলামী আন্দোলনকে ততই তাদের পথের কাটা মনে করে এ আন্দোলনের সর্বরকম বিরোধিতা শুরু করলো। এক পর্যায়ে আয়ুব খান ইসলামী আন্দোলনকে জব্দ করার জন্য আলেম ও পীরগণকে ব্যবহার করা শুরু করলো। ভারত বিভাগ হওয়ার পূর্বে যখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে কংগ্রেস পন্থী দেওবন্দী (কওমী) আলেমদের ব্যাপক মতবিরোধ চলছিল তখন দেওবন্দ মাদ্রাসার দারুল ইফতা এবং ওলামায়ে দেওবন্দের পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও আলেমদের বিরুদ্ধে নানা রকম উদ্দেশ্যমূলক ফতোয়া দেয়া হয় এবং ফতোয়ার পুস্তকও প্রকাশ করা হয়। আয়ুবের চক্রান্তে

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের আলেম ও পীরগণ পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য কংগ্রেসী আলেমদের সেই পুরানো অসত্য ফতোয়াসমূহ নতুন করে জন সমক্ষে তুলে ধরতে থাকে। এভাবে আয়ুব সরকার পরিকল্পিতভাবে পুরানো সকল মতভেদকে নতুন করে হাওয়া দিয়ে দেশময় আলেমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ছড়িয়ে দেয়। সরকার ইসলামী আন্দোলনকে জব্দ করার জন্যে দ্বীনের নামে যত রকম বিদয়াত আছে সেসব বিদয়াতকে ও বিদয়াতী পীরদেরকে পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ আরো চাঙ্গা করে দেয়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর পরিস্থিতি অন্য রকম রূপ লাভ করে। ভারতীয় কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার কারণে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ক্ষমতা ভারতীয় কংগ্রেস সরকারের হাতেই ছিল। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন যেন আর ভবিষ্যতে মাথা তুলতে না পারে সেটাই ছিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী সরকারের লক্ষ্য। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের শাসনতন্ত্রে যে চারটি মূলনীতি সন্নিবেশিত হয় তার তিনটিই ছিল ইসলামী আন্দোলনের অস্তিত্বের পরিপন্থী। দেশে ইসলামী আন্দোলন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর একান্ত সাহায্যে এ কঠিন পরিস্থিতিতেও দাওয়াতে দ্বীনের কাজ আপন গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। সরকার ও কংগ্রেস পন্থী আলেম ও পীরগণ ইসলামী আন্দোলনকে বাধাদানে বদ্ধপরিকর হয়। তারা পুনরায় ইসলামী আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ফতোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। জনগণকে ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য তারা কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইসলামী আন্দোলন (রাজনীতি) সরকারী আইনে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম জনতার হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা ছিল এবং আছে। অতএব জনগণের মন থেকে ইসলামী আন্দোলনের ধারণা মুছে ফেলা এবং ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য আলেম এবং পীরদের মাধ্যমে জোরে সোরে প্রচার করা হয় যে, ইসলামে রাজনীতি জায়েয নয়। তাবলীগী জামায়াত, কওমী মাদ্রাসা ও আলেম এবং অনেক পীর সাহেবান মসজিদে রাজনীতি নিষিদ্ধ বলে প্রচার করতে থাকেন। সরকার এবং রাজনৈতিক দল সমূহ প্রচার করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। অনেক আলেম, পীর ও কোন কোন জামায়াত প্রচার করতে থাকে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম।

এই বহুমুখী বাঁধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও দ্বীনের নৌকা আল্লাহর দেয়া বাতাসে স্রোতের উজানে পাল তুলে অগ্রসর হতে থাকে। দেশের অনেক মুক্তি যুদ্ধের কমাণ্ডার, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র-যুবক, চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ও জনতা ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের পক্ষে চিন্তা শুরু করেন। তাদের চিন্তার খোরাক দান করতে থাকে দেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম ও মুফাচ্ছিরে কুরআনগণের আলোচনা, তাফসীর, সভা, সেমিনার, সীরাত মাহফিল ও ওয়াজ মাহফিলসমূহ। অপরদিকে ইসলামী সাহিত্য, কুরআনের তাফসীর, বঙ্গানুবাদ হাদীস সংকলনসমূহ। এই সকল তাফসীর, দাওয়াতী পুস্তক ও প্রচার মাহফিলের অবদানে জনগণ বুঝতে পারে ইসলামে রাজনীতি নিষেধ নয় বরং ফরজ। তাঁরা দেখতে পান আল্লাহর নবী (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা) কিভাবে রাজনীতি করেছেন ইসলামী রাষ্ট্র এবং খেলাফত কত প্রয়োজন। এই ইতিবাচক প্রচার ও দাওয়াত এতদূর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে, অনেক আলেম, পীর ও বুজর্গ যারা এতদিন রাজনীতি হারাম মনে করতেন তাঁরাই এখন রাজনীতি ফরজ মনে করে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) (র) যিনি রাজনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি নিজেই একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এমনকি নিজে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচন করে রাজনীতি যে ফরজ এটা স্বীকার করে নেন। তিনি তওবার রাজনীতির ঘোষণা দিয়ে অতীতে রাজনীতির বিরোধিতা করে যে ভুল করেছেন সেজন্য আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা পাওয়ার চেষ্টা শুরু করেন।

ইসলামী চেতনার এ রকম বৈপ্লবিক প্রসার দেখে দেশী বিদেশী চক্রান্তকারীগণ ইসলামী আন্দোলনকেই এর কারণ বলে চিহ্নিত করে। তারা ইসলামের এ পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করার জন্য দেশে এবং প্রতিবেশী দেশ থেকে চক্রান্ত শুরু করেছে। সেই চক্রান্তের ফলেই সম্ভবতঃ বর্তমানে একশ্রেণীর আলেম, পীর ও ইসলামী দলের দাবীদার ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন করে ফতোয়া দান শুরু করেছে। ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারটিও যেমন কিছু আলেম ও পীর সাহেব বহুদিন পরে বুঝলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে ফতোয়াদানের এই দেশী বিদেশী চক্রান্তও একদিন তারা বুঝতে পারবেন।

মোটকথা আলেমদের নানা মতকে অজুহাত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য একশ্রেণীর লোক প্রচারণা চালাচ্ছে যে, আলেমদের মতের ঠিক নেই, সাধারণ মানুষ কি করবে ? জনগণের মধ্যে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপকতা বৃদ্ধিই একদিন এই প্রচারণার প্রকৃত জবাব হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামকে আয়ের উৎস বানানো

শত শত বছর ব্যাপী মুসলিম শাসনের যুগে আলেমগণই বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে প্রধান বিচারপতি

www.pathagar.com

ছিলেন আলেম। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ইসলামী ফলে আলেমগণ ছিলেন সমাজে সম্মানিত এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন। মুসলমানদের পতনের পর বৃটিশের উদ্যোগে যে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হল এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষা অনুপস্থিত হয়ে গেল। এই জাতীয় স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটি থেকে যারা ডিগ্রী নিয়ে বের হলো সকল রকম চাকুরীর সুযোগ তাদের জন্য একচেটিয়া হয়ে গেল। ইসলামী শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা নামে ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে হলো। দারুল উলুম দেওবন্দ এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করলো। অপর দিকে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু সরকারী চাকুরী আধুনিক নামের বস্তুবাদী শিক্ষিতদের জন্য প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। দেওবন্দ মাদ্রাসা যেহেতু ইসলামী চেতনায় গড়ে উঠেছিল তাই সরকারের অনুমোদন ছিল না। এ জন্য পরবর্তীকালে জনগণ থেকে চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে এ মাদ্রাসা চলতে শুরু করলো। কালক্রমে সারা ভারতময় এই মাদ্রাসা গড়ে উঠতে থাকলো এবং হাজার হাজার আলেম এই জাতীয় মাদ্রাসা থেকে বের হতে থাকলো। মাদ্রাসার শিক্ষকগণকেই তাঁদের বেতনের অর্থ জনগণ থেকে সংগ্রহ করতে হতো। যেহেতু এ সকল মাদ্রাসা থেকে পাশ করলে সরকারীভাবে জীবিকার কোন ব্যবস্থা নেই, এ কারণে প্রভাবশালী ও বিত্তশালী লোকেরা তাদের ছেলেদের সাধারণত এ জাতীয় মাদ্রাসায় দেয় না। মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখা এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রদেরকে এই শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে এই সকল মাদ্রাসায় ছাত্রদের ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। গরীব লোকেরা বিনা খরচে পড়ালেখা এবং থাকা খাওয়া ফ্রি দেখে এই সকল মাদ্রাসায় তাদের ছেলেদের পড়তে দিল (অবশ্য ব্যতিক্রম কিছু আছে)। আধুনিক শিক্ষালয় সমূহের হল-হোষ্টেলের তুলনায় মাদ্রাসা ছাত্রদের থাকা খাওয়ার মান খুবই অনুন্নত। ছাত্রদের দিয়ে বহু মাদ্রাসা কালেকশনের কাজ পর্যন্ত করায়। এই ছাত্রগণ বাড়ী বাড়ী খতম পড়তে যায়, ঘুরে ঘুরে যাকাত কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে। যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া প্রভৃতি গরীব মিসকীনের হক। অধিকাংশ মাদ্রাসার লিল্লাহ বোডিং যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ও মানতের অর্থ দিয়ে চলে। ফলে যাকাত, ফিতরা, চামড়া ও মানতের টাকা খেতে পারে এমন ছেলেরাই বেশীর ভাগ এই সমস্ত লিল্লাহ বোডিং-এ থেকে পড়তে লাগলো। যতই আলেম বৃদ্ধি হতে থাকলো ঐ হারে তাদের আয়ের পথ বৃদ্ধি হল না। ফলে দ্বীন ইসলামকে ব্যবহার করে আয়ের পথ করা ছাড়া উপায় থাকলো না। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই আলেমদের মধ্যে উদারতা দানশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ কমে যেতে থাকলো। কুরবানীর দিনে কলেজ ভার্সিটির ছেলেরা ছুটি ও ঈদের

www.pathagar.com

আনন্দ ভোগ করে। মাদ্রাসার ছেলেরা অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যত আলেমরা ছুরি নিয়ে দ্বারে দ্বারে যেতে বাধ্য হয়। অন্যথায় তাদের সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ হয় না। এভাবে আলেমগণ দুর্বলমনা হয়ে গড়ে উঠতে থাকলো, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ কমে গেল।

পীর সাহেবগণও আয়ের পথ কোন শিল্প ব্যবসায়ের মাধ্যমে স্থির না করে জনগণের থেকে উসূল করতে থাকলেন। হাফেজি মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার হাফেজ বের হয়। তারাবীর নামাজের ইমামতি এবং সবিনা খতম ছাড়া তাদের জন্য আয়ের কোন বড় পথ বা বড় কোন উৎস নেই। এভাবে আলেম, পীর, মাদ্রাসা, হাফেজ, ইমাম প্রায় সকলেই ইসলামকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগীতা হয় এদের মধ্যেও তেমনি ধর্ম ব্যবসায়ে প্রতিযোগীতা শুরু হলো।

আলিয়া মাদ্রাসার অবস্থাও অনেকটা এই ধরনের। তারা জীবিকার প্রয়োজনে সরকারী সাহায্যে মাদ্রাসা চালানোর জন্য সরকারী শর্ত পালন করতে গিয়ে বহু রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এভাবে দেশের বিরাট একশ্রেণীর মানুষ যারা নিজেদেরকে খুবই সম্মানিত শ্রেণী মনে করেন, দ্বীন বা ইসলাম হল তাদের আয়ের পথ। তাদের জন্য আয়ের অন্য কোন পন্থা নেই বললেও চলে। ফলে আলেমদের ওয়াজ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রায় অর্থ সংগ্রহ কেন্দ্রীক হয়ে পড়লো।

জনগণের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী চেতনা বিস্তার এবং ইসলামী বিষয়ে গবেষণা করা আলেমদের মধ্যে একেবারে গৌণ হয়ে গেল। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে ডিগ্রি গ্রহণ করে বাস্তব কারণেই সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানার মালিক হলেন। ইসলামী শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ তাদের ঘটল না। এই সুযোগে একদল ব্যবসায়ী পীর-ওলামা মনমত ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন রকম খানকা খুলে দিল। উচ্চ শিক্ষিত ধনী লোকেরা ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে এবং আখেরাতে নাজাতের আকর্ষণে এ সকল খানকার সাথে জড়িয়ে পড়লো। নানা রকম বিদয়াতী পীর সংক্ষেপে (মিথ্যা) মুক্তির দিক্ষা দিয়ে বহু ভক্ত জোগার করে নিল। দালালদের মাধ্যমে নানারূপ মিথ্যা কারামত প্রচার করে লোকদেরকে পীরের আড্ডায় ভিরাতে লাগলো। এ সকল বিদয়াতী পীরের আড্ডায় টাকা পয়সার প্রাচুর্য দেখে বহু মাদ্রাসা পাশ আলেমও দুনিয়া কামানোর জন্য ঐসব বিদয়াতী আখড়ার সাথে নিজেদের যুক্ত করে নিল।

আল্লাহর মেহেরবানীতে সকল যুগেই একদল সচেতন আলেম ছিলেন ও আছেন। তাঁরা এ সকল বিদয়াতীদের বিরুদ্ধে কথা বললে পরে বিদয়াতীরাও

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলো। অপর দিকে দ্বীনকে ব্যবসায়ের মাধ্যম বানানোর ফলে আলেমগণও পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন। যে যত ভাল আলেম হবেন চাহিদা তার তত বেশী হবে। ফলে এলাকার এক আলেম অপর আলেমের বিরুদ্ধে, এক পীর অপর পীরের বিরুদ্ধে রীতিমত ফতোয়া দিতে শুরু করলেন।

এভাবে ইসলামকে ব্যবসায়ের অবলম্বন বানানোর কারণেও আলেমদের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি হলো। এ সকল আলেম পীরদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া থাকলেও সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলায় এরা ঐক্যবদ্ধ। কারণ তাদের অনেকের ভুল ধারণা ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। কারণ ইসলামকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে আয় করা যাবে না। দুঃখের বিষয় চক্রান্তকারীদের অপপ্রচারের কারণে এ সকল সম্মানিত আলেমগণ বুঝতে পারলেন না যে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাঁদের ক্ষতিতো হবেই না বরং লাভ হবে অনেক বেশী। সমাজে তাদের হৃত সম্মান আবার ফিরে আসবে।

পূর্বে মুসলিম শাসনামলে যখন ইসলামী শরীয়াত সরকারী আইন হিসাবে কার্যকর ছিল তখন সরকারী প্রতিটি বিভাগে যেমন আলেম দরকার ছিল ভবিষ্যতে ইসলামী সরকার কায়েম হলে আলেমদের প্রয়োজন সমাজে এবং রাষ্ট্রে বহু বৃদ্ধি হবে এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান অনৈসলামী সমাজে যেমন খোদাহীন বুদ্ধিজীবিগণ সম্মানের আসন দখল করে আছে, ইসলামী সমাজে ওলামাগণ তেমনি সম্মানের আসন অলংকৃত করবেন। ওলামায়ে দেওবন্দের কোন কোন ভাই মনে করেন, ইসলামী সমাজ কায়েম হলে কওমী মাদ্রাসা থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সমাজ কায়েম হলে এসকল মাদ্রাসা ছাড়া আরো বহু মাদ্রাসা প্রয়োজন হবে এবং এসব মাদ্রাসার উন্নতি হবে ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের অবস্থান সকল দিক দিয়েই সমৃদ্ধ হবে।

চলমান আলোচনা প্রকৃতপক্ষে কারো বিরুদ্ধে আলোচনা নয় বলা যেতে পারে আত্মসমালোচনা। সকলেই যদি মৌনতা অবলম্বন করে এবং নিজেদের অতীত কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ অবলম্বন না করে তাহলে বাতিলের সয়লাব একদিন সকল ইসলামী দল এবং গ্রুপের পথই রুদ্ধ করে দিবে। স্পেন থেকে যেমন মুসলমানরা বিতাড়িত হয়েছিল আমাদের অবস্থা তেমন হওয়া বিচিত্র নয়।

মোটকথা নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ, পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা এবং দেশী ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফলে সৃষ্ট কিছু আলেমের ফতোয়াবাজীর কারণে আজ জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে আলেমগণ নানা মতে

www.pathagar.com

কেন ? অন্যথায় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের অধিকাংশ আলেম চান মুসলিম ঐক্য এবং ইসলামের বিজয়। এসব চক্রান্তকারীগণ দেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা বন্ধ করার জন্য নানা কৌশলে বিভিন্ন খানকা এবং মাদ্রাসায় ঢুকে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এরা আপন রূপে ইসলাম দরদী সেজে ভক্ত হিসাবে বিভিন্ন সংস্থায় ঢোকে এবং টাকা খরচ করে কোন কোন ধর্মীয় মহলকে সুকৌশলে অপরটির বিরুদ্ধে লাগায়। তাদের চতুরতা ও চাটুকারিতাপূর্ণ মুনাফিকী আচরণের কারণে অনেক বুজর্গ পর্যন্ত বুঝতে পারেন না যে প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলামের শত্রু না বন্ধু। ইসলামের ক্ষতি করার জন্য তারা তাদের কাফের-মুশরিক সংস্থা থেকে টাকা খরচ করে থাকে। টাকা দানের মাধ্যমে তারা প্রিয়জন সেজে ইসলামী মহলে ঢুকে পড়ে। বুজর্গগণ তাদের মুনাফিকী মোটেই আঁচ করতে পারেন না। এভাবে চক্রান্তকারীরা অনেক বুজর্গকে টাকার ফাঁদে আটক করে ফেলে। মৎস শিকারী যেমন কৌশলে মাছকে জালে আটকায় কিন্তু মাছ তা বুঝতে পারে না। প্রথমে তারা পানির মধ্যে সুঘ্রাণ যুক্ত মসলা ছিটিয়ে দেয় যার ঘ্রাণে মাছ সেখানে জড়ো হয়। শিকারী এ সময় একটি লোভনীয় খাদ্যের পিন্ড পানির মধ্যে মাছের জন্যে হাদীয়া হিসাবে পেশ করে। এই খাদ্যের ভিতরে যে একটি বড়শির ঝোপা লুকানো আছে মাছ তা টের পায় না। সরল মনে খাদ্য খেতে খেতে এক সময় রড়শিতে আটকা পড়ে যায়। যুগে যুগে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্র এবং তাদের দেশী এজেন্টগণ এইভাবে অনেক তথাকথিত পীরকে টাকার বড়শিতে আটকায়। এছাড়া জনগণের পয়সা অবৈধভাবে হাঁতিয়ে নেয়ার জন্য নানা রকম ফকির, দরবেশ, বিদয়াতি পীরের আখড়া ও মাজার কেন্দ্রিক আস্তানা গড়ে উঠে। সকলেরই পুঁজি হল ইসলামী জনতার ভক্তি ও আখেরাতে নাজাতের আকাঙ্খা। এরা জনগণকে আখেরাতে (মিথ্যা) নাজাত পাবার বিভিন্ন সস্তা, সংক্ষেপ ও সহজ ফর্মূলা তৈরি করে জনগণের নিকট পেশ করে। জনগণের আস্থা অর্জন করার জন্য দালাল দ্বারা বহু রকম কারামতের তেলেসমাতি প্রদর্শন করে। দালালগণ ভক্ত ও মুরিদের বেসে এই সকল মিথ্যা কারামত প্রচার করে, যেন জনগণ এইসব পীরের উপর আস্থা স্থাপন করে। এ সকল আখড়া, আস্তানা ও মাজারে একদল লোভী আলেমদেরও সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে টাকা পয়সা দিয়ে ভিড়ানো হয়। অনেক লোভী আলেম নিজেও এ ধরনের ব্যবসার পথ বের করে।

কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে অলৌকিক গল্প ও কিস্সার মাধ্যমে এরা জনগণকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। অবাস্তব এবং কাল্পনিক অলি উল্লাহদের জীবনী সম্বলিত পুস্তক রচনা করে এরা নতুন ধরনের এক মুক্তি ও সিদ্ধি লাভের পথ মানুষের সামনে তুলে ধরে।

www.pathagar.com

এ ধরনের নতুন বিধান কুরআন হাদীসে না পেয়ে যখন মানুষ এই নকলবাজদের প্রশ্ন করে, তখন এরা নানা রকম মিথ্যা ও বানোয়াট উত্তর দেয়, ইসলামী জ্ঞানের অভাবে জনগণ অনেক ক্ষেত্রে এগুলিকে বিশ্বাস করে নেয়। এরা বলে নবী আল্লাহর সাথে নব্বই হাজার কালাম করেছেন, তার ত্রিশ হাজার জাহিরে আর ষাট হাজার বাতুনে। সুতরাং এই বাতুনের ষাট হাজার তো কুরআন হাদীসে নেই। এগুলি অলি উল্লাহদের মাধ্যমে সিনায় সিনায় পাওয়া যায়। কুরআন হাদীসে পাওয়া যায় না, এরই নাম মারেফাত, এরই মাধ্যমে হয় কামালিয়াত। এই পর্যায়ে এরা বহুত আজগুবি পুস্তক রচনা করে, যার আধিকাংশই কাল্পনিক এবং মিথ্যা। তাজকিরাতুল আউলিয়া, খেজেরের জীবনী, শেখ ফরিদের কাহিনী ও বড় পীরের আশ্চর্য কারামত, এই জাতীয় পুস্তকের অনেক আজগুবি কিস্‌সা এরই নমুনা।

এ সকল বিদয়াতী পীর ও বুজর্গেরা নিজেদের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এভাবে জনগণকে কুরআন হাদীস থেকে ফিরিয়ে কারামাতের গল্পের গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয়। ইসলামের গার্জিয়ান না থাকার ফলে যার যেভাবে ইচ্ছা মতবাদ তৈরি করে সরল ও ইসলাম প্রিয় মানুষকে গুমরাহির দিকে নিয়ে যায় এবং পয়সা কামায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এদের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই। সরকার এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। যে কারণে সারা দেশের আলেম মিলেও কাদিয়ানিদের গায়ে হাওয়া লাগাতে পারেনি। সরকার যদি কারো প্রতি ব্যবস্থা নিতে রাজি না হয়, তাহলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের পক্ষে কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না।

এভাবে ইসলামকে ব্যবসার অবলম্বন বানানোর সুযোগ থাকার কারণে বিদয়াতী ও ধর্মব্যবসায়ী পীর আলেমগণ নানা রকম তরিকা তৈরি করে। যার ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় আলেমদের এত মত কেন? এই সকল ব্যবসায়ী, খানকা ও আলেমদের ফতোয়া বাজির কারণে জনগণের প্রশ্ন আরো ঘনিভূত হয়।

অনৈসলামী দল ও সরকার কর্তৃক আলেমদের ব্যবহার

মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে পছন্দ করে। কিন্তু নানা রূপে বিপরীত প্রচারনার কারণে তারা ইসলামের সঠিক রূপ বুঝতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এবং রাজনৈতিক দল সমূহ ইসলাম প্রিয় জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় এবং ক্ষমতায় থাকতে চায়। জনগণের মধ্যে যদি সঠিক ইসলামী জ্ঞান থাকে তাহেল তারা ধর্মনিরপেক্ষ

www.pathagar.com

দলকে সমর্থন করবে না। সুতরাং জনগণের মধ্যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাদের কাম্য নয়। তারা তাই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রচার করে। যে সকল আলেম বা পীর ইসলামী রাজনীতি জায়েজ মনে করে না, সরকার ও ঐ সকল রাজনৈতিক দল সমূহ তাদেরকে হাত করে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে থাকে।

বেকারত্ব এবং আর্থিক দুর্গতির কারণে অনেক আলেম একটু সুযোগ সুবিধা পেলে ধর্মনিরপেক্ষ দলের সহযোগিতা করে। কারণ আলেমদের ধর্মনিরপেক্ষ দলে যোগদানের পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের প্রখ্যাত দুইজন আলেম এবং তাদের অনুসারিগণ রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেসের মত একটা কুফরী দলে যদি যোগ দিতে পারেন, তাহলে মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে আলেমদের বাঁধা কোথায় ?

ধর্মনিরপেক্ষ দল ও সরকার আলেমদের হাত করে পরিকল্পনা মত ব্যবহার করে। কোন কোন আলেমকে সরাসরি দলভুক্ত করে দলের মধ্যে ওলামা পার্টি তৈরি করে। আবার কাউকে সাহায্য দান করে ইসলামের নামে দল সৃষ্টি করিয়ে প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এইভাবে বহু ইসলামী দল সৃষ্টি হয়।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা

দুঃখের সাথে হলেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জনগণতো বটেই অনেক আলেম হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পর্যন্ত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেই। অনেক আলেম এখনো ধর্ম এবং রাজনীতি আলাদা মনে করেন। তাই তারা যে সকল আলেম কুরআন ও সুন্নাহর রাজনীতি করেন তাদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামী আন্দোলন ও এর নেতার বিরুদ্ধে ফতোয়া ও বিবৃতি দান করেন। অনেকে আংশিক ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করেন। এ সকল কারণে বিশেষ করে ধর্ম এবং রাজনীতি আলাদা মনে করার কারণে বিভিন্ন রকম মত পেশ করেন এবং নানাপথ প্রকাশ করেন। ইখতিলাফ বা মত পার্থক্যের ক্ষেত্রেও সঠিক ধারণা না থাকার ফলে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেও বাহাছের আহ্বান করে জনমনে এ ধারণার সৃষ্টি করে ফেলেন যে, আলেমরা নানা মতে। সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবে এ রকম একটি বাহাছের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। পাঠকদের বুঝবার সুবিধার জন্য নিম্নে হুবহু বিজ্ঞাপনটি তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

দৈনিক ইনকিলাব ১-৪-৯৫ ইং

বাহাছের চ্যালেঞ্জ

ফুরফুরা শরীফের তথাকথিত পীর আবদুল কাহ্হার কর্তৃক পরিচালিত মার্কাজে এশায়াতে ইসলাম দারুস সালাম মীরপুর ঢাকা হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা নেদায়ে ইসলাম নভেম্বর '৯৪ অসিয়ত ও নছিহত, বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা বিজ্ঞাপন ও পোষ্টার মারফত ঈমান আকিদা বিধ্বংসী মতবাদ প্রচার ও নবীজির শানে অশালীন উক্তির প্রতিবাদ এবং প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ।

সম্মানিত দেশবাসী

ফুরফুরা শরীফের তথাকথিত স্বঘোষীত পীর (আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী) এর অসংখ্য ভ্রান্ত এবং কুফরী মতবাদের মধ্য হতে কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে পেশ করা হলো এবং উক্ত ওহাবী নজদী কুফরী বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হতে প্রকাশ্য বাহাছের চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হলো।

ঢাকার মীরপুরস্থ ফুরফুরা নামের দারু সালাম হতে মাসিক পত্রিকা নেদায়ে ইসলাম অছিয়ত ও নছিহত এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (১) হুজুর (স) আল্লাহর জাতিনূর নহেন, কেননা হুজুর পাক (স) মাতাপিতার নাপাকির সাথে মিশে আবার মায়ের নাপাক জায়গার ভিতর দিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন, (২) রসূল (স) গায়েব জানেন—এরূপ বিশ্বাস করা শির্ক ও কুফরী, (৩) রসূল (স) আল্লাহর জাতি নূর হতে পয়দা বলে বিশ্বাস করাও কুফরী, (৪) তাঁকে হাজের নাজের বিশ্বাস করা কুফরী ও শির্ক, (৫) রসূল (স) মাটি হতে সৃষ্ট নন বলে বিশ্বাস করা কুফরী, (৬) রবিউল আউয়াল মাস মিষ্টি খাওয়া ও খুশী করার মাস নয়, (৭) ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জসনে জুলুছ বের করা এবং ইয়া রসূলাল্লাহ-ইয়া রসূলাল্লাহ বলে মাতম করা আশেকে রসূলের পরিচায়ক নহে, (৮) আজানের সময় রসূলের নাম শুনে অঙ্গুলী চুম্বন করে চোখে লাগানোর হাদীসগুলো ভিত্তিহীন। (৯) নবীর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গলী চুম্বন করে চোখে লাগিয়ে এ চোখ দিয়ে টি, ভি, সিনেমা দেখা আর চোখে আতর ও পায়খানা এক সাথে মাখা সমান পর্যায়ের, (১০) দেওবন্দীরা ওহাবী নন, (১১) আহমদ রেজা খান মিথ্যাবাদী এবং তার উত্তর সূরী আলেমগণ চরমপন্থী ও ভণ্ড, (১২) তৈয়ব শাহ আহমদ রেজা খান খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী, মুফতী আহমদ ইয়ার খান—এরা ভণ্ড ও কুফরী আকিদা প্রচারক, (১৩) একদল লোক খাজা বাবার দড়ি গলায় বাঁধে

www.pathagar.com

(লাল হলুদ মিশানো দড়ি) দোয়া করি ঐ দড়িতে ফাস লেগেই যেন ওদের মউত হয়, (১৪) ইসলামী আইন সংশোধন কারার ক্ষমতা কোন নেতা অলি গাউছ এমনকি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এরও নেই, (১৫) মিলাদ-কেয়াম যারা করে এবং যারা করে না তারা কেউ জাহান্নামে যাবে না, কিন্তু মিলাদ কিয়াম বিষয়কে কেন্দ্র করে যারা ঝগড়া ফাসাদ করে তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, (১৬) অনেকে উত্তর দিকে বোগদাদী সেজদা করেন, সাবধান ঈমান হারাবেন না, (১৭) হিন্দু মুসলমান সহ সকল মানুষকে খোদার ন্যায় এক নজরে দেখতে হবে এবং এক রকম সমান আচরণ করতে হবে, (১৮) পাকশী আসুন, যাচাই করে দেখুন, একটুও জেভাল পাবেন না, (১৯) মক্কার সব গৃহই কাবাঘর নহে এবং ফুরফুরার সকল লোকই পীর নহে। বাজার সদাই দেখে শুনে করবেন, (২০) ফুরফুরা হতে হিযবুল্লাহ তাবলীগী ইসলামী কাফেলা চালু করেছেন, (২১) আলিয়া মাদ্রাসা সমূহে পড়া জায়েজ নহে এবং আলিয়া মাদ্রাসার কোন আলেম দ্বারা আমার (কাহ্হার ছিদ্দিকী) জানাজার নামাজ পড়াবেন না। (আবদুল কাহ্হার ছিদ্দিকীর ওয়াজ মাহফিলের ভাষণ।) (২২) প্যান্ট শার্ট পরিধান হারাম এবং পরিধানকারী জাহান্নামী—যদিও সে তাহাজ্জুত গুজার হয় ----ইত্যাদি ইত্যাদি। নাউযুবিল্লাহ।

ফুরফুরার কথিত বর্তমান পীর স্বঘোষীত পীর আবদুল কাহ্হার সাহেবের পরিচালনাধীন মাসিক পত্রিকা নেদায়ে ইসলাম নভেম্বর '৯৪ ইং অসিয়ত ও নছিহত এবং পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারিত উপরে বর্ণিত অশালীন উক্তি, বেদ্বীনি ও কুফরী আকিদার বিরুদ্ধে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর পক্ষ হতে বিধি মোতাবেক প্রকাশ্য বাহাছের চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি এবং জনগণকে এসব ভ্রান্ত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা এম. এ, জলিল (মহাসচিব)
কেন্দ্রীয় অফিস ; ৪৪, সোনার গাঁও রোড, হাতিরপুল-ঢাকা।

উক্ত বিজ্ঞাপনটিতে যিনি বাহাছের চ্যালেঞ্জ করেন তিনি দেখা যায় একজন মাওলানা, মাদ্রাসর একজন প্রিন্সিপাল এবং (তার মতে) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মহাসচিব। অপর দিকে যার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে তিনিও একজন মাওলানা, তিনি উভয় বাংলার সুপরিচিত ফুরফুরার পীর। এখন দেখুন ফুরফুরার পীর সাহেব কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে সামিল নন ? তাকে কুফরী আকিদার লোক বলা হয়। অপর দিকে লক্ষ্য করার বিষয়, বিজ্ঞাপনে দাবী করা হয়েছে ফুরফুরার পীর সাহেব নাকি বলেছেন যে,

www.pathagar.com

আলিয়া মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ নয় এবং কোন আলিয়া পড়া আলেম দ্বারা যেন তার জানাজা পড়নো না হয়। বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে, পীর সাহেব নাকি বলেছেন সার্ট প্যান্ট পরিধান করা হারাম এবং পরিধানকারী জাহান্নামী। যাই হোক এ বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখলে বুঝা যায় আমাদের দেশের আলেমগণের অনেকের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। উক্ত বিজ্ঞাপনে ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রচারকে 'কুফরী মতবাদ' প্রচার বলা হয়েছে। নমুনা স্বরূপ মাত্র একটি বিজ্ঞাপন উদ্বৃত করা হল। এর চেয়েও জঘন্য বিজ্ঞাপন অন্যান্য পত্রিকায় আলেম ও ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী দলের বিরুদ্ধে দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের ফতোয়া বাজি দ্বারা আর যাই হোক ইসলামের ও মুসলমানদের কোন কল্যাণ হয়নি। এগুলি সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অভাবেই হয়। এ ধরনের ফতোয়া ও বাহাছ বা বাহাছের চ্যালেঞ্জ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য হতে পারে না। এর দ্বারা আত্মঅহংকারই প্রকাশ পায়। কারণ একজন মুসলমানের কোন ভুল পাওয়া গেলে সে ভুল সংশোধন চেষ্টার সুন্নত পদ্ধতি হল ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে আলাপ করা অথবা পত্র দেওয়া, শালিন ভাষায় মুহাব্বাতের সাথে কথা বলা ইত্যাদি। ফতোয়া দিয়ে এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে হয় পরের দোষ চর্চা এবং অন্যকে হেয় করা। এইভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যই নানারূপ মতভেদ তৈরি করা হয়। মানুষ কথা বলে এক রকম ব্যাখ্যা করা হয় অন্য রকম। সে কথার মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরি করে তার নামে ফতোয়া বাজি করা হয়। এ জাতীয় মতভেদ সৃষ্টির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ

"ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই এবং খৃষ্টানগণ বলে ইহুদীদের কোন ভিত্তি নেই; অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ উহার মীমাংসা করবেন।"(বাকারা ঃ ১১৩)

দেখা যায় আলেমগণ অপর আলেমকে ফতোয়া দিয়ে বলে, তার নিকট কিছুই নেই। সে কি জানে ? অমুক হুজুর আধ্যাতিক সম্রাট, তিনি ইলহাম

www.pathagar.com

ছাড়া কথা বলেন না। তিনি সিনায় সিনায় ইল্‌ম দান করেন। এই সুযোগে নেড়ার ফকিরগণও তাদের তথাথিত পীর যা বলেন সেটা শরীয়ত বিরোধি হলেও ইলহাম বলে দাবি করে এবং তারাও বলে মৌলভীরা কি জানে ? তারা বলে শরীয়ত হল গাছের বাকল, আসল হল মারেফাত ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদ। তারা বলে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন জিনিস নাজায়েজ হলেও সেটা মারেফাতের দৃষ্টিতে ঠিক আছে। দেখেননা মনছুর হাল্লাজ বলল, 'আনাল হক, আমিই খোদা, আমিই সত্য। শরীয়তের আলেমরা বুঝলো না। এভাবে অজ্ঞ লোকেরা মারেফাত, তরিকত ও হাকিকত নামে শরীয়তের সমকক্ষ সমান্তরাল বা অনুরূপ পথ সৃষ্টি করে। এরা না জায়েজ কাজ করে তার নাম দিবে মারেফাত। আলেমগণ অনেক সময় তাদের উস্তাদ ও পীরকে উপরে তুলতে গিয়ে তাদের নামে উপাধি দেন, আধ্যাতিক জগতের সম্রাট, তরিকাতের অমুক, মারেফাতের ভাণ্ডার। মারেফাতের তালিম, ইলমে লাদুন্নি, এ সকল কথাগুলি এমনভাবে বলেন যেন মনে হয়, এ সকল ইলম কুরআনেও নেই–নবীজিরও ছিল না। আল্লাহ পরবর্তীকালে শুধু বুজর্গদের দান করেছেন। কুরআনে বলে ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ز فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ـ

"মানুষ এক মতাদর্শী ছিল। (উত্তরকালে এই অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরের মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।) তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তারা সঠিক পথের অনুসারিদের জন্য সুসংবাদ দাতা ও বক্রপথের পথিকদের জন্য আযাবের ভয় দানকারী ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ নাযিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তার চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারেন। মতবিরোধ তারাই করেছিল যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করার পরও শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করতো।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩)

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার করা হয়েছে (১) প্রথম থেকে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী ছিল না, মানুষ ছিল এক মতাদর্শী। পরবর্তীকালে মানুষ

www.pathagar.com

মতভেদ সৃষ্টি করেছে। (২) মতভেদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ দু'টি জিনিস দিয়েছেন (ক) নবী (খ) কিতাব, (৩) এ কিতাব বর্তমান থাকার পরও যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয় তার কারণ অন্য কিছু নয়, নিজেদের প্রাধান্য সৃষ্টি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং অজ্ঞতা। কাজেই পরস্পরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে। কিন্তু মতভেদ দূর হবে না। মতভেদ দূর করার আল্লাহ ঘোষিত মাধ্যম হল কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার ব্যাপক প্রচারই হল এ দূরবস্থা দূর করার একমাত্র সঠিক পথ। এ সকল মতভেদের সময় আল্লাহ স্বীয় রসূল এবং ঈমানদারগণকে কি করতে বলেছেন ?

যখন ইহুদী ও খৃস্টান আলেমগণ নবী (স) কে বললো–

كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى تَهْتَدُوْا

"ইহুদী অথবা খৃস্টান হও হেদায়াত (সঠিক পথ) পাবে।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৫)

নবী (স) তাদের বলতে পারতেন, 'নয়, আমার কথা শোন, সঠিক পথ পাবে।' কিন্তু এভাবে কথা বলতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে শিক্ষা দেননি। ইহুদী এবং খৃস্টানদের একথার জবাবে আল্লাহ নবীকে যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন ঈমানদারদের পদ্ধতি হবে সেটাই। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"(হে নবী আপনি বলুন) বরং (এসো আমরা) এক সাথে ইব্রাহীমের পথ অনুসরণ করি; তিনিতো মুশরিক ছিলেন না।" সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৫

এখানে আল্লাহ মতপার্থক্য দূর করার যে পদ্ধতি দিলেন সেটা গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। তিনি নবীকে নিজের প্রাধান্য বহাল করার শিক্ষা না দিয়ে এমন কথা বলতে বল্লেন যেটা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নবী যদি বলতেন, আমার কথা শোন তাহলে তারা দাবী করতো তাদেরটা মানার জন্য। এজন্য ইব্রাহীম (আ)-এর কথা বলা হল, যাতে কারো আপত্তি থাকতে না পারে। কারণ ইব্রাহীম (আ) ইহুদী, খৃস্টান এবং মক্কার কুরাইশ এ তিনটি সম্প্রদায়েরই পিতা। তিনটি সম্প্রদায়ই তাঁকে একান্ত আপন মনে করেও মান্য করে।[১]

১. এতে বুঝা যায় মতভেদ দূর করার জন্য আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি হল, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য জিনিসকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ। অতএব মুসলিম সমাজের মতভেদ দূর করার মূল ভিত্তি হতে হবে কুরআন এবং হাদীস। যেটুকু কুরআন হাদীসে পাওয়া যাবে না ঐটুকুর ক্ষেত্রে মতভেদকে গ্রহণ করে নেবে এবং কেউ কারো বিরুদ্ধে ফতোয়া দিবে না।

www.pathagar.com

অতপর আল্লাহ মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ص وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

"(হে মুসলমানগণ) তোমরা বল যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের নিকট যে জীবন ব্যবস্থা নাজিল হয়েছে তার প্রতি এবং যাহা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাজিল হয়েছে তার প্রতি, যাহা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীদের তাঁদের খোদার তরফ হতে দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা একমাত্র আল্লাহরই অনুগত।

(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৬)

উক্ত আয়াতসমূহের অনুরূপ কুরআনে প্রচুর আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ মানুষের এই বিভেদকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন স্পষ্ট কিতাব নাজিল করার পরও মতপার্থক্য নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করা হয়, তার কারণ হল নিজেদের অহমিকা, নিজেকে বড় করা অন্যকে ছোট করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমানদার মুসলমান মতভেদের প্রশ্নে তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে যাতে অন্যকে সত্যের দিকে আনা যায়, যাতে মানুষের মধ্যে জেদ না আসে। প্রতিযোগিতার মনোভাব না হয়ে সত্য গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয় ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

"বল, হে আহলি কিতাব এরূপ একটি কথার দিকে আস যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান ঃ তা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করবো না, তাঁর সহিত কাউকে শরিক

www.pathagar.com

করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেও নিজেদের রব বা খোদা রূপে গ্রহণ করবো না। এ দাওয়াত গ্রহণ করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয় তবে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা স্বাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম, কেবল মাত্র খোদার বন্দেগীতে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছি।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

এ আয়াতে দেখা যায়, মৌলিক ও মূখ্য বিষয়ে যদি ঐক্যমত হয় তবে ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির কোন দরকার নেই। শেষ কথা হল তোমাদের সাথে ঝগড়া গালাগালি নেই। আমরা আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকবো। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মতভেদ দূর করার জন্য এমন বিষয় তালাশ করতে বলেছেন যা সকলের নিকট গ্রহণীয়। যখন দেখা যাবে কেউ বুঝে সুঝে করণীয় কাজ বাদ দিয়ে উল্টো কাজ করে তখন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। ঝগড়া না করা। এরপর নিম্নোক্ত হাদীসগুলোর প্রতি খেয়াল করলে সকলেই বুঝতে পারবেন কি ধরনের ভুল ধারণায় মুসলিম সমাজ লিপ্ত আছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ الْحَذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُو الاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (স) বলেছেন, আনুমানিক ধারণা পোষণ থেকে তোমরা দূরে সরে দাড়াও। কেননা আনুমানিক বস্তুটিই হচ্ছে চরম মিথ্যালাপ। অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করো না, অন্যের দোষ ত্রুটির খোজে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। বরং হে আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো।" (সহীহ আল বুখারী, ৬২৫৭ নং হাদীস)

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ صلى سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ـ

"হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী।" (বুখারী)

www.pathagar.com

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ اَلْاَلَدُّ الْخَصِمُ ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হল ঝগড়াটে লোক।

(সহীহ আল বুখারী)

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রসূল (স)-এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতো, আর আমি অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। উহাতে আমার পতিত হওয়ার ভয়ে। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসূলুল্লাহ আমরা মূর্খতা ও অকল্যাণে ছিলাম। অতপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ কল্যাণ (ঈমান) দান করেছেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ (সংগঠিত) হবে ? তিনি বল্লেন ঃ হ্যাঁ হবে। তারপর অকল্যাণের পরেও কি পুনরায় কল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তবে ধুয়ামুক্ত (নির্ভেজাল) হবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাতে দোখান (ধুয়া) কি ? তিনি বললেন, লোকেরা আমার পথ বর্জন করে অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের পক্ষ থেকে ভালো ও মন্দ উভয়ই তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আমি বললাম, অতপর এ কল্যাণের পরেও কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তা এই যে, দোযখের দিকে কতক আহবানকারী হবে যারা তাদের আহবানে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবে। আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের গোত্রীয় হবে এবং আমাদের কথার ন্যায়ই কথা বলবে। আমি বললাম আমি সেই অবস্থায় উপনিত হলে আমাকে কি নির্দেশ দেন (আমার করণীয় কি হবে) ? তিনি বললেন, তখন অবশ্যই মুসলিম জামায়াত ও মুসলমানদের ইমামকে আকড়িয়ে রাখবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম সংগঠন ও মুসলিম ইমাম না থাকে (তখন আমাদের করণীয়) কি ? তিনি বললেন, গাছের শিকড় ভক্ষণ করে হলেও সে সব (কুফরী) দলকে পরিত্যাগ করে চলবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়।[১] (বুখারী)

---

১. এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান সময়ে যারা অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, মদ, জুয়া ইত্যাদির প্রচলন করে একদিকে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকে অপর দিকে বক্তৃতায় শ্লোগানে ইসলামের কথা বলে, হাদীসে তাদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ সময় যারা ঈমান বাঁচাতে চান তাদেরকে ইসলামী দলের সাথে থাকতে হবে। কোন ধর্মনিরপেক্ষ দলে যেতে পারবে না।

www.pathagar.com

উল্লেখিত হাদীস কয়টিতে রসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি কথা বলেছেন। যেগুলি খুবই বড় ধরনের ত্রুটি এবং যেগুলি মুসলমানদের মধ্যে থাকা খুবই খারাপ। তাহলো (১) অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করা (২) অন্যের দোষ ত্রুটির খোঁজে লিপ্ত হওয়া (৩) পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করা (৪) পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করা (৫) মুসলমানকে গালি দেওয়া এবং (৬) তিনি বলেন, ঝগড়াটে লোক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ। এ দোষগুলি সাধারণ লোকের মধ্যে যেমন বিদ্যমান আলেমদের মধ্যেও তেমনি বিদ্যমান। তা না হলে আলেমদের এতো ব্যাপক অনৈক্য কিছুতেই হতে পারে না। আজ যদি আলেম সমাজের পারস্পরিক বিদ্বেষ দূর হতো, তাদের মধ্যে ঐক্য হতো তাহলে শতকরা ৮৫/৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত সমাজে এত অন্যায় থাকতে পারতো না। চেয়ে দেখুন সরকারী কর্মচারী, দোকানদার, ড্রাইভার, কারখানার শ্রমিক প্রত্যেকের মধ্যে ঐক্য আছে। তাদের একজনকে অপমান করা হলে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু একজন মসজিদের ইমামকে অন্যায়ভাবে মসজিদ থেকে বের করে দিলে একজন ইমামও প্রতিবাদ করে না। বরং দশজন আলেম চেষ্টা করে ঐ ইমামতিটা পাওয়া যায় কিনা। ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে আলেমগণ দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থের কত যে ক্ষতি করছেন টেরও পাচ্ছেন না। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে ছোট খাটো স্বার্থ ভুলে বৃহত্তর প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এভাবে আলেমদের মধ্যে এখতেলাফ এবং এখতেলাফে করণীয় সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে নানা রকম মতপার্থক্য ও ঝগড়া সৃষ্টি হয়। কালে কালে এগুলি বড় আকার ধারণ করে।

জনগণকে সঠিক ধারণা দিতে হবে

সম্মানিত পাঠক মণ্ডলী, এতোক্ষণ আমি যতকথা বলেছি আমাদের বর্তমান অবস্থা বুঝার জন্য বলেছি। এতে যে সকল দল বা ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ হয়েছে, তা কারো ব্যক্তিগত বা দলগত দোষ ত্রুটির সন্ধান করার জন্য নয়। কার নীতি সঠিক, কার নীতি বেঠিক এ বিশ্লেষণও বিস্তারিতভাবে করিনি। কেবল আলেমগণ নানা মতে কেন এর পটভূমি বুঝার জন্য কিছু কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। সকলের নিকট আমার আন্তরিক অনুরোধ আমার ভাষা বা বলার ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আসুন আমরা মূল সমস্যায় সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করি। দেশের জনগণ সরল তারা ইসলাম ভালোবাসে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তারা চায়, কিন্তু এত মত, এত ফতোয়া ও বিরোধিতার মধ্যে তারা সঠিক পথ পাচ্ছে না। তাই আজ সবচেয়ে প্রয়োজন এই ইসলাম প্রিয় জনতাকে কমপক্ষে এতটুকু সচেতন করে তোলা যাতে তারা কারো অন্ধ বিশ্বাসে বা ধোকায় পড়ে ভুল পথে না যায় বা নৈরাশ্যের অন্ধকারে পতিত না

www.pathagar.com

হয়। জনগণকে ঐখানে পৌছাতে হবে যাতে তারা নিজেরাই সত্য-মিথ্যা, সঠিক ও বেঠিক চিনতে পারে। কোন মত গ্রহণ করলে যেন যাচাই করে গ্রহণ করে। মুসলিম জনতা চিরদিন অজ্ঞ থাকুক, নিজে সত্য যাচাই না করে অন্যের মত মাথায় করে বেড়াক এটা কখনো মেনে নেয়া ঠিক নয়। ব্যবসা করা যাদের কাজ তারা কোন একটা পণ্যের প্রস্তুত পদ্ধতি আবিস্কার করলে সেটা যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে এটাই হয় তার ব্যবসায়ী পলিসি। যাতে সে একাই ঐ পণ্য বিক্রি করে একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করতে পারে। কোন আলেমের এ চিন্তা থাকা উচিত নয়। ইসলাম ব্যবসায়ের বস্তু নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আদমকে সৃষ্টি করে প্রথমেই তাঁকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন যাতে আদম জাতি তার কাঙ্খিত বস্তু চিনে নিতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ ـ

"তিনি আদমকে যাবতীয় জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন, অতপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন।" (সূরা সূরা বাকারা ঃ ৩১)

এখানে আল্লাহ আদমকে (আ) সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন, অর্থাৎ সকল বস্তুর পরিচয় শিখালেন, চিনতে শিখালেন সকল কিছু। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ প্রথম যে কথাটি বললেন, তাহলো ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (আলাক ঃ ১)

আল্লাহ রব্বুল আলামিন অপর একটি সূরা নাযিল করেছেন যার নাম 'আর রাহমান'। এ সূরায় আল্লাহ তাঁর রাহমানিয়াতের একটি ছোট তালিকা দান করেছেন। এ তালিকায় প্রথম যে বিষয়টি স্থান পেয়েছে তা হল ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ـ

"দয়াময় আল্লাহ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।" (আর রাহমান ঃ ১-২)

উদ্বৃত তিনটি আয়াত দ্বারা মানব জাতির বিশেষ করে ঈমানদারদের জন্য জ্ঞানের কতো প্রয়োজন তা পরিস্কার বুঝা যায়। সে জ্ঞান আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান এবং তাঁর সাথে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান। আল্লাহর নবী বলেন ঃ

عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ كَرَّتَيْنِ ـ

"জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং সহজ করে দাও, তিনবার বললেন, যদি তোমার রাগ আসে চুপ করে যাও দুইবার বললেন।" তিনি বললেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ـ

"আমাকে শিক্ষক হিসাবে পাঠানো হয়েছে।" আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজনকে রসূল রূপে উঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাহার আয়াত তিলাওয়াত করেন। (এই আয়াতের মাধ্যমে) তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (সূরা জুমআ ঃ ২)

উক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে কে না বুঝতে পারে যে জনগণের জন্য ইসলামী শিক্ষা কতো প্রয়োজন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এক হাজারে একজন মুসলমান পাওয়া যাবে না যে সম্পূর্ণ কুরআন একবার অর্থসহ পড়েছে। কারণ এই প্রয়োজনীয়তা সকল ওলামা যতোদিন অনুভব না করবেন, ততদিন একাজ হওয়া কঠিন। দুঃখের বিষয় যাদের প্রচেষ্টায় কুরআনের জ্ঞান বহু মুসলমানের নিকট পৌছতে পারতো তারা কুরআন প্রচারে বিমুখ। তাবলীগ জামায়াত যদি চেষ্টা করতো বহু লোককে কুরআন বুঝার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। কিন্তু নির্মম সত্য হল তাবলীগ জামায়াত কুরআন বুঝাবেতো দূরের কথা উল্টা তাফছিরের বিরোধিতা করে। কেন করে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন। তারা বলে যে, কুরআনের অর্থ ও তাফসীর শিখলে গুমরাহ হয়ে যাবে। হয়তো কেউ মনে করতে পারেন সাধারণ মানুষকি কুরআন বুঝতে পারে ? তাদের জন্য আমার কোন কথা বলার দরকার নেই। আল্লাহর কথাই যথেষ্ট। অত্র পুস্তকে উদ্বৃত কুরআন বুঝা সংক্রান্ত আয়াতগুলো একটু মনযোগ দিয়ে চিন্তা করলে সকলেই বুঝতে পারেন। যারা মনে করেন আমরা কুরআন বুঝবো না, কুরআন অত্যন্ত কঠিন তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো আমার লেখা 'আউযুবিল্লাহর হাকীকত' বইখানা পড়ে দেখতে পারেন। তাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে শুধু একটি আয়াত পেশ করে আমি সকলকে চিন্তা করতে বলবো আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের সূরা আল কামারের ১৭, ২২, ৩২, ৪০ চারটি আয়াতে একই কথা বারবার বলেছেন।

لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ

"আমি এই কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করেছি কে আছে বুঝতে চায়।"

www.pathagar.com

কতটুকু গুরুত্বের কারণে আল্লাহ চার বার একই কথা বলেছেন। একটু ভেবে দেখলে এবং আলেমগণ সচেষ্ট হলে আজ মুসলমানদের এ অবস্থা থাকতো না। কেবল মাত্র এই ক্ষণাস্থায়ী দুনিয়ার প্রয়োজনে তুরস্কের কামাল পাশা যখন বুঝলেন দুনিয়াবী উন্নতির জন্য তার দেশের সকল লোকের শিক্ষিত হওয়া দরকার। তিনি ব্লাক বোর্ড নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন এবং লোকদেরকে শিক্ষিত করে দুনিয়াবী উন্নতি করলেন। তাই ইসমত পাশা বলেছিলেন The head of the army had become the head of the primary School. সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রাথমিক স্কুলের প্রধান হয়েছেন। বাংলার গ্রাম্য প্রবাদে আছে 'যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ সাতরাতে কতক্ষণ।' যদি আমাদের দেশের সকল আলেম, ইসলামী রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং তাবলীগ জামায়াত কুরআন প্রচার এবং কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দানকে মিশন হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন, তাহলে জাতির চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত। কিন্তু অনেকে কুরআন প্রচার তো দূরের কথা অপর কেউ করলেও ফতোয়া দিয়ে তার বিরোধিতা করেন।

জনগণের করণীয়

আমাদের করণীয় যা তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল (স) আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সে দু'টি জিনিসকে আকড়ে না ধরে মানুষের কথা বহু ক্ষেত্রে গ্রহণ করে ফেলেছি। ফলে মানুষের মধ্যে বহু মত ও বহু দল থাকার কারণে, আমরা কোন্ দিকে যাবো এ চিন্তায় নিপতিত হয়েছি। আমাদের সম্মুখে এখন ইসলামের নামে বহু পথের আহবান দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বেহেস্তে যাওয়ার বা নাজাত পাওয়ার পথ মাত্র একটি। একথা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স) স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। ফলে আমাদের অবস্থা সেই পথিকের মত হয়েছে যে পথিক বিশ মাইল দূরবর্তী মুক্ত গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে, কিন্তু সে নিজে পথ চিনে না। প্রথম কয়েক মাইল সে এভাবে গেল যে, সকলেই তাকে বললেন ঃ মুক্ত গ্রাম দক্ষিণ দিকে। সোজা দক্ষিণ দিকে পথ মাত্র একটিই। সুতরাং সে পথে সে কিছুদূর গেল, তারপর দেখতে পেল একস্থানে এসে তিনটি পথ তিনদিকে চলে গেছে। তিন পথের মুখে তিনজন দাড়িয়ে তাকে বলছে মুক্ত গ্রাম এ দিকে। এদিকে আসুন আমিও মুক্ত গ্রামে যাচ্ছি। আপনাকে পৌছে দেব। পথিক দেখলেন, তিনজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এক পর্যায় তিন জন পথপ্রদর্শক ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। প্রত্যেকেই চায় পথিককে নিজের দেখানো পথে নেওয়ার জন্য। এ অবস্থায় কোন জ্ঞানবান পথিকই যাচাই না করে যে কোন পথে অগ্রসর হতে পারেন না। পথিক তখন যাচাই করে সঠিক পথটি গ্রহণ করে। আর যিনি

www.pathagar.com

যাচাই বাছাইয়ের ধার ধারেন না চোখ বন্ধ করে চলেন তার অবস্থা কি হবে ? সেটা সকলেই বুঝে। তার জন্য ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করার আশংকা সকল সময় বিদ্যমান থাকবে। এ জন্যই কুরআন মজিদে আল্লাহ বার বার বলেছেন যারা জ্ঞানকে ব্যবহার করে তারাই সঠিক হেদায়াত লাভ করে থাকেন। অপর দিকে যারা জ্ঞান ব্যবহার করেন না শয়তান তাদেরকে নাকে দড়ি দিয়ে যেদিক ইচ্ছা নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ـ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ـ

"আমি বহু জীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি ; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা চিন্তা করে না (উপলব্ধি করে না) এদের চক্ষু আছে কিন্তু তদ্বারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তদ্বারা শ্রবণ করে না। ইহারা পশুর মত বরং পশুর থেকে অধম। (কারণ) এরা উদাসীন।

(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯)

আয়াতে আনয়াম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু। বাঘ, সিংহ নয়। বাঘ সিংহকে ধরতে পারলেও ইচ্ছামত গাড়ীটানা, ঘানি টানা বা চড়ে বেড়ানো যায় না। অপর দিকে বিরাট মহিষ, হাতি, গাধা, বলদ এগুলিকে নাকে দড়ি দিয়ে যা ইচ্ছা করানো যায়। মানুষ যদি নিজের জ্ঞানকে ব্যবহার না করে তেমনি শয়তান তাকে নাকে দড়ি দিয়ে কলুর বলদের মত ব্যবহার করতে পারে। অতএব আমাদের করণীয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করবো, যেগুলি করলে ঠক খাওয়ার ভয় কম এবং আল্লাহর রেজামন্দি (সন্তুষ্টি) পাওয়া সহজ হতে পারে। তা হল ঃ (১) অন্ধ অনুসরণ বাদ দিতে হবে। (২) ইকামাতে দ্বীনের কাজ করতে হবে। (৩) ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের পার্থক্য বুঝতে হবে[১] (৪) কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত ফারায়েজ এবং ক্বাবায়ের বুঝতে হবে এবং তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। (৫) আংশিক ইসলাম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ত্যাগ করতে হবে।

১. ইকামাতে দ্বীন হল আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। খেদমতে দ্বীন হল ধর্মনিরপেক্ষ বা কুফরী সরকারের অনুগত থেকে মসজিদ মাদ্রাসার কাজ ও সেবা মূলক কাজ। খেদমতে দ্বীনের কাজে কোন বাঁধা নেই কিন্তু ইকামাতে দ্বীনের কাজে প্রবল বাধা।

www.pathagar.com

(৬) ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে একাত্মতা ত্যাগ করতে হবে। (৭) সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির চালু রাখতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

অন্ধ অনুসরণ পরিহার

ইসলামের নামে এই যে এতো মত ও এতপথ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মতের পক্ষে বহু সমর্থক পাওয়া যাচ্ছে এর কারণ হল অন্ধ অনুসরণ। হাদীসে দেখা যায় একটা হল সঠিক পথ বাকী ৭২টাই গলদ। তিহাত্তরটা মতের সকলেই দাবি করে আমরাটাই সঠিক। এর পরও বিনা যাচাইয়ে যে কোন মত গ্রহণ করা কত যে মারাত্মক উপরের আয়াতটি তার প্রমাণ। মানুষের নানা রকম মনের গতি। সেই গতি লক্ষ্য করে শয়তান অন্ধ অনুকরণ করায়। পিতৃ ভক্তি, বংশ ভক্তি ঃ এ পথে বহু লোক গুমরাহ হয়েছে। পিতা দাদা এদের প্রতি শ্রদ্ধা মহব্বত মানুষের সহজাত। পিতা মাতার মর্যাদা নষ্ট হোক এটা মানুষ চায় না। এ পথে শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়। যখনই মানুষের নিকট নবী ও কুরআনের দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের আমল আখলাকের সংশোধনের প্রয়োজন হয় অপর দিকে দেখা যায় এ কাজগুলি তাদের পূর্ব পুরুষগণ করেছেন, এ নিয়মগুলি বাপদাদার আমল থেকে চলে এসেছে। তখনই শয়তান বলে 'তোমার বাপ দাদারা কি বোঝেননি ? এতোজ্ঞানী তারা ছিলেন, তাদের কথা ছেড়ে দিবে ?' তখনই শয়তানের কথায় ভুল পথ হলেও মানুষ বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা প্রথাকে আকড়ে ধরে। একটু যাচাই করার দরকার মনে করে না। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

"যখন তাহাদিগকে বলা হয় আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেছেন, তারই অনুসরণ কর, তারা বলে, না, না বরং আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদিগকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো। তাদের পিতৃ পুরুষগণ যদি কিছুই না বুঝে এবং সৎপথ না পেয়ে থাকে তথাপিও (কি পিতৃ পুরুষদের অনুসরণ করবে ?)" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭০)

এরপর অনুসরণ করে সমাজের প্রথা, দেশের প্রচলন ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে লোক ভয় এত বেশী যে, ভাল মন্দ বিবেচনা না করে লোকে কি বলবে এর গুরুত্ব বেশী দেয়। কেউ যদি বলে এরা চাল চলন জানে না। তাহলে কুরআন সুন্নাহর ধার ধারে না চাল চলন দুরস্ত করায় ব্যস্ত হয়ে পরে। এরপর

www.pathagar.com

এবাদতের ব্যাপারেও যিনি যে আলেম বা পীরের সমর্থন করেন অন্ধভাবে তারই কথামত চলেন। অন্য কোন আলেম যদি সঠিক কথাও বলেন তবু তা গ্রহণ করতে রাজি হন না। কারণ তাহলে তিনি ছোট হয়ে গেলেন। আরও ভাবেন এতদিন এরকম করলাম, এরকম বললাম, এখন যদি অন্য রকম বলি বা করি তাহলে লোকদের মাঝে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। বিশেষ করে আলেমদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য বেশী এ জন্য যে, ভক্তগণ যদি দেখতে পায় যে, তাদের হুজুর এতদিন এক রকম কাজ করেছেন, এখন অন্য রকম কাজ করেন তাহলে মুরিদ মুসল্লি ও ভক্তদের নিকট তাঁর মর্যাদা নষ্ট হবে আয় কমে যাবে। এ সকল কারণেও অনেক সময় সত্য গ্রহণ থেকে সরে পড়েন এবং মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষাকেই বেশী গুরুত্ব দান করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ـ

"যখন তাদের বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর (তাকওয়া অবলম্বন কর)। তখন (আত্মমর্যাদা) ইজ্জত তাকে পাপের মধ্যে আটকিয়ে দেয়। এর জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২০৬)

এভাবে অন্ধ অনুকরণের কারণে অনেকের নিকট কুরআন হাদীসের যথার্থ গুরুত্ব থাকে না। তার নিকট বেশী গুরুত্ব পায়, বাপ-দাদা, বংশ, মুরব্বি, পীর এবং তথাকথিত মান সম্মান ও টাকা। কেউ যদি দ্বীন ও কুরআন বিরোধি কথা বলে তবে তার মনে রাগ ধরে না। কিন্তু তার পীর, দল, বংশ বা মান সম্মানের বিরুদ্ধে কথা বললে কোন কথা নেই ঝগড়া, যুদ্ধ-লড়াই সবই করতে পারে। এ ধরনের লোকের নিকট কুরআনের মর্যাদা কতটুকু থাকতে পারে ? অথচ কুরআন ও নবীর প্রতি ঈমান ছাড়া মু'মিন মুসলমান কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে কেউ যদি পীরের প্রতি ঈমান না আনে বা কোন পীর না মানে তাতে ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুই যায় আসে না। তাছাড়া অনেক মোহাক্কেক আলেম পীর মুরিদীকে বিদয়াত বলেছেন।[১] কোন বিশেষ আলেমকে না মানলেও কারো ঈমান যাবে না। বাপ দাদার প্রথার অনুকরণেরতো কোন প্রশ্নই উঠে না। যখনই এ সকল অন্ধ অনুকরণকারীদের বলা হয় যে, কুরআন বলে এক রকম অথচ আপনি করেন অন্য রকম এর মানে কি ? উত্তর আসে 'আমরাতো বুঝি না, সুতরাং সরাসরি নিজের বুদ্ধিতে কিভাবে কুরআনের কথা গ্রহণ করি ?' যখন কুরআনের তাফসীর খুলে তার সামনে সত্য তুলে ধরা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে তার বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু তবুও তখন সে বলে যে, সেতো এত জ্ঞান রাখে না যে তাফসীর বুঝবে । অতএব তার আশংকা হল

১. সুন্নত ও বিদয়াত——মাও আঃ রহীম

www.pathagar.com

যদি কুরআনের নামে সে ভুল পথে চলে যায়। সুতরাং তার চিন্তা হল তার মুরব্বি বা পীর যেটা বলে সেটাই তাকে মানতে হবে। মজার কথা হল এই সমাজের সকল আলেম ও পীরতো এক মতের নয়, এদের পরস্পরের ভিন্ন ভিন্ন মত ও ভিন্ন ভিন্ন তরিকা আছে। এরই মধ্য থেকে ইতিপূর্বে কোন একজনের পথকে সে বাছাই করেছে। তখন সে কিভাবে বাছাই করলো, তখন কি ভুল পথে যাওয়ার আশংকা ছিল না ? কেনই বা অনেকের মধ্য হতে সে একজনকে নিজের পীর বা মুরব্বি হিসাবে বাছাই করলো ? নিশ্চয়ই তার বিবেকের সাহায্যেই সে বাছাই করেছে এবং নিজে যাচাই করেই অনেক তরিকার মধ্য হতে একটিকে বাছাই করেছে। সকলের মধ্যে যাকে তার সঠিক মনে হয়েছে তাকেই বাছাই করেছে। তবে এখন সে নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কুরআনকে বাছাই করতে পারছে না কেন ? তাহলে কি তার পীর বা মুরব্বি তাকে কুরআনের গুরুত্ব না বুঝিয়ে অন্য কিছু বুঝিয়েছে ? প্রশ্ন হয় সকলে কি কুরআন বুঝতে এবং আলেম হতে পারবে ? মনের এ প্রশ্নের মধ্যেই শয়তানের ধোকা বিদ্যমান। সকলে আলেম হবে না কেন ? টার্গেটতো হল সকলেরই আলেম হওয়া। চেষ্টা করার পর কিছু যদি নাই হয় সেটা আলাদা কথা। সকল স্কুলের সব ছাত্র পাশ করে না। আবার কোন কোন স্কুলের সকল ছাত্রই পাশ করে। কোন স্কুলের কিছু ফেল করে। তাই বলেকি স্কুল কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রকে পাশ করানোর লক্ষে কাজ করে না ? আল্লাহ ও তার রসূল কি এ রকম কোন কথা বলেছেন যে সকলে কুরআন বুঝবে না, সুতরাং তোমরা সকলে কুরআন বুঝার চেষ্টা করো না। বিশ্বে অনেক দেশের মানুষ শতকরা একশত ভাগ শিক্ষিত। আবার কত দেশে ১৫/২০% শিক্ষিত। তারা বিনা চেষ্টায় ১০০% শিক্ষিত হয়েছে আর অন্যরা কি চেষ্টা করেও ১৫/২০% এর বেশী শিক্ষিত হতে পারেনি ? স্বীকার করতে হবে চেষ্টার ফলেই শতকরা একশত ভাগ শিক্ষিত হতে পেরেছে। তাহলে মুসলমানগণ সকলে কুরআন বুঝতে পারবে না এটা মেনে নিতে হবে কেন ?

সমাজে অনেক অল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোক আছে। তারা হিসাব বিজ্ঞান পড়েনি, বি, কম, এম, কম, পাশ করেনি, বড় বড় একাউন্ট্যান্ট হয়নি। তাই বলে তারা নিজের হিসাব পত্র কি বুঝ করে নেয় না ? দৈনন্দিন হাট বাজার করে না ? ডিগ্রী না থাকলেও প্রত্যেকেই হাট বাজার করে এবং নিজের বুঝ বুঝে নেয়। অতএব সকলেই বড় আলেম হবে, মুফতি হবে এমনটি প্রয়োজন নেই। তাই বলে দশজনে দশ রকম ইসলাম বললে তাকে যাচাই করতে হবে না ? দ্বীন ও ঈমান কি এতই গুরুত্বহীন যে, সবকিছুর হিসাব মানুষ বুঝে নিবে, দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন থেকে কেবল ধোকাবাজদের হাতে

www.pathagar.com

ধোকা খেতে থাকবে ? সকল মানুষই দরজি নয় বা মাষ্টার টেইলার নয়। তাই বলে দর্জির মাধ্যমে জামা প্যান্ট সেলাই করে অদর্জি খরিদ্দার কি নিজের জিনিস ঠিক হল কিনা বুঝ করে নেয় না ? দর্জির ভুল কি অদর্জি কাষ্টমার ধরে না ? অদর্জি কাষ্টমারই দর্জির থেকে কাপড় বুঝে নেয় এবং দর্জির ভুল ধরে। মানুষের এটা স্বাভাবিক গুন, এটা আল্লাহর দান। সুতরাং মানুষ চেষ্টা করলে কুরআনের মাধ্যমেই দ্বীনের ব্যাপারে ঠিক বেঠিক যাচাই করতে পারবে। তবে চেষ্টা করতে হবে। অন্ধ বুড়িও নিজের হিসাব বুঝ করে নেয়। বুড়ি যদি পঞ্চাশ টাকার সওদা করে দোকানদারকে একশত টাকার একটি নোট দেয়, আর দোকানদার বুড়িকে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট ফেরত দেয়। বুড়ি চিনতে পারে না নোটটি কত টাকার। এই অবস্থায় বুড়ি একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা দেখতো এই নোটটি কত টাকার ?' লোকটি যদি বলে যে, নোটটি পঞ্চাশ টাকার, এরপর বুড়ি যদি দেখে যে, লোকটি দোকানদারের ঘরে ঢুকে গেল। তাহলে বুড়ির মনে সন্দেহ হবে লোকটা দোকানদারের লোক সুতরাং মিথ্যা কথা বলতে পারে, তখন বুড়ি অপর দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে নোটটি কত টাকার। সকলে যখন বলে পঞ্চাশ টাকার তখন বুড়ির মনে কোন সন্দেহ থাকে না বুড়ি চলে যায়।

অতএব সমাজে যখন তিয়াত্তরটি ফিরকার মধ্যে মাত্র একটি সঠিক। তাহলে যে লোক পরকালে বিশ্বাস করে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় সে অন্ধের মত একটা মত গ্রহণ করে যাচাই না করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। কুরআনই হল যাচাই করার আসল মানদণ্ড। আল্লাহ এজন্য কুরআনের এক নাম রেখেছেন 'ফুরকান' বা মানদণ্ড বা কষ্টি পাথর যা দিয়ে সোনা খাঁটি কি অখাটি যাচাই করতে হয়। কোন গোয়ালাই যেমন তার দধি টক বলে না তেমনি কোন দল, কোন পীর বুজর্গ বা কোন মুরব্বি তার দল, তার মত, তার তরিকাকে কখনো খারাপ বলে না। এ অবস্থায় যারা সত্যিকার হকপন্থী হবে তারা তার কর্মী বা মুরিদকে বলবে, সে যেন চোখ কান খুলে যাচাই করে। আর যে দ্বীন নিয়ে ব্যবসা করে সে যাচাই করতে বলবে না। সে বলবে অন্যের বই পড়ো না কুরআনের তাফসীর শুনো না ইত্যাদি। আসলে যার নিয়তে বা হিসাবে কোন ফাকিবাজি নেই, যাচাইতে তার ভয় নেই। সে বলবে যাচাই করতে। যার মনে দুর্বলতা সে যাচাইকে ভয় পায়। একবার কোন মতে বুঝিয়ে দিতে পারলে হয়, আর বুঝাতে রাজি নয়। তার বক্তব্য 'একবারতো হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছি বারবার বি বুঝাব।' কথায় বলে চোরের হিসাব একবার আর সাধুর হিসাব বারবার। কাজেই আল্লাহর দেয়া জিহবা দিয়ে সব গোয়ালার দই

www.pathagar.com

যাচাই করতে হবে। আমি একটা মতে আছি কেউ যদি বলে এটা ঠিক নয়, এটা কুরআনের বিপরীত এবং সে কুরআন হাদীস থেকে দলিল দিতে পারে। অপর দিকে আমার দল, আমার মুরব্বি আমার পীর যদি এর মোকাবেলায় কুরআন হাদীস পেশ করতে না পারে, সে যদি কিস্‌সা কাহিনী বা দল, পীর বুজর্গ অথবা মুরব্বির দোহাই দেয় তবে বুঝতে হবে তার নিকট দলিল নেই। তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। কুরআনের কথা গ্রহণ করতে হবে। এক পীর যদি অপর দলকে বাতিল বলে ফতোয়া দেয়, এক আলেম যদি অন্য আলেমকে গালি দেয়, তাহলে বুঝতে হবে ফতোয়াবাজ ও গালিবাজই বাতিল। কারণ যার নিকট দলিল নেই, যুক্তি নেই, সে অন্যকে গালি ও যথেচ্ছা ফতোয়া দিয়ে নিজের মুরিদ বা অনুসারীদেরকে ধরে রাখতে চায়, কিন্তু যুক্তি ও দলিল দিয়ে মোকাবেলার শক্তি তার নেই। বড় আলেম, ছোট আলেম মনে করে কাউকে অন্ধভাবে গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল হবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে কে বড়, কে ছোট এটাতো যাচাই হওয়া দরকার। বড় বড় খেতাব ও ডিগ্রী থাকলেই বড় আলেম হয় না। এমনও হতে পারে যে, কেউ কেউ সরকার বা বিদেশী টাকা খেয়ে হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করছে বা ফতোয়া দিচ্ছে। অনেক সময় বড় বড় আলেমও টাকায় বিক্রি হয়ে যায় যার উদাহরণ কুরআনে রয়েছে।[১] অনেক সময় কাফেরগণ লোভ দিয়ে বড় বড় আলেমকে নবীর বিরুদ্ধে পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। আয়ুব খাঁন টাকা পয়সা দিয়ে অনেক আলেম ও পীরকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করে সত্যের বিরুদ্ধে ফতোয়া বাজি করিয়েছে। আজও পর্যন্ত অনেক সরকার এবং সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী সুকৌশলে আলেমদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে কিন্তু অনেক আলেম টেরও পায় না। কাজেই এহেন অবস্থায় জনগণ কোন পথে যাবে ? এর প্রথম জওয়াব হল—মানুষ অন্ধের মত নয়, আলোকের পথে চলবে। সে আলো হল আল-কুরআন। কুরআনের এক নাম আল্লাহ এ জন্যই 'নূর' রেখেছেন। নূর অর্থ আলো। সকল অন্ধকার ও অস্পষ্টতা এই আলো দিয়ে দূর করতে হবে।

কুরআনের এক নাম হল স্পষ্ট দলিল। আল্লাহ বলেন ঃ

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ـ

"এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।" (সূরা জাছিয়া ঃ ২০)

১. বালআম বাউর এর ঘটনা।

www.pathagar.com

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

"যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়। তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদিগকে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তাহাই গ্রহণ করে যাহা উত্তম উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই আলেম।"

(সূরা আয যুমার ঃ ১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত তিনটি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় কারো অন্ধ অনুকরণ নিষিদ্ধ করে। কোন ব্যাপারে আল্লাহ কি বলেন, তাঁর রসূল কি বলেন, সে খবর না নিয়ে যদি অন্য কারো অনুসরণ করা হয় এবং সে ব্যক্তির কথা আল্লাহ ও রসূলের কথার সাথে মিল না থাকে তবে সেটা যার কথাই হোক সে 'তাগুত'। এই তাগুতকেই অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। চাই সে রাজা, বাদশা, নেতা, পীর, আলেম যেই হোক। এরূপ কুরআন হাদীসের খেলাপ, বাপ দাদা বা মুরব্বি কারো কথা মান্য করলে সেটাই তাগুতের এবাদত করা হবে। এক সাথে আল্লাহ এবং তাগুত এ দুই শক্তির ইবাদত করা সম্ভব নয়। কিছু কাজ আল্লাহর বিধান মত করা আর কিছু আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে রাজা, বাদশা, আলেম, পীর এদের তরিকা মত করা শির্ক। এই শির্ক আল্লাহ মাফ করবেন না। অএতব আলোচনায় দেখা গেল অন্ধ অনুসরণ আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

অন্ধ অনুসরণের দৃষ্টান্ত

আমাদের দেশের অনেক পীর ও আলেম, রাজনীতি নাজায়েজ বলতেন। তারা নিজেরাতো রাজনীতি করতেনই না, তাদের যারা ভক্ত অনুরক্ত ও মুরিদ তারাও রাজনীতির নাম পর্যন্ত শুনতে পারতেন না। যারা রাজনীতি করেন সেসব আলেমদেরকেও তারা ভাল চোখে দেখতেন না। এই সকল লোকের নিকট কুরআন হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে যখন স্পষ্ট দলিল পেশ করা হতো তখন তাদের নিকট কোন উত্তর থাকতো না, উত্তর থাকবেই বা কি করে, যেখানে স্বয়ং নবী (স) ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার প্রয়োজনে মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন। খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন। কুরআন মজিদে নবী

www.pathagar.com

প্রেরনের উদ্দেশ্য বর্ননা করতে গিয়ে তিনটি সুরায় ঃ তাওবা–৩৩, ফাতহ–২৮ এবং ছফ-এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, ইসলামী আইনকে বিজয়ী করার জন্যই আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন,

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ـ

"তিনি আল্লাহ, যিনি তার রসুলকে হেদায়াত এবং দ্বীনে হক দিয়ে এই জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যেন রসুল (স) আল্লাহর এই আইন বিধানকে দুনিয়ার সকল মতবাদ ও আইন বিধানের উপর বিজয়ী করেন। ছফ ঃ ৯

এ সকল আয়াত, হাদিস ও ইতিহাস এত প্রসিদ্ধ এবং স্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষও সহজে বুঝতে পারে যে, আল্লাহর নবী ও সাহাবীগন রাজনীতি করেছেন। তাহলে এত সংখ্যক মুসলমান জনতা কেন রাজনীতি নিষিদ্ধ মনে করলেন ? উত্তর খুবই স্পষ্ট, তাদের পীর, বুজর্গ ও আলেমগণ নিষেধ করেছেন বলেই তারা রাজনীতি নিষেধ মনে করেছেন। একথা তাঁরা নিজেরাই অকপটে বলেন।

যখন তাদের পীর ও বুজর্গগণ রাজনীতি শুরু করলেন সংগে সংগে তারাও রাজনীতিতে নামলেন। কিন্তু খোদার এই বান্দাদের মনে একটি বারও প্রশ্ন জাগলোনা যে, পূর্বের কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ইতো এখনো বর্তমান আছে, নতুন কোন কিতাব, হাদীস, ফিকাহ সৃষ্টি হয়নি। তাহলে এতদিন রাজনীতি নিষেধ বলা হল কেন ? এবং কোন কিতাবের ভিত্তিতে ? এখনো বা ফরজ হলো কোন কিতাবের ভিত্তিতে ? এ প্রশ্ন অবশ্যই তাদের মনে উদয় হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু উদয় হল না তার একটিই কারণ, আর তাহলো অন্ধ ভক্তি। এতদিন বুজর্গগণ রাজনীতি নিষেধ করেছেন তাই তারা রাজনীতি করেননি। এখন বুজর্গগণ বলছেন তাই তারা রাজনীতি করেন। এতে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, এই লোকেরা অন্ধভাবে বুজর্গদের অনুসরণ করে। তারা নিজেরা কুরআন হাদীস দেখে না, দেখলেও মনে করে বুজর্গগণ যা বলেন সেটা করাই সঠিক। এতে কি কুরআন হাদীস থেকে বুজর্গদের বেশী গুরুত্ব দেয়া হল না ? এ বুজর্গগণ যদি ভুল করেন পরিণতি কি হবে ? এই অন্ধভক্তি কেন মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হল ? এর কারণ হল ইসলামের নামে ভুল বা মিথ্যা প্রচারণা। বিভিন্ন পুস্তক এবং বক্তৃতায় এমন এমন আজগুবি কিস্সা ও কারামত বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলি পড়ে শুনে মানুষ বুঝেছে যে, পীর আওলীয়াদের খেদমত করলে এবং তাদের খুশী করতে পারলেই আল্লাহ মুক্তি দিবেন। এ

www.pathagar.com

সকল পুস্তকে এমন কথাও লিখা হয়েছে যে, বড় বড় বুজর্গদের এত ক্ষমতা যে, আল্লাহর নিকট থেকে তারা জোড় করে অনেক কিছু আদায় করে নিতে পারেন। যেমন, হযরত বড় পীর সাহেবের জীবনীর মধ্যে আছে যে, এক বুড়ির একমাত্র ছেলে বিয়ে করতে গিয়ে ফিরে আসার পথে নৌকা ডুবে রবযাত্রী সহ বুড়ির ছেলে মারা গেল। একমাত্র ছেলের এ রকম মৃত্যু শোকে কেঁদেই বুড়ি জীবন কাটায়, একদিন বড় পীর সাহেব বুড়ির এ করুন কাহিনী শুনলেন এবং তার মনে বড় দয়া হল। তিনি বুড়ির ছেলেকে বাঁচিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করলেন। অতপর বড় পীর সাহেব আযরাইল ফেরেস্তাকে বুড়ির ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন, কিন্তু আযরাইল রাজি হলেন না। অতপর বড় পীর সাহেব আযরাইলের রূহ সংরক্ষণের ঝোলা কেড়ে নিয়ে ঐ বুড়ির ছেলে সহ সকলের রূহকে ছেড়ে দিলেন। ফলে সবাই পুনরায় জীবিত হয়ে গেল। আযরাইল আল্লাহর নিকট ঘটনা জানালে আল্লাহ বললেন যে, কেন সে কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ছোবহানী হযরত বড় পীরের সাথে বেয়াদবি করলো।

অতএব যে পীরগণের এত ক্ষমতা, তাদের যদি খুশী করা যায় তাহেল আল্লাহ মুক্তি দিতে বাধ্য। সুতরাং সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে; হুজুরকে প্রশ্ন করবে—কেন এতদিন রাজনীতি হারাম বলেছেন আবার এখনই বা কেন করতে বলেন এবং নিজেও করেন। ঐ পুস্তকে আছে এক ব্যক্তি নামাজ রোজা কিছুই করতো না শুধু বড় পীরকে ভক্তি করতো এবং তাঁর চলাচলের রাস্তাটি পরিস্কার করে রাখতো।

এ লোক মারা যাওয়ার পর কবরের ফেরেস্তা তাকে প্রশ্ন করলো, 'তোমার রব কে' ? সে উত্তর দিল 'জানে আমার আবদুল কাদির জিলানী'। এভাবে দ্বীন কি, নবী কে, সকল প্রশ্নের উত্তরে তার কথামাত্র একটি 'জানে আবদুল কাদির জিলানী'। ফেরেস্তা অবাক হয়ে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করে যে, এ ব্যক্তি অভিনব উত্তর দিচ্ছে এখন কি করা যায়। উত্তরে আল্লাহ বলেন, সে যখন আমার মাহবুবের নাম বলছে তাকে ছেড়ে দাও। বঙ্গানুবাদ গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন পুস্তকের ভূমিকায় (অনুবাদক এন, এম, ইমদাদুল্লাহ এম, এম, বি, এ, (অনার্স) এম, এ,) ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "একবার তিনি (বড় পীর সাহেব) ভাবোন্মত্ততায় এমন একটি উক্তি করিয়াছিলেন, যেমন উক্তি তিনি ছাড়া অন্য কোন অলী-আউলিয়া কোন দিন করেন নাই। আর করার কাহারও অধিকার এবং ক্ষমতাও ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই চরণ যুগল জগতের সকল অলীদের কাঁধের উপর। শুনা যায়, তখন দুনিয়ার যেখানে যত অলী-আবদাল জীবিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজেদের মাথা নোয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মস্তক অবনত করার মধ্য দিয়াই হযরত বড় পীর (র)-এর কথার সত্যতা স্বার্থকতা ও অতুলনীয় মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

www.pathagar.com

উপরোক্ত কথা যে আল্লাহর কোন নেক বান্দাহ বলতে পারেন না, সেটা যে কোন লোকের পক্ষে বুঝা কোন কঠিন নয়। এরূপ অগণিত অসত্য ও যুক্তি-প্রমাণ বিহীন কথা লিখে মানুষকে ধোকা দিয়ে ইসলামের বিকৃত রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া এসব মিথ্যা গল্প লিখে জনমনে এমনভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে, যাতে তারা মনে করে যে, তথাকথিত বুজর্গ বা অলীগণের ক্ষমতা অসীম। সুতরাং এরা খুশী হলে আল্লাহ খুশী না হয়ে পারেন না। এভাবে যুগে যুগে এ সকল মিথ্যা বুজর্গি বর্ণনা করে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, জনমনে বিভ্রান্তি এবং অন্ধ ভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে লোকেরা কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকেই তথাকথিত পীর-মাস্তান-ল্যাংটা বাবা, খাঁজা বাবা ইত্যাদি নামে অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছে।

অনেকে বুঝে শুঝেও এসব মিথ্যা গল্প এবং পুস্তকের কোন প্রতিবাদ করে না। তাদের ভয় হল, যদি কেউ তাকে পীরের প্রতি ভক্তি নেই বলে চিহ্নিত করে। আবদুল কাদির জিলানী ছিলেন নিজ স্থানে একজন আল্লাহর অনুগত বান্দা। তিনি কুরআন হাদীসের অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীকালে কিছু লোক তাঁর প্রকৃত অনুসরণ বাদ দিয়ে তাঁর নামে অনেক মিথ্যা রচনা করে নিজেদের নামেও তেমনি প্রচারণার পথ করেছেন। সমাজে ব্যাপক অন্ধ ভক্তি আছে বলেই দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের খুবই সুবিধা হয়েছে। কারণ যদি সকলের চোখ খোলা থাকে তাহলে একজনকে ভুল বুঝাতে সক্ষম হলেও অপরকে ভুল বুঝানো সম্ভব হয় না। কোন একজনকে টাকা দিয়ে বশ করা বা ধোকা দিয়ে সাথী করা গেলেও অন্যান্য সচেতন লোকেরা সেটা গ্রহণ করে না। অপর দিকে যদি একজন তথাকথিত পীর হয় আর সকলে তার অন্ধ ভক্ত হয়, তাহলে একজনকে কিনতে পারলে সকল অন্ধ ভক্তকে কেনা হয়ে যায়।

বৃটিশ চলে যাওয়ার এত বৎসর পরেও আমাদের দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হল না। কারণ অনেকেই অন্ধ ভক্তির কারণে রাজনীতি হারাম মনে করার ফলে ইসলামী দলকে ভোট না দিয়ে অনৈইসলামী দলকে ভোট দিয়ে এতদিন ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছে। অপর দিকে দীর্ঘদিন পরে যদিও তারা ইসলামী রাজনীতি ফরজ বলে স্বীকার করলো কিন্তু তবুও তারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হল না এবং ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করলো না বরং ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি ক্ষুদ্র ও নামমাত্র ইসলামী দল তৈরি করে প্রকারান্তরে ইসলাম বিরোধীদেরই সাহায্য করলো। তারা যদি ভিন্ন দল করেও ইসলামী হুকুমতের প্রশ্নে ঐক্য বদ্ধ হতো তাহলে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তাদের ভূমিকা ইসলামী ঐক্যের পক্ষে না হয়ে বিভেদের পথ বেছে নিল এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে জনমনকে বিভ্রান্ত করলো।

www.pathagar.com

শুধু বিদেশী চক্রান্তই নয় দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল ও সরকার অভিন্ন কায়দায় তথাকথিত বুজর্গ সৃষ্টি এবং তাদের খরিদ করে ও ভুল বুঝিয়ে বাতিলের পক্ষে কাজে লাগায় এবং ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। সরকার এবং অনৈসলামী দলগুলির সহায়তা না পেলে এত সংখ্যক বিদয়াতী পীর খানকা ও মাজার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে ও জেঁকে বসতে পারতো না। বৃটিশ আমল থেকেই সরকার ইসলামী আন্দোলনকে পরাভূত করার জন্য সকল বিদয়াতীদের সহায়তা দান করে ইসলামের নামে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছে এবং ইসলামের নামে নতুন নতুন তথাকথিত তরিকা তৈরি করেছে। এ ধারা আজো বহাল আছে। তাই ইসলামে অন্ধ অনুসরণের অবকাশ নেই, আছে জ্ঞানের প্রসার।

ইসলামে যে অন্ধ অনুসরণ নেই, তা নামাজের মাধ্যমে পরিস্কার বুঝা যায়। নামাজে ইমামের মর্যাদা সকলের জানা আছে। ইমামের অগ্রে দাড়ালে নামাজ নষ্ট হয়। ইমামের পূর্বে রুকু সেজদা করলেও তাই। কিন্তু তাই বলে ইমামের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। এ জন্য মুক্তাদিগণের প্রতিও নামাজের মাসয়ালা জানা ফরজ। ইমাম যদি নামাজে ভুল করেন, তাহলে চুপ থেকে নিজেরাও ভুল করা চলবে না, লোকমার মাধ্যমে ইমামকে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। এর অর্থ হল মুক্তাদি ইমামকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, যদিও এখন তাকে ইমাম করে নামাজ পড়া হচ্ছে কিন্তু আসল ইমাম তিনি নন, আসল ইমাম নবী (স)। যতক্ষণ তিনি আসল ইমামের অনুসরণ করবেন ততক্ষণ তার ইমামতিতে নামাজ হবে। কিন্তু তিনি যদি ভুল করেন, তবে লোকমা দিয়ে (ভুল ধরিয়ে দিয়ে) তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। তিনি যদি নিজকে সংশোধন করে নেন ঠিক আছে, কিন্তু যদি তা না করে তিনি নিজের ফর্মূলা মত নামাজ চালু করতে চান, তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে অপসারণ করে অতপর নতুন ইমাম নিযুক্ত করে (যিনি নবীর অনুসারী হবেন) তাঁর ইমামতিতে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে।

অতএব অন্ধ অনুকরণ যেহেতু ইসলামে নেই সুতরাং অজ্ঞ থাকার সুযোগও ইসলামে নেই। কারণ ইমাম যদি একাই নামাজের নিয়ম পদ্ধতি জ্ঞাত থাকেন, মুক্তাদীগণ থাকেন অজ্ঞ তাহলে ইমাম ভুল করলে লোকেরা লোকমা কিভাবে দিবে ? ফলে ইমাম ভুল করলে সকলে শুদ্ধ মনে করে ভুল নিয়মেই নামাজ আদায় করতে করতে একদিন ভুলটাই শুদ্ধ বলে পরিচিতি লাভ করবে। কাজেই অন্ধ অনুসরণ বাদ দেওয়ার অর্থই হল সকলকে শিক্ষিত হওয়া বা শিক্ষিত করা। আজ বিশ্বময় মানুষ দুনিয়াবী উন্নতির জন্য জনগণকে শতকরা একশত ভাগ শিক্ষিত করার টার্গেট নিচ্ছে। অপর দিকে মুসলমান

www.pathagar.com

আলেম, পীর ও মুরব্বিগণ কি 'জনগণ শিক্ষিত নয়' এই অজুহাতে অন্ধ অনুকরণ বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন ? অথবা অন্ধ অনুকরণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলকে শিক্ষিত হতে দিবেন না, কুরআন শিক্ষার পথে বাঁধার সৃষ্টি করবেন ?

মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন করতে হলে অন্ধ অনুকরণের অভিশাপ থেকে জনগনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে তাদেরকে কুরআনী জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۔

"আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে (অজ্ঞতার) অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে আসে। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে।"
(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

তাগুতি শক্তি আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায় বলেই অনেক আলেমকেও দেখা যায় অন্ধ অনুসরণ করতে। অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্তির জন্যই দরকার ইসলামী জ্ঞান (ইল্‌ম)। এ জ্ঞান থেকেই জন্ম নিবে ঈমান। অন্ধ অনুসরণে ঈমান হয় না। ঈমানই যদি না হয় তবে কোন আমলেরই মূল্য নেই। কাজেই মু'মিন হতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অন্ধ অনুসরণ ছাড়তে হবে।

ইকামাতে দ্বীনের কাজ করতে হবে

মানুষ কোন্ পথে যাবে এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় বিষয় হল ইকামাতে দ্বীনের চেষ্টা (জিহাদ)। ঈমানদার লোকেরা যত বড় পূণ্যের কাজই করুক ইকামাতে দ্বীনের কাজ বাদ দিলে ঈমানদার থাকতে পারবে না। কারণ ইকামাতে দ্বীনের কাজই হল মূল কাজ, এ কাজ বাদ দিয়ে যত বড় ইবাদতই করুক আল্লাহর নিকট কোন মূল্য নেই।

ইকামাতে দ্বীন বলতে কি বুঝায়

এখানে দু'টি শব্দ (১) ইকামাত (২) দ্বীন। ইকামাত বলা হয় কোন একটা বস্তুকে তার প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গ বা অংশ সহ স্থাপন করে দিলে। যেমন-একটা টেবিল কায়েম তখনই হয় যখন মিস্ত্রি তার পায়া তার টপ সহ

www.pathagar.com

সবকিছু নির্মাণ করে খাড়া করে দেয়। যে কোন একজন দেখলেই বলবে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিল হয়েছে। ইকামাত শব্দের অর্থ হল, কায়েম করা, চালু করা, অস্তিত্বে আনা ইত্যাদি। ইকামাত যদি কোন বিমূর্ত জিনিসের হয়, যার কোন আকৃতি নেই সেক্ষেত্রে ইকামাত অর্থ কি হবে ? যেমন ইকামতে সালাত (নামাজ) তখনই হয় যখন তার অবশ্য করণীয় হুকুমগুলি পালিত হয়ে যায়।

এরপর দ্বীন ঃ দ্বীন শব্দেরও কয়েকটি অর্থ আছে, এখানে দ্বীন অর্থ জীবন ব্যবস্থা, আইন-বিধান, আনুগত্য ইত্যাদি। অতএব ইকামাতে দ্বীন অর্থ আল্লাহর আইন-বিধান সর্বত্র চালু করা। যথা–জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অফিসে-আদালাতে, লেন-দেনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আন্তর্জাতিক কাজ-কর্মে, এক কথায় সর্বত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার নাম ইকামাতে দ্বীন। কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আল্লাহ এ কাজের অপরিহার্যতা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"তোমাদের জন্য আইন করে দেয়া হয়েছে সেই দ্বীন থেকে যা নূহকে দেয়া হয়েছিল, আর (হে মুহাম্মদ) তোমার প্রতি সেই কথাই অহী করেছি যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুছা ও ঈসাকে (তা-এই যে,) তোমরা এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত (কায়েম) কর এবং এ বিষয়ে কোন রূপ মতপার্থক্য করো না।" (সূরা আশ শুরা ঃ ১৩)

এই দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যই নবী (স)-কে সারা জীবন জিহাদ করতে হয়েছে। নবী (স)-এর প্রাথমিক নবুয়তী জীবনের জিহাদ ছিল দ্বীন কায়েম করার। পরবর্তী জীবনের (অর্থাৎ একটি এলাকায় দ্বীন কায়েম হওয়ার পর) জিহাদ ছিল কায়েম কৃত এ দ্বীনকে কায়েম রাখা এবং একে বিশ্বময় বিস্তার করা। এ জিহাদের গুরুত্ব যে কত তা ভাষায় প্রকাশ করা মানুষের পক্ষে মুশকিল। স্বয়ং আল্লাহ এবং তার রসূল কুরআন ও হাদীসে ব্যাপকভাবে এই জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। নবুয়তী জীবেনর প্রথম পর্যায়ে যখন আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়নি মানব রচিত কুফরী দ্বীন কায়েম ছিল। তখন বিরোধীতার তীব্রতা ছিল অত্যন্ত বেশী এবং ধরন ও প্রকৃতি ছিল অন্য রকম। ঈমানদার লোকদের উপর ব্যক্তিগত অত্যাচার, বাড়ীতে বাড়ীতে আক্রমণ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ এই কঠিন সময়ে পাঞ্জেগানা নামাজ পর্যন্ত ফরজ করেননি। মুসলমানগণ সময় সুযোগে নামাজ পড়তেন। হিজরতের পরে এক মাস রোজা, যাকাত, হজ্জ ফরজ হয়। হালাল-হারামের বিধানও মদিনায় রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর নাজিল হয়।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সকল ইবাদতসমূহ স্থগিত রেখে আল্লাহ সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর আইন কায়েমকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। হিজরতের পরে মদিনায় ছোট্ট একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে পরে, আরবের সকল কাফের মুশরিক, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুনাফিকগণ এই রাষ্ট্রটি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। বদর, অহুদ, খন্দক, খাইবার, হুনায়েন সহ অনেকগুলি যুদ্ধ (জিহাদ) সংঘটিত হয়। এ সমস্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে আল্লাহ নামাজ সংক্ষেপ করা, রোজা কাজা করার বিধান নাজিল করেন। মোটকথা ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা ও রাখার গুরুত্ব সকল কিছুর উর্ধে। উক্ত আয়াতে কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করা হলেও, অন্যান্য আয়াতসমূহ অধ্যয়ন করলে পরিস্কার বুঝা যায়, সকল নবীর মূল দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ মতপার্থক্য না করা। দ্বীন কায়েম কথাটি এত ব্যাপাক যে, এতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠা করা বুঝায়। বিশেষভাবে দ্বীন কায়েমের প্রধান কথা হল সমাজ এবং রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা। যেমন গাছ কায়েম বললে একটি গাছের পাতা হতে শুরু করে শিকড়, কাণ্ড, ডাল সবই বুঝায়। কিন্তু বীজ হচ্ছে এমন জিনিস, যেটা যথাযথ প্রথিত ও রক্ষিত হলে সে বীজ থেকে সবই হতে পারে।

সেরূপ রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি দ্বীন কায়েম হয়, তবে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের ডাল-পালা, ফুল-মূল, কাণ্ড সবই প্রকাশিত ও স্থাপিত হয়। তাই দ্বীন কায়েমের এত গুরুত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকে "আন আকেমুদ্বীন" অর্থাৎ দ্বীন কায়েম কর। একথা বলাইতো অনেক বড় ফরজ। কিন্তু তদুপরি আল্লাহ বলেন, "ওয়ালা তাফাররাকু" অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য করো না। এই দ্বীন কায়েমের কথা অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ ভিন্ন ভাষায় বলেছেন যেমন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

"তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র যথাযথ বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন নবী এই বিধান (দ্বীনকে) সকল

www.pathagar.com

মতবাদ ও আইন-বিধান-এর উপরে বিজয়ী করেন।" (তাওবা ঃ ৩৩ ফাতহ ঃ ২৮ সফ ঃ ৯)

এই তিনটি আয়াতে আল্লাহ নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নবীর প্রধান মিশন বা কাজ কি হবে সেটাও বলে দিয়েছেন। তাহলো আল্লাহর দেয়া মতবাদ বা জীবন বিধানকে নবী সকল মতবাদ ও আইনের উপরে বিজয়ী করবেন। এজন্য জিহাদের মর্যাদাও সকল কিছুর উর্ধে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

"আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং জেনে রেখো আল্লাহ নিঃসন্দেহে সবকিছু জানেন এবং সবকিছু শুনেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৪)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

"তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা এমনি এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যশীল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ـ

"আল্লাহর বহু নবী পূর্বে এসেছিল। যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ ওয়ালা লোক যুদ্ধ (জিহাদ) করেছে। আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের উপর আপতিত হয়েছিল সে জন্য তাঁরা হতাশ হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি, (অন্যায়ের সম্মুখে) মাথানত করেনি। বস্তুতঃ এমন ধৈর্য্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج لَاتُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"অতএব হে নবী, তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তুমি তোমার নিজ ছাড়া অপর কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদিগকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাক।" (সূরা আন নিসা ঃ ৮৪)

www.pathagar.com

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

"তোমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, আর তা তোমাদের নিকট অপছন্দ। হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হয়, অথচ তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এমনও হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের পছন্দ, অথচ তাই তোমাদের ক্ষতিকর। (তোমাদের কিসে ক্ষতি কিসে কল্যাণ) আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ ফিতনা (বিভ্রান্তি) শেষ না হয় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত না হয়।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُوْلِهٖ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ـ

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদিগকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ আল্লাহ এখনো পর্যন্ত দেখেননি যে, তোমাদের কোন লোকেরা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিন লোকদের ছাড়া অন্য কাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কর আল্লাহ সবই জানেন।"

(সূরা আত তাওবা ঃ ১৬)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

"হে নবী ; কাফের, মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত নিৎকৃষ্ট স্থান।"

(সূরা আত তাওবা ঃ ৭৩)

www.pathagar.com

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

"অতএব তুমি কখনো সত্য প্রত্যাখানকারীদের অনুসরণ কারো না, আর এই কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে চরমভাবে জিহাদ কর।"

(সূরা আল ফোরকান ঃ ৫২)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম (যুদ্ধ) করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণ (মুহসীন)-দের সংগে থাকেন।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۭ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

"যে সকল মরুবাসী জিহাদে অংশগ্রহণ না করে গৃহে রয়ে গিয়েছে তারা তোমাকে বলবে, 'আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' ওরা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদের বল, আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি বা মঙ্গল করতে ইচ্ছা করলে, কে তা বাঁধা দিতে পারে ? বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"

(সূরা ফাতহ ঃ ১১)

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

www.pathagar.com

"যেসব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদের বল, তোমাদের এক পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ করতে বলা হবে, উহারা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এই হুকুম পালন করলে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দিবেন।" (সূরা ফাতহ ঃ ১৬)

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু হাদীস

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল। আমরা বুঝতে পারছি সমস্ত কাজের মধ্যে জিহাদই উৎকৃষ্ট, তবুও কি আমরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করব না ? জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, না ; বরং আল্লাহর কাছে গৃহীত হজ্জই তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ।

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে (জিহাদে) একটা সকাল ও একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।—বুখারী, কিতাবুল জিহাদ

ওমর ইবনে উবায়দুল্লাহর আজাদ কৃত গোলাম ও কাতেব (সেক্রেটারী) সালেম আবু নযর বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) তাকে লিখেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জেনে রাখ, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত।—বুখারী, কিতাবুল জিহাদ

কিছু সংখ্যাক আয়াত ও হাদীস মাত্র নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা হল, অন্যথায় জিহাদ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ করলে আমরা অবশ্যই জানতে পারবো জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত কত বেশী। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ হতে এক নজরে যে কথাগুলো ভেসে উঠে তাহলো ঃ

(১) জিহাদ করা না করার উপর আখেরাতে নাজাত নির্ভর করে।

(২) সকল নবী এবং তাদের সাথীরা জিহাদ করেছেন।

(৩) জিহাদ আল্লাহ ফরজ করেছেন, মনে ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক জিহাদ করতে হবে।

(৪) ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহর সকল আইন বিধান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

(৫) কাফের মুনাফিক উভয় শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

(৬) কুরআন নিয়ে জিহাদ করতে হবে অর্থাৎ কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে হবে।

www.pathagar.com

(৭) যারা আল্লাহর দ্বীন (আইন) প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করবে, আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে সত্য পথে পরিচালনা করবেন।

(৮) যারা ঈমানের দাবী করার পরও দুনিয়াবী জরুরী কোন প্রয়োজনে বিনানুমতিতে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, তাদের ক্ষমার পথ একটাই সেটা হল পুনরায় আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহকে রাজি করা।

(৯) জিহাদ সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাত।

(১০) একটু সময় জিহাদের কাজ সমস্ত দুনিয়া এবং জাগতিক সবকিছু থেকে উত্তম।

(১১) তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত।

এছাড়া আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহ জিহাদ সম্পর্কে বলেছেন ঃ (১) যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তারা কখনো জিহাদ থেকে ছুটি চাইতে পারে না। যে ব্যক্তি জিহাদ থেকে ছুটি চায় সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○ لَايَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○ اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

"হে নবী আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি (জিহাদ থেকে) তাদের ছুটি দিলে কেন ? (ছুটি না দিলে) তুমি জানতে পারতে (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী, কারা মিথ্যাবাদী। যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তারা কখনো তোমার নিকট জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে ছুটি চাইবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভালভাবেই জানেন। (জিহাদ থেকে), ছুটির আবেদন কেবল তারাই করতে পারে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না এবং যাদের মনে আছে সন্দেহ এবং এই সন্দেহের মধ্যে তারা ঘুরপাক খায়।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৪৩-৪৫)

(২) আল্লাহ, রসূল এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ থেকে কোন কিছুকে বেশী ভালবাসা যাবে না। যদি কেউ আল্লাহ, রসূল এবং জিহাদ থেকে অন্য কিছুকে

www.pathagar.com

বেশী ভাল বাসে, তাকে আল্লাহ গজবের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন এবং যারা এমন করে তাদের তিনি ফাসেক বলেছেন এবং এই ফাসেকদের তিনি রাস্তা দেখান না বলে সাবধান করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَلُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ /

"হে নবী বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের সে ব্যবসা যার মন্দা দেখতে ভয় পাও, তোমাদের বাড়ী-ঘর যা তোমরা খুবই পছন্দ কর, এইসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে বেশী প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর (গজবের) ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আল্লাহ ফাসেকদের কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।" (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

এছাড়া জিহাদ সম্পর্কে প্রিয় নবী (স) বলেন ঃ আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললো, আমাকে এমন কোন কাজ বলে দিন, যা জিহাদের সমকক্ষ। তিনি জবাব দিলেন, না এমন কোন কাজ নেই যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, মুজাহিদ দল যখন রওয়ানা হয়ে যাবে তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজে দাড়িয়ে যাও অবিরামভাবে নামাজ পড়তে থাকো ক্লান্তিবোধ করবে না। ক্রমাগত রোজা রাখ বিরতী দিও না। (একথা শুনে) লোকটি বললো, কে এমনটি করতে সক্ষম ? আবু হোরাইরা বলেন, মুজাহিদদের ঘোড়া রশিতে বাধা অবস্থায় ঘাস খেতে যখন এদিক ওদিক ঘুরা ফিরা করে তখনো তার জন্য নেকী লেখা হয়।—বুখারী

হযরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হে আল্লাহর রসূল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কে ? উত্তরে তিনি বললেন, যে মু'মিন আল্লাহর পথে তাঁর প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে।

www.pathagar.com

লোকেরা বললো, এর পরকে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্ঠকারিতা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে পাহাড়ের কোন নির্জন গুহায় অবস্থান করে।[১] —বুখারী

হযরত সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'জন লোক আমার নিকট আসলো এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠলো। অতপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। অতপর তারা উভয়ে আমাকে বললো, এই ঘরটি হল শহীদদের ঘর।—বুখারী

হযরত আবদুর রহমান ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে চলতে কোন বান্দার পদদ্বয় ধুলি মলিন হলে তাঁকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।—বুখারী

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আনসাররা বলতেন ঃ আমরা হলাম সেসব লোক যারা মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন জিহাদ করে যাব। তখন নবী (স) তাদের জবাবে বলতেন ঃ হে আল্লাহ পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের মর্যাদা বৃদ্ধি কর।—বুখারী

হযরত আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান। আমি ইচ্ছা করি যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকি আর শহীদ হই, আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই পুনরায় শহীদ হই।—বুখারী

উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীস থেকে আমরা আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্ব বুঝতে পারি। এই বিষয়ে আরো অগণিত আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের আকাঙ্খা খুবই কম। কোন কোন দল জিহাদ শব্দটি যাতে উচ্চারণ করতে না হয়, সে জন্য যে সব স্থানে জিহাদ শব্দ প্রযোজ্য সেখানে 'মেহনত' শব্দ ব্যবহার করে (কারণ ইসলামের শত্রুগণ যাতে নারাজ না হয়)। অথচ কুরআন হাদীসে জিহাদ শব্দই আছে 'মেহনত' শব্দ কোথাও নেই। যে শব্দ আল্লাহর কুরআনে সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত হয়েছে সেটি হল জিহাদ। যে ব্যক্তির অন্তরে জিহাদের আকাঙ্খা নেই তার ঈমান নেই

১. উক্ত কথার মর্ম বুঝার জন্য অন্য হাদীস ও আয়াত মিলিয়ে নিতে হবে। হাদীস এবং কুরআনে বৈরাগ্যবাদ নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে জুলুম ও পরের অনিষ্ঠকারিতার পাপের গভীরতা বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

কারণ ঈমানের পরীক্ষা হল জিহাদ। সুতরাং ঈমানের জন্য জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন মেহনত নেই। ঈমানের জন্য যুদ্ধ-জিহাদ করতে হবে। এই পরিভাষা চালু থাকলে মানুষ কুরআন এবং জিহাদ বুঝতো।

আল্লাহর পথের অর্থ—আল্লাহর পথে জিহাদ। কুরআনে জিহাদকে 'আল্লাহর পথ' বলা হয়েছে। কিন্তু জিহাদের স্থানে নতুন শব্দ 'মেহনত' আনার যুক্তি কি ? আল্লাহর পছন্দনীয় ভাষা 'জিহাদ' কেন আমাদের অপছন্দ ? সকল মুসলমানের উচিৎ কথাটা নিরপেক্ষভাবে অন্তর দিয়ে চিন্তা করা। সমালোচনা শুনলেই রাগান্বিত বা বিরক্ত হওয়া উচিৎ নয়। গঠনমূলক সমালোচনা বন্ধুর কাজ। যাই হউক, ইসলামী আন্দোলন ইক্বামাতে দ্বীন বা দাওয়াতে দ্বীনের জন্য জিহাদ ছাড়া কোন উপায় নেই।

সকল মুসলমানের মনে জিহাদী চেতনা নেই কেন ?

স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষই অকারণে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে চায় না। কোন কাজ যদি বিনা কুরবানী ও বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয়, সে কাজের জন্য কি কেউ বুকের রক্ত ঢেলে দিতে চায় ? ঘরে বসে বসে যদি কোন কাজ সম্পন্ন করা যায় সে কাজের জন্য কি কেউ পাহাড়, জঙ্গল, সাগর, মরুভূমি পাড়ি দিতে যায় ? কোন বোকাও যায় না, এমনকি পাগলও নয়। মানব জীবনে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল, বুকের রক্ত ঢেলে দেয়া, জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এ কাজটি না করে যদি আখেরাতে জান্নাত পাওয়া যায় এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া যায়, তবে কে যাবে এ কাজে ? যদি জিহাদ ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, তবে মানুষ জিহাদের মত কঠিন কাজে যেত না। উচ্চ মর্যাদা না হয় না হল, না হয় জান্নাতে উচ্চ দরজা না হল, শুধু জাহান্নাম থেকে বাঁচা গেলে মানুষ জিহাদে যেতে চাইতো না। কিন্তু কুরআন সুন্নাহর কোথাও জিহাদ ছাড়া মুক্তির কোন উপায় আছে বলে দেখা যায় না। যদি পূর্ণ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবু জিহাদের নিয়ত রাখতে হবে, অন্যথায় ঈমান থাকবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) যে দিন মক্কা বিজয় করেন সেদিন বলেছিলেন, বিজয় লাভ করার পর হিজরতের আর কোন দরকার নেই, বরং এখন শুধুমাত্র জিহাদ এবং জিহাদের নিয়ত অবশিষ্ট থাকবে। এরপরেও যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা সে আহবানে সাড়া দিও।—বুখারী

www.pathagar.com

জিহাদে এত কষ্ট সত্ত্বেও সকল নবীকে জিহাদ করতে হয়েছে। আখেরী নবী (স) কত যুদ্ধ করেছেন, আহত পর্যন্ত হয়েছেন। প্রাণ প্রিয় কত আত্মীয়, কত সাহাবী জিহাদে শহীদ হয়েছেন। নবীর প্রিয় চাচা হামজা (রা)-কেও শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। যদি জিহাদ ছাড়া কোন পথ থাকতো তবে এত রক্ত দিতে হত না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ ـ

"আল্লাহর জন্য জিহাদ কর যথাযথভাবে জিহাদের হক আদায় করে। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।" (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

একদল মরুবাসী জিহাদ না করে শুধু কালেমা পড়ে নিজেদেরকে নবী (স)-এর নিকট ঈমানদার বলে দাবী করলো। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ط قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

"মরুবাসীগণ বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। (হে নবী) তাদের বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি বরং বল 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি।' (অন্যথায়) এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান গ্রথিত হয়নি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের আমল নষ্ট করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। (শোন) তারাই প্রকৃত মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। আর তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।[১] (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪-১৫)

উল্লিখিত আয়াত দ্বয়ের মাধ্যমে এই কথা ক'টি পরিষ্কার হলো (১) মুখে কালেমা পড়লেই মু'মিন হয় না। কেবল সরকারী আদম শুমারীতে মুসলমান

১. ঈমানের দাবীতে কথাটি আয়াতে নেই, আছে তারাই সত্যবাদী। এই সত্যবাদী অর্থ সাধারণ কাজ কর্ম, ব্যবসা বাণিজ্যে সত্যবাদিতা নয় , এর অর্থ কালেমায় তারা যে অঙ্গীকার করেছে সে অঙ্গীকার রক্ষায় সত্যবাদী।—লেখক

www.pathagar.com

তালিকাভুক্ত হয়। (২) আল্লাহ ও রসূলের (স) প্রতি ঈমানের সাথে সাথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করলেপরেই ঈমানের দাবী সত্য হয়। (৩) যদি কেউ ভুল করার পর আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে পুনরায় জিহাদ করে, তবে তাকে ঈমানদারদের দলভুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে এবং তার আমল নষ্ট করা হবে না।

এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জিহাদ ছাড়া ঈমান কবুল হবে না এবং নাজাত পাওয়া যাবে না। কাজেই সর্বযুগে আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ শত কষ্ট, শত বিপদ বাধা সত্ত্বেও জিহাদ ত্যাগ করেননি। যারা জিহাদ ত্যাগ করেছে, মুনাফিক বা মুরতাদ হয়েই তাদের চলে যেতে হয়েছে।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বর্ণনা করেন ঃ "একদিন আমি দেখলাম নবী করিম (স) কা'বা ঘরের দেয়ালের ছায়াতলে বসে আছেন। আমি আরজ করলাম ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না ?" এই কথা শুনা মাত্রই নবী (স)-এর মুখমণ্ডল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যে ঈমানদার লোকেরা অতীত হয়েছে তাদের উপরতো ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন নির্যাতন হয়েছে। কাউকে জমিনে পুঁতে তার মাথায় করাত চালিয়ে দুই খণ্ড করে ফেলা হয়েছে, কাউকে জয়েন্টে জয়েন্টে লোহার চিরুণী দিয়ে গায়ের গোস্ত চেঁছে ফেলা হয়েছে। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য তাদের আল্লাহর দ্বীন হতে ফিরিয়ে রাখা। খোদার কসম এ কাজ এ সাধনা পূর্ণ হবেই। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হবে যে, এক ব্যক্তি ছান'য়া থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সফর করবে, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কাউকেও ভয় করতে হবে না।" এ সময় কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয় ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

"মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথাটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি পূর্বের সকলকেই (সকল ঈমানদার) পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখতে হবে (ঈমানের দাবীতে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনকাবুত ঃ ২)

www.pathagar.com

উক্ত আয়াত এবং হাদীসসমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার মাত্রেরই জিহাদের চেতনা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সমাজে আমরা অনেক মুসলমান এমন আছি যাদের মধ্যে জিহাদের কোন চেতনাই দেখা যায় না। এর কারণ হল এই যে, বর্তমানে আমাদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্ম গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে এই যে, আমরা মনে করি জিহাদ হল কাফেরদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা। বর্তমানে আমরা সকলেই প্রায় মুসলমান, দেশের রাষ্ট্র প্রধান মুসলমান, মন্ত্রী-মিনিষ্টার সকলেই প্রায় মুসলমান, সুতরাং জিহাদ আর কার সাথে করবো ? যেহেতু জিহাদ নেই, সুতরাং এখন কাজ হল আয়-রোজগার করার পর ব্যক্তিগতভাবে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য পীরের মুরিদ হওয়া, মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত করা, গরীব-মিসকীনদের কিছু সাহায্য করা ইত্যাদি এবং সকাল-বিকাল পীরের দেয়া অজিফা পাঠ ও নজর-নেয়াজ দিয়ে পীর বুজর্গকে খুশী রাখা। এছাড়া মিলাদ পড়ানো, জলসা করা, ওয়াজ ও সীরাত মাহফিল করা, খতমে ইউনুছ, খতমে খাজেগান, কুরআন খতম, ইসালে সওয়াব করা, ওরশ করা, মাজার ভক্তি করা ইত্যাদি। মোটকথা, বলা যায় মানব রচিত একটি সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত ইসলাম তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই মানব রচিত তথাকথিত ইসলাম হচ্ছে ঐ গাছের মত যার ডাল পালা কাণ্ড সবই আছে কিন্তু মাটির নীচে মূল ও শিকড় নেই। ফলে এ রকম গাছ আস্তে আস্তে যেমন শেষ হয়ে যায়, জিহাদ বিহীন ইসলামও তার মূল সত্তা হারিয়ে একটি মরা গাছে পরিণত হতে চলছে।

জিহাদ কেন এবং কার সাথে

জিহাদ হলো, আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ বিধান বা জীবন ব্যবস্থাকে মানব জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার সংঘবদ্ধ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। অতএব যে সকল বিষয়ের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক সে সকল ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকে তবে সকল ঈমানদারের দায়ীত্ব হল সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। যদি জীবনের কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত না থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর আইন চালু আছে। এই গায়রুল্লাহর আইন উৎখাতের চেষ্টার ক্ষেত্রে যারা বাঁধার সৃষ্টি করবে তাদের সাথেই হল জিহাদ। তারা কোন আলেম, অলী, পীর বা যার ছেলেই হউক বা যেই হউক তার বিরুদ্ধেই জিহাদ করতে হবে। এজন্য যারা শরীয়তের একটি মাত্র বিধান মানতে অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, হযরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। যদিও তারা নামাজ রোজা করতো।

www.pathagar.com

অতএব যারা জীবনের বা সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন একটি ক্ষেত্র হতে আল্লাহ ও রসূলের দেয়া পদ্ধতি ও আইন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ। এ কারণেই ছিল কারবালার ময়দানে এজিদের সেনাবাহিনীর সাথে ইমাম হুসাইন (রা)-এর জিহাদ। ইয়াজিদ ছিল একজন সাহাবীর পুত্র এবং তার সেনাবাহিনীর সকলেই ছিল মুসলমান।

এমনি ছিল আল মনসুরের সাথে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর জিহাদ, আকবরের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফে সানির জিহাদ। কে বলতে পারে বর্তমান সমাজে বা রাষ্ট্রে জিহাদের প্রয়োজন নেই, বর্তমানে জিহাদ ফরজ নয়? আমাদের রাষ্ট্রে কুরআনকে কি আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়? আমাদের দেশটিকে কি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে? দেশে কার বিধান চলছে, আল্লাহর না মানব রচিত? এই রাষ্ট্রে কি সুদ চালু নেই? এখানে কি পতিতা বৃত্তির (জিনার) লাইসেন্স দেয়া হয় না? মদের লাইসেন্স কি প্রচলিত নেই? এখানে কি পর্দার বিধান আছে? জুয়ার বন্যায় কি দেশ ভেসে যাচ্ছে না? স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে কি ইসলামী শিক্ষা আছে? অশ্লীল ছায়া-ছবিতে কি দেশ পূর্ণ হয়ে রয়নি? দেশের টেলিভিন কি অশ্লীলতার প্রাণকেন্দ্র নয়? ক্ষেত্র বিশেষে মসজিদ থেকে কি মাজারের গুরুত্ব এখানে বেশী নয়? স্কুল কলেজের শহীদ মিনারগুলিতে কি সুন্নতি তরিকা চালু আছে, না পূজায় পরিণত হয়েছে? মেয়ে পুরুষের চরম বেহায়াপনার বিষ থেকে কি কোন প্রতিষ্ঠান মুক্ত আছে? হালাল রুজির পথ কি মানুষের জন্য খোলা আছে? এই সবকিছু কারা করছে? কাদের দ্বারা এ সকল খোদাদ্রোহী কাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে? তারা কি কাফের, মুশরিক না নামে মুসলমান? মুসলমান হলে কি তারা এজিদের চেয়ে ভাল মুসলমান? তবে কেন বলা হয় জিহাদের প্রয়োজন নেই? যারা এ সকল ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম বিধ্বংসী আইন-বিধান, আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-কালচার চালু করেছে তারা কেমন মুসলমান? প্রকৃতই কি তারা মুসলমান?

তারা যে সকল ক্রিয়া-কর্ম ও আইন বিধান চালু করেছে, এইগুলি কি আল্লাহর বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ নয়? এ সকল আইনের ব্যাখ্যা করলে তার অর্থ কি দাড়ায়? কুরআন খুলে দেখুন, আল্লাহ জিনা বা ব্যভিচারকে কত কঠোর ভাষায় প্রতিরোধ করতে বলেছেন। বিবাহিত ব্যক্তি জিনা করলে ইসলামী শরীয়ত তার জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। আর আমরা জাতীয়ভাবে কি করছি? আমরা জিনার লাইসেন্স দিচ্ছি। সরকার যে জিনা, জুয়া ইত্যাদির লাইসেন্স দেয় বিশ্লেষণ করলে এর অর্থ কি দাড়ায়? আল্লাহ বলেছেন ঃ জিনার নিকটবর্তী হয়ো না অর্থাৎ জিনার সকল দরজা বন্ধ করে দাও, অপর দিকে

www.pathagar.com

সরকার বলছে, জিনা করতে পার তবে নিজেরা গোপনে গোপনে করতে পারবে না। সরকারের অনুমোদন নিয়ে অর্থাৎ লাইসেন্স করে জিনা করতে, জুয়া খেলতে, মদ খেতে পারবে। তবে এর মাধ্যমে যে আয় করবে তার একটা অংশ ট্যাক্স হিসাবে দেশের এবং জনগণের কল্যাণের জন্য সরকারের তহবিলে দিবে।[১] তাহলে দেখা যায় যেটা আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম করলেন, সেটা করার জন্য তারা লাইসেন্স দিলেন এর প্রকৃত অর্থ কি হল ? এতেকি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হলো না ? আল্লাহকে কি প্রকৃতপক্ষে বলে দেয়া হলো না যে, এ রাষ্ট্রে তোমার আইন চলে না। অপর দিকে বৃটিশের পঁচা দৃষ্টিকোণ এই যে, যদি পতিতালয় তুলে দেয়া হয়, তবে লম্পটদের অত্যাচারে টিকে থাকা যাবে না। এটা কি আরো মারাত্মক কথা হল না ? আল্লাহ বলেন, জিনা বন্ধ করলে কল্যাণ, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালক এবং আমরা বলি লাইসেন্স দিয়ে জিনা চালু রাখলে ভাল। এর অর্থতো এই হয় যে, আমরা আল্লাহর থেকে ভাল বুঝি। আল্লাহ এত সূক্ষ্ম জিনিস বুঝেন না (নাউযুবিল্লাহ)। উপরোক্ত বিশ্লেষণ সকল হারাম কাজের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য যেমন সুদ, মদ, জুয়া ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি কি আলেম ও ঈমানদারদের চিন্তায় ধরা পড়ে না ? পীর সাহেব ও তাবলীগের মুরব্বিগণ কি এটা বুঝেন না ? তবে কেন এর বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন না ? তাবলীগের মূল কথা হল, আমরি বিল মারূফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজে বাঁধা দাও। তাহলে মন্দ কাজ উৎখাতের জন্য চেষ্টা কেন করা হয় না ? এই সকল অপকর্মের হোতা হল সরকার আর উপদেশ দেয়া হয় জনগণকে, এটা কোন হিকমত ? ঘাও হল মাথায় মলম লাগায় পায়। কথায় বলে কাচারী এক জায়গায় কান মলে অন্য জায়গায়। অতএব জিহাদ তাদের সাথে, যারা অন্যায় ও অনৈলামী আইন জারি করে। যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে না, যারা আল্লাহর আইনে বিচার ফায়সালা করে না। জিহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অন্যায়কারী কার সন্তান এটা দেখার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাদেরকে মুসলমান বলারও কোন উপায় নেই, কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

"আল্লাহর দেয়া আইন অনুসারে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের, (তারা জালেম, তারা ফাসেক)।"(সূরা মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ ফিতনা (খোদা বিরোধী আইন) চূড়ান্তভাবে শেষ না হয় এবং আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণ কায়েম না হয়।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

১. যে সরকারী তহবিলে জিনা, সুদ, মদ, জুয়া ইত্যাদি ট্যাক্স সহ বিভিন্ন হারাম টাকা থাকে সে তহবিল থেকে সাহায্য, রেশন, বেতন, সাবসিডি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের সকলেই যা খাচ্ছে তাকি হারাম খাদ্য নয় ?

www.pathagar.com

জিহাদ বিহীন ইসলামের ধারণা এল কি করে

কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস সাক্ষী, নবী (স) ইসলামী সমাজ কায়েম করার জন্য প্রথম থেকেই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নবুয়তী জীবনের প্রথম সমাবেশেই তিনি তাগুতকে উৎখাতের ঘোষণা দিলেন। সে ঘোষণাই হল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। অর্থাৎ—(ক) একমাত্র আল্লাহর বিধান মানতে হবে। (খ) সকল অনৈসলামী নেতৃত্ব খতম করে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যখন আল্লাহর নবী (স) সাবা পাহাড়ে দাড়িয়ে এ ঘোষণা দিলেন তখন থেকেই শুরু হল অনৈসলামী আইনের বিরুদ্ধে জিহাদ। এ জিহাদ ছিল প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্য ফরজে আইন। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পরেও অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জিহাদে যাওয়া ফরজে আইন ছিল। তাই বদর, অহুদ, খন্দক, খাইবার, হুনাইন ও তাবুকের যুদ্ধে যাওয়া সকল সক্ষম মুসলমানের জন্য ফরজে আইন ছিল। এ সময় ঈমানের দাবী করেছে, কালেমা পড়েছে, নামাজ রোজা করেছে কিন্তু যুদ্ধে যায়নি তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকারই করা হয়নি। তাদের পরিচয় হল মুনাফিক। কালেমা, নামাজ, রোজা সত্ত্বেও শুধু জিহাদ না করার কারণে তাদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হয়নি। এভাবে মুসলিম আমীর বা খলিফাদের সময় যখন ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে উঠলো বা খলিফার পক্ষ থেকে সকলের জন্য যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামূলক রাখা হলো না, স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করা হল তখন যুদ্ধ ফরজে কেফায়া ছিল। কিন্তু তাই বলে জিহাদ যে কোন সময়ের জন্য ফরজে আইন হওয়ার অবকাশ থাকলো। অতপর যখন খেলাফতের অবসান হল এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল তখন মুসলমান বাদশাগণ নিয়মিত সৈন্য বাহিনী গড়ে তুললেন। যার ফলে সাধারণ জনগণের জন্য যুদ্ধে যাওয়া এক পার্যায়ে প্রয়োজন থাকলো না। এ সময় রাজতন্ত্র ছিল বটে কিন্তু দেশ ছিল ঘোষিত ইসলামী রাষ্ট্র। কুরআন সুন্নাহর আইনই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন। সাধারণ বিচার সবই শরীয়তের ভিত্তিতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ছিলেন আব্বাসীয় খলিফার সময় প্রধান বিচারপতি (চীপ জাষ্টিস)। যদিও রাষ্ট্রে ইসলামী আইন চালু ছিল কিন্তু রাষ্ট্র প্রধান প্রকৃত খলিফা রাশেদ ছিলেন না তারা ছিলেন বাদশা। এই বাদশা ও তাদের আমীর ওমরাহগণ নিজেরা ভোগ বিলাসে লিপ্ত হন। জনগণের বায়তুল মালকে রাজপরিবারের মালিকানায় পরিণত করা হয়। এ সময় যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন চালু ছিল এবং আদালাতে শরীয়া অনুযায়ী বিচার ফায়সালা হত, তাই অনেক ইমাম এই বাদশাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হিকমতের খেলাফ মনে করেন, কারণ এ সময় সাধারণভাবে

www.pathagar.com

জনগণ কুফরী করতে বাধ্য হত না, হালাল রুজির দুয়ার বন্ধ ছিল না। ফলে অনেক হক্কানী আলেমও অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। তখন রাজনীতিকে ক্ষমতা দখলের কাজ হিসাবে দেখা হত।

এটা ছিল বিশেষ একটি পরিস্থিতি। অবস্থার আলোকে অনেক আলেমই রাজ দরবার থেকে দূরে থেকে ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ব্যক্তিগত ইবাদাত, দ্বীন প্রচার, দ্বীনি শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কাজে রত রয়েছেন। এ সময়ে বড় বড় আলেম ও ইমামের আবির্ভাব ঘটে। যাদের জ্ঞান চর্চা আমল আখলাক উম্মতের পরবর্তী লোকদের জন্য অনুকরণীয় হিসাবে গৃহীত হয়। এতদসত্ত্বেও সকল যুগেই একদল আলেম ছিলেন, যারা বাদশা ও আমীর ওমরাহদের চাল-চলনে কায়সার কিসরার মত ভোগ বিলাসের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' (নবীর পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা) প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁরা রাজ শক্তির কোপানলে পরে অনেক জেল জুলুম সহ্য করেছেন, অনেকে জীবন দিয়েছেন। এ অবস্থায় মোহাক্কেক আলেম-ওলামা ও ইমামগণই নয় সাহাবা (রা) গণের মধ্যে পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা গিয়েছে। তখন দ্বিমতের অবকাশও ছিল। কারণ আমীর বা বাদশাগণ ব্যক্তি জীবনে পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত পালন না করলেও দেশে ইসলামী আইন বহাল ছিল, শরীয়ত অনুযায়ী বিচার ফায়সালা হতো। ফলে একটি মত ছিল এই যে, যেহেতু সমাজে ইসলামী আইন চালু আছে, সুতরাং বাদশাদের উৎখাতের আন্দোলন ও যুদ্ধ করে মুসলমানে মুসলমানের রক্ত ক্ষয় করে লাভ নেই। অপর মত ছিল রাষ্ট্রে অনৈসলামী নিয়ম যা কিছু অনুপ্রবেশ করেছে একে যদি এখনই প্রতিহত করা না হয় তবে ভবিষ্যতে ক্রমেই ইসলামী আইন উঠে যেতে থাকবে। অতপর এক সময় আর রাষ্ট্রীয়ভাবেও ইসলামী আইন বহাল থাকবে না। সুতরাং অনৈসলামী এ স্রোতকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দরকার। তাই দেখা যায় হযরত ইমাম হুসাইন (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) সহ অনেক সাহাবী (রা) অন্যায়ের বিরুদ্ধে উঠেছেন এবং অন্যায়কে রুখতে চেষ্টা করেছেন এবং উভয়েই শাহাদাত বরণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ না করে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের কোপানলে পড়েছেন। বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্লো পয়জনে কারাগারে শাহাদাত বরণ করেছেন। অপর দিকে ইমামেরই যোগ্যতম ছাত্র যোগ্যতম সহযোগী প্রখ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করে সাধ্যমত দ্বীনের খেদমত করেছেন। ঐ সময়ের বাদশাগণ আদর্শগতভাবে ইসলাম বিরোধী ছিলেন না। রাষ্ট্রে ও আদালতে শরীয়তের

www.pathagar.com

আইন চালু রেখেছিলেন। গদীর মোহে লড়াই করেছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বির প্রতি অত্যাচার করেছেন, এতদসত্ত্বেও ইসলাম প্রচার করেছেন। নিজেরা নামাজি ছিলেন, নামাজ কায়েম ছিল এবং বিশ্বে ইসলামের খ্যাতিও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই বলে সম্রাট আকবরের মত ইসলাম বিরোধিদের ব্যাপারে এ প্রশ্ন আসতে পারে না। তাদের মত শাসকদের পক্ষ অবলম্বনকারী কোন আলেমকে নিষ্ঠাবান বলা যায় না। টাকা ও গদীর লোভী আলেম আবুল ফজল ও তার পিতা শায়খ মোবারক যত বড় আলেমই হউক আকবরের 'দ্বীনে ইলাহী' সমর্থন করার পর তাদেরকে আলেম মনে করে কারো পক্ষে তাদের মত অবলম্বন ইসলাম সম্মত হতে পারে না। তাদেরকে কোন মতেই কেউ দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করতে পারেন না। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আলেম কুলের কলঙ্ক।

বৃটিশ সরকার এসে ইসলামী ব্যবস্থা তছনছ করে দেয়ার পর কোন আলেমের পক্ষে চুপ থাকার কথা নয়, চুপ থাকা সম্ভবও ছিল না। বর্তমানে যারা শাসক তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেন ঠিকই কিন্তু তারা কুরআন সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে ঘোষণা দেন না। তারা মুসলমানির দাবী করেও কুরআন ও সুন্নাহর শাসনকে মধ্য যুগীয় আইন ও সাম্প্রদায়িক বলে থাকেন। ইসলামের সাথে এ ধরনের আচরণের পর তাদের সাথে সহযোগীতার প্রশ্ন কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কি করে হতে পারে ? যে সকল সরকার ধর্মনিরপেক্ষ, যারা শরীয়তের বিপরীত আইন চালু করে বা চালু রাখে, যে সকল রাজনৈতিক দল কুরআন সুন্নাহর আইন কায়েমের ঘোষণা দেয় না, আল্লাহর আইনকে সম্প্রদায়ীকতা বলে, মানুষকে আইন তৈরির ক্ষমতা দেয়, তাদের সাথে সত্যিকার কোন মুসলমান সহযোগীতা করতে পারে কি ? এ অবস্থায় জিহাদ কখনো ফরজে কেফায়া হতে পারে না। দেশের জনগণ যেখানে অধিকাংশ মুসলমান, সে দেশে কুরআন সুন্নাহ তথা আল্লাহর আইন কায়েমের আন্দোলন অথবা জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন অবকাশই কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী থাকতে পারে না। কেউ একথা কুরআন হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবে না।

বর্তমানে অনেক আলেম, পীর ও তথাকথিত ইসলাম প্রচারকারী দল জিহাদ না করে পূর্ববর্তী আলেমদের দোহাই দেন যে, তাঁরা জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন করেননি। সে সময়ের অবস্থা পর্যালোচনা না করে তাঁদের দোহাই দিয়ে আন্দোলন বিমুখ থাকা কিছুতেই উচিৎ নয়। সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে নীতি আদর্শ গ্রহণ করলে কোন আলেমই এ রকম করতে বা বলতে পারতেন না। করলে তারা আবুল ফজলের দলভুক্ত বলে পরিচিত হতেন।

পূর্বে বড় বড় ইমাম ও আলেম যারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেননি, তাদের সময়ে (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) ইসলামী আইন

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয়ভাবে বহাল ছিল। অতএব তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া বর্তমান সময়ে কিছুতেই শরীয়ত সম্মত হতে পারে না। কারণ তাঁরা তদানিন্তন অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজো অবস্থানুযায়ী কুরআন সুন্নাহ অনুসারে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। এমন অনেক আলেম আছেন আজো যারা ভক্তির কারণে তাদের অনুসরণ করতে চান কিন্তু বর্তমান অবস্থার সাথে তখনকার অবস্থার যে প্রকৃতই কোন মিল নেই সেটা ভেবে দেখেন না। শুধু দেখেন অনেক ইমাম মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেননি। অতএব এই কারণে তারাও জিহাদ করেন না। তারা মনে করেন বর্তমান তথাকথিত মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দরকার নেই। এভাবে আলেম হয়েও অনেকে আজ জিহাদের ফরজিয়াত মোটেই অনুভব করেন না। অপর দিকে জিহাদ না করে প্রকারান্তরে তারা কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ বিরোধী আইন ও শাসনের সহযোগীতা করেন। পূর্বের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ না করে পূর্ববর্তী ইমাম বা মুরব্বিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার বিষয়টিকে এভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন ঃ শরীয়তের বিধান হল ডান হাত দিয়ে খানা খাওয়া। পূর্বের একজন বড় ইমাম যিনি সকলের নিকট বড় আলেম ও ইমাম হিসাবে পরিচিত। সকলেই যাকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং অনুসরণ করেন। এক সময় দেখা গেল তাঁর ডান হাতে এমন একটি রোগ হয়েছে যে কারণে ডাক্তার তাকে বাম হাতে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি বাধ্য হয়ে বাম হাতে ভাত খাওয়া শুরু করলেন। এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাম হাতে ভাত খেতে বাধ্য হলেন। পরবর্তী যুগে তার ভক্তগণ শুধু জানতে পারলেন যে, এত বড় ইমাম হয়েও তিনি বাম হাতে ভাত খেতেন। ভক্তগণ সন্ধান করে দেখলেন না কেন তিনি বাম হাতে ভাত খেতেন। পরবর্তী যুগের ভক্তগণ ধরে নিলেন এত বড় বুজর্গ যখন বাম হাতে ভাত খেতেন সুতরাং নিশ্চয়ই বাম হাতে ভাত খাওয়া বৈধ। তাই ভক্তগণ বাম হাতে ভাত খাওয়ার নিয়ম চালু করলেন। এই দেখে সমাজের সাধারণ মুসলমানরাও এখন রসূল (স)-এর সুন্নত ডান হাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বাম হাতে ভাত খাওয়া শুরু করলো। পরবর্তী এক সময়ে কোন এক আলেম দেখলেন যে, সমাজের মুসলমানরা বাম হাতে ভাত খায় অথচ সুন্নত হল ডান হাতে ভাত খাওয়া। তাই তিনি সকলকে বাম হাতে ভাত খাওয়া বাদ দিয়ে ডান হাতে খেতে বললেন। সমাজের আলেম ওলামা সহ সকলেই এখন এই নতুন আলেমের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন যে, সে বড় ইমামকে মানে না। নতুন আলেম যতই কিতাব কুরআনের কথা বলেন, তারা উত্তর দেয়, 'তুমি কি বড় ইমামের থেকে বেশী বোঝ ?' বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থাও ঠিক তেমনটি হয়েছে। আল্লাহর রসূল জীবনভর জিহাদ করেছেন, কুরআন হাদীস সবচেয়ে বেশী জিহাদের গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম আজীবন জিহাদ করেছেন। মধ্যবর্তী কোন এক সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু বুজর্গ ইজতেহাদের মাধ্যমে বিশেষ অবস্থ ও বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে জিহাদ করেননি, এটাই এখন দলিল। সুতরাং তারা কুরআন, হাদীস, ইতিহাস কিছুই মানতে রাজি নন। তারা মুরব্বিদের অনুসরণ করছেন এটাই তাদের সান্তনা।

প্রকৃতপক্ষে তারা যে ইমাম, বুজর্গ বা মুরব্বিদেরও অনুসরণ করছে না এটাও তারা বুঝতে রাজি নন। পূর্বের বুজর্গগণ বাম হাতে খেয়েছেন, ডান হাতে রোগ ছিল তাই। কিন্তু ডান হাত ভাল থাকতে এখন আমরা বাম হাতে খাবো কেন ? এ প্রশ্নেও তারা মনে করেন, তা না হলে বুজর্গদের মান্য করা হবে না। কিন্তু জিহাদ বাদ দিয়ে যে আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণ হবে না এবং কুরআন হাদীসকে মান্য করা হবে না, এ চিন্তা তাদের নেই। তাদের চিন্তা বুজর্গকে মান্য করতে হবে। আল্লাহ, রসূল, কুরআন, হাদীস বাদ দিয়ে বুজর্গর অনুসরণ নিয়ে এত চিন্তা কিসের কারণে ? তারা কি বুঝেন না যে আল্লাহ ও রসূলের বড় কোন দলিল নেই ? অনেকে বুঝেন না, অনেকে বুঝেও বুঝতে রাজি নন, স্বার্থের কারণে।

বর্তমান সমাজ থেকে ইসলামী বিধান উৎখাত করে মানব রচিত বিধান কায়েম করা হয়েছে। এগুলি যাদের দ্বারা হয়েছে ও হচ্ছে তারা সকলেই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। পাকিস্তান আমল থেকে এ কাজ শুরু হয়ে বাংলাদেশ আমলে এসে পূর্ণতায় পৌছতে চলছে। এ সময়ের মধ্যে কোন অমুসলিম শাসন বা শাসক আসেনি। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই দেশ শাসন করা হয়েছে। এরাই এ পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে এবং আছে। কাদিয়ানী, তসলিমা নাসরীন, দাউদ হায়দার এদের নিকটই আশ্রয় পায়। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, জিনা, অশ্লীলতা ইত্যাদি এরাই চালু রাখে। এ সবকিছু দেখার পরও আলেমগণ অনেকে এদের সাথে আছেন। কেউ কেউ এদের মুসলমান শাসক মনে করে, মুসলমানদের সাথে জিহাদ নয় এ অজুহাতে চুপ আছেন। জনগণ হয়ত বুঝতে না পারেন কিন্তু আলেমগণ কি করে চুপ থাকেন। তাহলে কি তারা গল্পের মত পূর্ববর্তী বুজর্গদের অনুসরণে বাম হাতে ভাত খাচ্ছেন ?

বহু ইসলামী দলের মধ্যে সঠিক দল কিভাবে বাছাই হবে

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা আশা করা যায় যে, কুরআন এবং সুন্নাহর দৃষ্টিতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যে ফরজ এটা

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায়, যখন দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন, এ ধরনের কাজ-কর্মও সরকার আইনের মাধ্যমে বৈধ করে রেখেছে।[১] অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের চাপে অনেকে হারাম কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় জিহাদ (ইসলামী আন্দোলন) না করে মুসলমান থাকার কোন অবকাশ নেই বা দেখা যায় না। বর্তমানে দেশে বেশ কিছু দল আছে যারা ইসলামী দল দাবী করে এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র, আল্লাহর আইন, সৎলোকের শাসন, ইসলামী খিলাফত ইত্যাদি কায়েমের দাবী করে এবং ময়দানে তাদের মিছিল মিটিংও করতে দেখা যায়। এ অবস্থায় জনগণ কোন্ দিকে যাবে ? সে বিষয়ে সামনে আলোচনা করা হবে, এখন করণীয় ৭টি পয়েন্টের তৃতীয় পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হবে।

ইকামতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের পার্থক্য

পূর্বের নিবন্ধে ইকামতে দ্বীনের উপর মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইকামতে দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবরচিত সকল বিধান অস্বীকার করা এবং তা তুলে দিয়ে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বিধান পরিপূর্ণরূপে কায়েম করার জন্য সর্বাত্মক জিহাদ। অপর দিকে খেদমতে দ্বীন হল কোন একটা দ্বীনি (ধর্মীয়) প্রতিষ্ঠান গড়া এবং তার পরিচালনার জন্য কাজ করা। যেমন মাদ্রাসা, মসজিদ, করবস্থান ইত্যাদি জাতীয় কাজ পরিচালনা করা। পৃথিবীর কোন অমুসলমান দেশে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনকে কিছুতেই সহ্য করা হয় না। নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে উৎখাত করা হয়। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, যেখানে জনগণ অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু সরকার ইসলামী নয়, ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী। সে সকল দেশের সরকারও ইসলামী আন্দোলনকে সহ্য করে না, বরং নানাভাবে অত্যাচার করে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ইসলামী আন্দোলনকে বড় শত্রু মনে করে দমননীতি চালায়। দেশের জনগণ যাতে এ সরকারকে ইসলাম বিরোধী মনে না করে সে জন্য সরকার মুখে ইসলাম ইসলাম বলে জনগণকে এ বুঝ দিতে চায় যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিরোধী নয়, তারা মৌলবাদ বিরোধী। ইসলামের নাম মৌলবাদ রেখে তার বিরোধীতা করলে তারা ভাবে জনগণ টের পাবে না। এ জন্য এই সব ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এমন কিছু ইসলামী নামের সংস্থা কামনা করে, যেগুলি ইসলামের কিছু খেদমত করে বটে কিন্তু ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে না বা ইসলামী আন্দোলন করে না। অপর দিকে এমনও কিছু আলেম আছেন

১. এ ব্যাপারে কোন সরকারই একক দায়ী নয়, বৃটিশ পরবর্তী সকল সরকারই দায়ী।

www.pathagar.com

যারা ইকামতে দ্বীন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন না, তাঁরা মনে করেন কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং ইসলামের কিছু খেদমত করলেই আল্লাহকে রাজি খুশী করা সম্ভব। ফলে তারা এমন কিছু খেদমতে দ্বীনের কাজ শুরু করেন যার মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জনও হয় আখেরাতের নাজাতের পথও পরিষ্কার হয়, আবার কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও শামিল হতে না হয়। তারা চান সমাজের সকল শ্রেণীর লোক যেন তাদের উপর খুশী থাকে, কেউ যেন তাদের বিরুদ্ধে না যায়। এ জাতীয় আলেমগণ কোন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, ইয়াতিমখানা, মাজার বা দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির মাধ্যমে যে কাজ আনজাম দেন সেটা হল খেদমতে দ্বীন। মুসলিম দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এ জাতীয় খেদমতে দ্বীনের সহযোগীতা করে জনগণের নিকট প্রকাশ করতে চায় যে, তারা ধর্মের পক্ষে এবং ইসলামের পক্ষে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম করতে চায়, তাদেরকে অপ্রিয় করার জন্য এ সকল খেদমতে দ্বীনের আলেমদের ব্যবহার করার চেষ্টা করে এবং বহু ক্ষেত্রে ব্যবহারও করে। খেদমতে দ্বীনের সাথে জড়িত এমন কিছু আলেম থাকেন যারা ইসলামের জন্য জান-মাল দিয়ে জিহাদ করতে চান না। তারা ইসলামকে উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। তারা সর্বাবস্থায় শক্তিশালী দল, ধনবান ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারকে খুশী রাখতে চান যাতে এরা তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত না হন এবং সাহায্য সহযোগীতা করেন। এ সমস্ত খেদমতে দ্বীনের প্রতিষ্ঠান সমূহের আলেমগণের অনেকে তাদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদের প্রতিষ্ঠানকে বড় করার জন্য এমনভাবে বক্তব্য দেন যার ফলে জনগণ মনে করে আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদত আর খেদমতে দ্বীনের কাজের সহায়তা করলেই নাজাত পাওয়া যাবে। তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হয় যে, ঐ একটি মাত্র কাজ করলেই আল্লাহ এত খুশী হবেন যে, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত। এ পর্যায়ের আলেমগণ কুরআন সুন্নাহর কিছু কথাকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে কুরআন হাদীসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কথার দিকে জনগণের দৃষ্টি না পৌঁছে। মোটকথা এ সমস্ত বক্তৃতার কারণে জনগণ কোন একটা কাজকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে। যেমন ধরুন মানবদেহের এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে যার কোন একটির অভাবে মানুষের অস্তিত্ব বিলোপ হবে। যেমন লাঙ্গ, হার্ট, লিভার, কিডনি ইত্যাদি। এ সকল অঙ্গের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ আছেন। যখন একজন বিশেষজ্ঞ তার নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য দেন তখন মনে হয় এটাই আসল, এটা হলে সব হয়ে যাবে। যখন পেট বিশেষজ্ঞ পেট সম্পর্কে বলেন ঃ যার পেট ভাল তার সব ভাল, পেট ভাল না থাকলে খাদ্য হজম হয় না, খাদ্য হজম না হলে শক্তি হয় না ইত্যাদি, শুনলে মনে হয় পেট

www.pathagar.com

ঠিক থাকলেই সব ঠিক আর কিছু দরকার নেই। যখন বাত রোগ বিশেষজ্ঞ কথা বলেন এবং বিরাশী রকম বাতের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন তখন মনে হয় বাতই সকল রোগের মূল। বাত ভাল হয়ে গেলে আর কথা নেই। এভাবে যারা ঔষধের ব্যবসা করেন তারাও এমন বক্তব্য দেন, মনে হয় একটি ঔষধেই সকল রোগের সমাধান। একবার আমি রেলগাড়ীতে চলছি, এক ঔষধ বিক্রেতা শুরু করলো বক্তৃতা। ঔষধের নাম 'বিশ্বহরি' বক্তব্য হল ঃ বিশ্বহরি কলেরা, ডিপথেরিয়া, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আলাজ্বর, কালাজ্বর, পালাজ্বর সহ সকল রোগের ঔষধ। মনে হয় এক বিশ্বহরি ঘরে থাকলে আর কোন ডাক্তারের দরকারই নেই। দ্বীনের ক্ষেত্রেও যে যেটাকে ধরেছেন তার প্রশংসা এমনভাবে করছেন যাতে জনগণ তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও চিন্তার অবকাশ না পায়। এভাবে যার যার খেদমতকে বড় করে দেখাবার প্রয়োজনে কুরআন সুন্নাহর অপর সকল বেশী গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দিয়ে তার যে কাজ এটার বিষয়ে কুরআন হাদীসে যত কথা আছে একত্র করে এমন এক কিতাব তৈরি করেছে যার তুলনায় তার নিকট কুরআন হাদীসেরও তেমন মূল্য নেই।

অনুরূপ দেখা যায় 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' এমন একখানা বই যার মধ্যে ইতিহাসের প্রায় কোন সত্যতা নেই, কাল্পনিক এমনসব কাহিনী তাতে রচিত হয়েছে যাতে লোকেরা সবকিছু বাদ দিয়ে ঐ বৈরাগ্যবাদী কাজেই মত্ত হয়ে যায়। তাবলীগী জামায়াত এমন একটি বই রচনা করেছে যার নাম 'তাবলিগী নেছাব'। তাদের কাজের সমর্থক সকল জয়িফ হাদীস একত্র করে এ কিতাবকে এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মনে হয় কুরআনও সে মর্যাদায় নেই। প্রতিটি মসজিদে এই বাংলা কিতাব পাঠকে অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে, কিন্তু কুরআনের বাংলা তরজমা পড়তে তারা আদৌ রাজি নয়। ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও জানতে প্রস্তুত নয়। মোটকথা খেদমতে দ্বীনকে আজ বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা মিশন করে ইকামতে দ্বীনের গুরুত্বকে জনমনে হালকা করে ফেলা হচ্ছে। কেউ বুঝে করছেন, কেউবা না বুঝে, আবার কাউকে সুচতুর রাজনৈতিক সংগঠন ও সরকার ব্যবহার করছেন। ইকামতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের সমন্বয় না থাকলে খেদমতে দ্বীনের কি গুরুত্ব থাকে ? যখন দ্বীন কায়েম ছিল না, মক্কায় আল্লাহর নবী একটিও মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি করেননি, এমনকি কাবাঘরে মূর্তি বোঝাই রয়েছে, কিন্তু সারা মক্কী জীবনে রসূল (স) কাবা ঘরের সংস্কার কাজে হাত দেননি। এর কারণ অবশ্যই আছে, যুক্তি সংগত কারণেই আল্লাহর নবী এমনটি করেছেন। দ্বীনই যদি কায়েম না হয়, তবে মসজিদ মাদ্রাসা হয়ে কি হবে ? দ্বীন কায়েম না থাকলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ইসলাম রক্ষা করবে কে ? মক্কায় দ্বীন কায়েম না থাকায় আল্লাহর

www.pathagar.com

ঘর পরিণত হল মূর্তির মন্দিরে। দ্বীন কায়েম না থাকলে মসজিদ মাদ্রাসাও ইসলামের ঘাঁটি না হয়ে ইসলাম বিরোধীদের ঘাঁটিতে পরিণত হবে। তাই যদি না হত তবে দেওবন্দ মাদ্রাসার শত বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে হিন্দু মহিলা ইন্দিরা গান্ধী প্রধান অতিথি হতে পারতো না।

বর্তমানে ইসলাম বিরোধী শক্তি ও সরকার অপূর্ণাঙ্গ এবং শির্ক মিশ্রিত কাজ কর্মকে সহায়তা দানের মাধ্যমে ইসলামের বড় বড় খেদমত ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ করে দিচ্ছে। যেমন মাইজভাণ্ডার (গান বাজনার ভাণ্ডার), আট রশি, মাজার, তথাকথিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত এবং এই জাতীয় বহু প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রকৃত ও সহীহ ইসলামের মোকাবেলায় এ সকল প্রতিষ্ঠানকে দাড় করানোর চেষ্টা চলছে।

সুতরাং খেদমতে দ্বীন এবং ইকামতে দ্বীনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। খেদমতে দ্বীন কখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না, হতে পারে না পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। খেদমতে দ্বীনের প্রতিষ্ঠান ও ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের সংগে পরস্পর পরিপূরক ব্যবস্থা যদি থাকে তবেই খেদমতে দ্বীনের কাজে শামিল থেকেও জিহাদে শামিল থাকা সম্ভব হবে। ইকামতে দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে ঐ খেদমতে দ্বীনের মূল্য আল্লাহর নিকট কিভাবে থাকতে পারে? দুইজন সাহাবীর মধ্যে বিতর্ক হল, ইকামতে দ্বীনের কাজ এবং খেদমতে দ্বীনের কাজ সম্পর্কে। একজন বললেন, তোমরা ইসলামের কঠিন দুর্দিনে আন্দোলনের সাহায্য কর নাই। অপরজন উত্তর দিলেন, আমরাও অনেক ভাল কাজ করেছি, কাবা ঘরের খেদমত করেছি, হাজিদের পানি খাইয়েছি (অর্থাৎ খেদমতে দ্বীনের কাজ)। এরই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের সেবা ও সংরক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যে

www.pathagar.com

ঈমান এনেছে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে ? আল্লাহর নিকটতো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়। আর আল্লাহ জালেমদের কখনই পথ দেখান না। খোদার নিকটতো সেই লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা, যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে, তার পথে হিজরত করেছে (ঘরবাড়ী ছেড়েছে) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সফলকাম।" (সূরা আত তাওবা ঃ ১৯-২০)

এজন্য যখন দ্বীন কায়েম থাকে না তখন ইকামতে দ্বীনের জন্য জিহাদ করা থেকে বড় কাজ আর কিছুই নয়। তখন সকলের দায়ীত্ব দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা ; এর কোন বিকল্প ইসলামে নেই। যেমন মনে করুন একটি নৌকা পাল তুলে চলছে, একজন হাল ধরে থাকলেই চলে অন্যদের দাড় ও বৈঠা বাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তখনো তাদের কাজ বসে থাকা নয়। এই নৌকার যিনি ব্যাপারী তিনি তাদেরকে বলবেন যে, বসে থাকলে হবে না সকলেই কাজ করো। যেমন কেউ রান্না কর, কেউ মাল পরিষ্কার কর, কেউ জাল বুনো ইত্যাদি। হঠাৎ নদীতে ঝড় উঠলো, এখন নৌকা টাল-মাটাল। ব্যাপারী সকলকে পানিতে নেমে নৌকা ঠেকাতে হুকুম দিল। এ সময় যদি কেউ নীচে নেমে নৌকা রক্ষার কাজ না করে ভিতরে বসে জাল বুনে, মাল সাফ করে তবে তার এ কাজের মূল্যতো হবেই না বরং তাকে সহ্যই করা হবে না। তাকে ধমক দিয়ে নীচে নামতে বলা হবে। সে যদি বলে যে, সেতো একটা কাজই করছে, তাহলে ব্যাপারী তাকে নৌকা থেকে নীচে ফেলে দিয়ে বলবে, নৌকা ডুবে যায় এখন নৌকা ঠেকানো থেকে বড় কাজ আর কোন্‌টি ? এভাবে ঝড়ের সময় নৌকা রক্ষার কাজ বাদ দিয়ে অন্য যে কোন কাজের কোন মূল্য নেই।

তেমনিভাবে অনৈসলামী শাসন হল দ্বীনের নৌকার জন্য ঝড়। অতএব দ্বীনের নৌকায় ঝড় উঠলে শুধু খেদমতে দ্বীনের কাজ করলে হবে না। ইকামাতে দ্বীনের কাজ অবশ্যই করতে হবে অন্যথায় প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে না। বর্তমান অবস্থায় দেশে যত খেদমতে দ্বীনের কাজ আছে যেমন তাবলীগ, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি। তারা যদি ইকামতে দ্বীনের কাজ না করে তবে সরকার ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন তাদের প্রতি খুশী হয় এবং তাদের কাজে সাহায্য করে, ফলে এ কাজ খুব সহজ। এ কাজে সকলের সহযোগীতাও পাওয়া যায়, প্রশংসাও পাওয়া যায়। সেই সাথে যদি বেহেশতও পাওয়া যেত তবেতো কোন কথাই ছিল না। নবী ও তাঁর সাহাবীগণ তাহলে আবু জেহেলের সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিয়ে সকল কাফেরকে খুশী করে খেদমতে দ্বীনের কাজ করতে পারতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা তৈরি করে তাঁরা দ্বীনের খেদমত

www.pathagar.com

করতেন, আর আবু জেহেল, আবু লাহাবরা তাদের সাথে সন্ধি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতো, যেমন সে সময় ইহুদী ও খৃস্টান আলেমগণ করেছিল। তাহলে দ্বীনের নবী ও তাঁর সাহাবীদের এত কষ্ট করতে ও বাড়ী-ঘর ছাড়তে হতো না।

কিন্তু নবী (স) কাফেরদের সাথে সন্ধি করে আরামের ইসলাম কবুল করেননি। দেশের ক্ষমতাধরগণকে রুষ্ট না করে যতটুকু পারা যায় এ নীতিতে বিশ্বাস করে তিনি আংশিক দ্বীন প্রচার করেননি। তিনি সুখ-শান্তি সব ছেড়েছেন, কঠিন অত্যাচার সহ্য করেছেন, অবশেষে জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছেন, কিন্তু ইসলামের কোন অংশ বাদ দেননি বা প্রচার স্থগিত করেননি। হিকমতের নামে তিনি কালেমার মনগড়া এবং মোলায়েম ব্যাখ্যা করে ইসলাম প্রচার বা তাবলীগ করেননি। শুধুমাত্র খেদমতে দ্বীনের বিরোধিতাতো কেউ করেনই না বরং সকলেই একে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন রকম সাহায্য ও সহযোগীতা করে যায়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতেমায় সরকার প্রধান, বিরোধী দলের প্রধান সহ নামাজি বেনামাজি বহু লোকই যায় এবং সহযোগীতা করে। ইদানিং সরকার বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে শত শত একর জমিও দান করেছেন বলে জানা যায়।

ইকামতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের সমন্বয় কিভাবে হতে পারে ?

খেদমতে দ্বীন করেও ইকামতে দ্বীনে অংশ গ্রহণ খবুই সহজ এবং সম্ভব এবং এটাই আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামের জন্য খুবই প্রয়োজন। সত্যিকার অর্থে যদি আমরা দ্বীনের খেদমত করি এবং আমাদের মধ্যে লিল্লাহিয়াত থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতই যদি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খিদমতে দ্বীনের কাজ করি তাহলে রাষ্ট্রে এবং সমাজে আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হয়ে বাতিল দ্বীন বিজয়ী থাক এটা আমরা কখনো চাইতে পারি না। আমরা সমাজে অনৈসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা করে, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, তাবলীগ যাই করি তাতে আল্লাহ খুশী হতে পারেন না। মদিনায় একদল লোক রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে তাদের স্বার্থের প্রতিকূল মনে করতো। তারা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি করতে রাজি কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। এরা ছিল মুনাফিক। এরা মদিনার শহর তলিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেই মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য রসূল (স)-কে দাওয়াত দেয়। নবী (স) তবুক অভিযানের ব্যস্ততার কারণে এটা স্থগিত রাখেন। তবুক থেকে ফিরার পথে আয়াত নাজিল করে আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○ لاَ تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط

"কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকে) ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এবং (খোদার বন্দেগীর পরিবর্তে) কুফরি করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদাতখানাকে) সে ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি বানাবে যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা অবশ্যই কসম করে বলবে যে, ভাল করা ছাড়া তাদের আর কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ স্বাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো সে ঘরে দাড়াবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ভিত্তিতে বানানো হয়েছে, তাই এজন্য সবচেয়ে উপযুক্ত যে, তুমি তথায় দাড়াবে।" (সূরা আত তাওবা ঃ ১০৭-১০৮)

এই আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মসজিদ তৈরির মাধ্যমেও ইসলামের বিরোধিতা করা হয়ে থাকে। কাজেই ইকামতে দ্বীনের কাজ বাদ দিয়ে খেদমতে দ্বীনের কাজ সন্দেহ মুক্ত থাকতে পারে না। যারা খেদমতে দ্বীনের কাজ করে অথচ রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলাম কায়েম হউক এটা চায়না তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত তারা ভুলবসত কি ধরনের আত্মঘাতি কাজ করছেন। তারা রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলাম কায়েমের বিরোধিতা করেন কিনা এটা বুঝার জন্য সহজ মানদন্ড এই যে, তারা এমন কোন দলকে সমর্থন করতে পারেন না বা ভোট দিতে পারেন না যে দল কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় না অথবা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় না, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ অথবা জাতীয়তাবাদী সরকার কায়েমের ঘোষণা দেয়। অতএব খেদমতে দ্বীনের কাজ যারা করেন সে ভাইদের অবশ্যই ইকামতে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করা উচিত। তাহলে খেদমতে দ্বীনের কাজ করেও তারা ইকামতে দ্বীনের কাজের অংশিদার হবেন। প্রথম কথা, আকারে ইঙ্গিতেও তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করবেন না। দ্বিতীয়তঃ সাধ্যমত তাদের সহায়তা করবেন। কথার

www.pathagar.com

মাধ্যমে হউক প্রশ্নোত্তরে হউক অথবা ভোট দিয়ে হউক। তাছাড়া পারস্পরিক যোগাযোগ ও মহববতের সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এভাবে যদি মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, তাবলীগ জামায়াত সহ সকল খেদমতে দ্বীনের সংস্থাসমূহের সাথে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের সাথে যোগ সূত্র স্থাপিত হয় তাহলে এটা একটা রেজিমেন্টের অনুরূপ হবে। যেমন একটি রেজিমেন্টে যত লোক আছে সবাই যুদ্ধ করে না কিন্তু সহযোগীতা ও যোগসূত্রের কারণে সকলেই যোদ্ধা, সকলেই মিলিটারী। একটি রেজিমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই গুলি ছোড়ে না, সকলেই রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করে না। কেউ গুলি ছুড়ে, কেউ রাইফেল মেরামত করে, কেউ গাড়ী ড্রাইভ করে, কেউ গাড়ী মেরামত করে, মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা করে, সিগন্যাল কোর খবর ও নির্দেশ পৌছানোর ব্যবস্থা করে, ইঞ্জিনিয়ারিং কোর প্রকৌশলীর কাজ করে। বিভিন্ন রকম কাজ করেও এখানে সবাই সৈনিক। যেমন সি, এম, এইচ-এর ডাক্তারগণ রুগীর চিকিৎসা করেন, অপর দিকে পি, জি, ও মেডিক্যাল হাসপাতালের ডাক্তারগণও চিকিৎসাই করেন। সি, এম, এইচ-এর ডাক্তারগণ মেজর, কর্নেল ইত্যাদি কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারগণ কেবল ডাক্তারই, তারা মেজর কর্নেল নন। কাজেই যোগসূত্র ঠিক রেখে ভিন্ন কাজ করলেও একই রেজিমেন্টভুক্ত থাকা যায়। তেমনি খেদমতে দ্বীন করেও যোগসূত্র থাকলে ইকামতে দ্বীনের মুজাহিদ হতে পারে। উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি হয় তবে এটা অসম্ভব নয়। আর যদি খেদমতে দ্বীনের মধ্যে জিহাদের সহযোগীতার মনোভাব না থাকে, তাহলে সে খেদমতে দ্বীনের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের খেদমত না হয়ে ইসলামের নামে বাতিলের খিদমত হবে। প্রকৃত ঈমানদার বা ইসলাম দরদীদের অবশ্যই এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে, কারণ এরা ইসলামের খেদমতের আবরণে ইসলামের দুশমনদের সহয়তা করে। এদের উদ্দেশ্য হল, এরা ইসলামের নামে মানুষকে প্রকৃত ইসলাম থেকেই ফিরিয়ে রাখে।

প্রত্যেক মুসলমানের মনেই একটা দ্বীনি ক্ষুধা থাকে, যে ক্ষুধা তাকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ঐ সমস্ত খেদমতে দ্বীনের প্রতিষ্ঠান মানুষের দ্বীনি ক্ষুধাকে নষ্ট করে দেয়। যেমন কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভাত খাওয়ার পূর্বে যদি কিছু মুড়ি বা পুরি খেয়ে নেয় তবে তার ভাতের ক্ষুধা নষ্ট হয়, অপর দিকে শরীরের চাহিদাও পূর্ণ হয় না। এ জন্য সচেতন মানুষ ক্ষুধার মুহূর্তে ভাত খাওয়ার পূর্বে অন্য কিছু খেতে চায় না, কারণ তাতে ক্ষুধা নষ্ট হবে। ইসলামের শত্রুরা খেদমতে দ্বীনের নামে ঈমানদারদের জিহাদের ক্ষুধাকে নষ্ট করে দিতে চায়, তাই তারা জিহাদে সাহায্য করে না। তারা দ্বীনি দলের সাথে দ্বীনি দলে, দ্বীনি ভাইয়ের সাথে দ্বীনি ভাইয়ের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিতে চায়। সকল ইসলাম

www.pathagar.com

প্রিয় জনতাকে মনে রাখতে হবে ভাল কাজের বিরোধিতা করা, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কাজের বিরোধিতা কোন ঈমানদার লোকের কাজ হতে পারে না। ভাল কাজে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, এটা ফরজ। জিহাদের থেকে উত্তম কোন কাজ নেই। অতএব সকলের কর্তব্য জিহাদ তথা ইসলামী আন্দোলনের কাজে সাহায্য করা।

ফারায়েজ ও কাবায়ের অবশ্যই মেনে চলতে হবে

ফারায়েজ ও কাবায়ের অর্থ আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ। সকল মুসলমানকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا○

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণ করেছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করে নিয়েছি।" (মায়েদা ঃ ৩)

আল্লাহর এ হুকুম নাজিল হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত হালাল-হারাম ও ফরজিয়াতের এ বিধানসমূহে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর কোন অংশ স্থগিত রাখার অবকাশ নেই। অতএব কুরআন এবং সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহ যে সকল ইবাদত বন্দেগী ফরজ করেছেন সকলের জন্য তা অবশ্য পালনীয়। কোন অলী, বুজর্গ বা যে কোন মনীষীর জন্য এ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন রকম বাড়তি বা কমতি হবার নয়। যে সকল কাজকে আল্লাহ কিতাব ও নবীর মাধ্যমে হারাম করেছেন তা হালাল করার অধিকার কারো নেই। অনেক সময় শুনা যায় 'ফানা ফিল্লাহ' বা অলী বুজর্গ হলে তারা সাধারণের ব্যতিক্রম হয়ে যান, সুতরাং তাদের বিষয় আলাদা, তারা প্রকাশ্য শরীয়ত লংঘন করলেও কিছু মনে করতে হবে না। এ সকল কথার স্থান ইসলামে নেই। অতএব সকলের জন্য ও সর্বকালের জন্য শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যা হালাল করা হয়েছে তাই হালাল, যা ফরজ করা হয়েছে তা ফরজ, আর যা হারাম করা হয়েছে তা হারামই থাকবে। আল্লাহ যা ফরজ করেননি তাকে ফরজের মর্যাদা দেয়ার অধিকার কারো নেই। অতএব এই শরীয়ত সকলেরই অনুসরণ করতে হবে। এতে কোন কম বেশী করা যাবে না।

আংশিক ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পরিত্যাগ করতে হবে

বর্তমানে একটি ভ্রান্ত মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাহল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। সাধারণভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়, মানুষ যার

www.pathagar.com

যার ধর্ম ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করবে। রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে শাসন থাকবে না কারণ রাষ্ট্রে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্মের লোক বাস করে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তি যদি কোন ধর্ম হয়, তাহলে অন্য ধর্মের প্রতি সুবিচার হবে না। কথাটা আপাত দৃষ্টিতে শুনতে ভালই লাগে, কিন্তু দ্বীন ইসলামের জন্য একথা কত যে মারাত্মক এবং মানবতার জন্যও কত যে ধ্বংসাত্মক একটু বিশ্লেষণ করলে সেটা পরিষ্কার হবে। যদি ধর্মের ভিত্তিতে আইন তৈরি না হয় তাহলে আইন রচনা করবে কে ? পার্লামেন্ট ? এ পার্লামেন্টে যারা সদস্য তারা যদি অধিকাংশ হিন্দু হয় তাহলে তারা কি না করতে পারবে। সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে আইন করে তারা অপরের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করাও বাতিল করে দিতে পারবে। যেমন গরু জবাই না করার আইন পাশ করা হয়েছে। এ আইনে সংখ্যা গরিষ্ঠদের হাতে এত ক্ষমতা দেয়া হয় যে, ইচ্ছে করলে তারা আইন করে সংখ্যা লঘুর জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। অপর দিকে যদি ধর্মের ভিত্তিতে আইন করার ব্যবস্থা হয়, তাহলে মানুষের জন্য যথেচ্ছা আইন তৈরির ক্ষমতাই থাকবে না। কারণ ধর্মীয় বিধান পূর্ব হতে তৈরি হয়েই আছে, যখন যা ইচ্ছা আইন করা সম্ভব হবে না। অপর দিকে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ স্বীকার করার পর ইসলামের অস্তিত্বই সেখানে থাকে না। কারণ ইসলামের মূল বক্তব্যই হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ বা কোন বডি আইন তৈরি করতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানা যাবে না, কারো নিকট মাথা নত করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর হুকুম বিধান প্রতিটি মুর্হূতে মানতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করার অর্থ তাহলে কি দাড়ায় ? ইসলাম বলে ঃ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম, আইন বিধান মানা যাবে না, শুধু আল্লাহর বিধানই মানতে হবে। অপর দিকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে আল্লাহর আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। পার্লামেন্ট যে আইন রচনা করবে সেটাই হবে আইন। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করলে কালেমা ছাড়তে হবে আর কালেমা গ্রহণ করলে ধর্ম নিরপেক্ষতা বর্জন করতে হবে। দুইয়ের মাঝখানে থাকা (অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাও থাকবে কালেমাও থাকবে) হল মুনাফিকী।

ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ছিল কংগ্রেসের শ্লোগান। ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে হিন্দু-মুসলমানকে একজাতি বানানোর নামে উপমহাদেশ থেকে মুসলিম অস্তিত্ব বিলীন করাই ছিল এ মন্ত্রের লক্ষ্য। কংগ্রেস ধোকা দিয়ে মুসলমানদের বোকা বানাতে চেয়েছিল। অত্র পুস্তকের প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ সেই গ্রন্থের তথাকথিত ধারক ও অনুসারীগণই পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু কুরআন পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। অন্যান্য ধর্ম মূলে যা ছিল বর্তমানে তার অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে যা

www.pathagar.com

আছে তা মানব রচিত। কাজেই মানুষ একে ব্যক্তিগত ধর্মই বানিয়েছে। ঐ সকল ধর্মে কিছু ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠানই শুধু আছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ঐ সকল ধর্মে তেমন কোন বিধান বা বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া ছাড়া উপায় কি ? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেতো দূরের কথা, ধর্মীয় আচার ও বিধি ব্যবস্থা তাদের এমন নয় যা তারা ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে পারে না।

এ বিষয়ে কলিকাতার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি একজন অবসর প্রাপ্ত ডি, এস, পির মুখে শুনেছি, তিনি তখন কলিকাতায় ছিলেন এবং ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শী। ঘটনাটি হল ঃ কলিকাতার কোন একটি এলাকায় পাশাপাশি একটি মসজিদ ও একটি মন্দির ছিল। মাগরিবের নামাজের সময় মন্দিরের বাদ্য-বাজনাকে কেন্দ্র করে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ দাবী করে, হিন্দুরা যেন নামাজের একটু পরে বাদ্য শুরু করে। হিন্দুরা তাতে নারাজ হয়। বরং নামাজের সময় বেশী জোড়ে বাদ্য শুরু করে। এ অবস্থায় পুলিশের এস, পি, সাহেব উভয় পক্ষকে নিয়ে মীমাংসার জন্য বসেন এবং উভয় পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত দেন যে, পরবর্তী দিন সন্ধার পূর্বে তিনি আসবেন এবং এসে বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত দিবেন। এস, পি, সাহেব বলে দেন যে, তার উপস্থিতির পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ আযান দিবে না হিন্দুরাও বাদ্য বাজাবে না। পরদিন সন্ধা পর্যন্ত এস, পি, সাহেব এলেন না। মাগরিবের আযানের সময় হয়ে গেল। মুসলমানগণ পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত করলেন যে, যেহেতু নামাজের সময় আল্লাহ স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং কারো কথায় এর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, অতএব আযান দেয়া হউক। যথা সময়ে মসজিদে আযান ও নামাজ হয়ে গেল। কিন্তু হিন্দুরা বাদ্য বাজালো না।

এইভাবে নামাজের সময় শেষ হয়ে গেলে পরে এস, পি, সাহেব আসলেন, তিনি ছিলেন বিলেতি খৃস্টান। তাঁর আগমনের সাথে সাথে হিন্দুগণ অভিযোগ করলো যে, তারা এখনো বাদ্য শুরু না করে এস, পি সাহেবের হুকুম পালন করেছে, কিন্তু মুসলমানগণ তাঁর হুকুম অমান্য করে আযান দিয়ে নামাজ পড়েছে। এস, পি সাহেব মুসলমানদের প্রশ্ন করলেন কেন তারা হুকুম অমান্য করেছে ? সকল মুসলমান উত্তর দিল যে, নামাজের সময় আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে অগ্র পশ্চাত বা স্থগিত রাখার ক্ষমতা তাদের নেই এবং আল্লাহর হুকুম মানতে তারা বাধ্য। উপায়হীন হয়ে তারা আযান ও নামাজ সম্পন্ন করেছে। সুতরাং এখন এস, পি সাহেব যা ইচ্ছা করতে পারেন। তখন এস, পি সাহেব হিন্দু নেতাদের ডেকে বললেন, ওদের অবস্থা এমন যে,

www.pathagar.com

নামাজের ওয়াক্ত ওরা একটুও আগে পিছে করতে পারে না। আর আপনারাতো আমার অনুরোধে সন্ধা বাদ্যের সময় একটু পিছিয়ে নিয়েছেন, অতএব ভবিষ্যতে আপনারা নামাজের পরেই বাদ্য শুরু করবেন।

এটি একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ধর্মে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। কিন্তু ইসলামতো এমন কোন ধর্ম নয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে চলা যায়। ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয় তাহলে আইন পাশ করে সুদকে বৈধ করে নিবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে, এ সকল বিধান রদ-বদল করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো নেই। এখন যদি মুসলমানগণ ধর্মনিরপেক্ষ সরকার মানে এবং এ সরকার আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি ও নিয়মকে গ্রহণ না করে তাহলে সরকার সংশোধন না হলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম কখনো এক সাথে চলতে পারে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অস্বীকার করা ঈমানের দাবী। এ দাবী উপেক্ষা করে কেউ প্রকৃত মুসলমান থাকতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটা আসলে একটি ধোকা। মুসলিম দেশের মুসলমান জনগণকেতো একথা বলা যায় না যে, ইসলামী আইন হবে না বা ইসলামী আইনকে গ্রহণ করা যাবে না। একথা বললে তাদের মুখোশ খুলে যাবে। তাই ইসলাম উৎখাতের কথা সরাসরি না বলে কৌশলে ইসলাম হঠানোর নাম হল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আইন, বিধান বা পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার সে পন্থা একেবারেই কবুল করা যাবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ـ اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ

www.pathagar.com

مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ـ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

"এই লোকেরা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি, আর আমরা আনুগত্য মেনে নিয়েছি। কিন্তু পরে তাদের মধ্য হতে একদল লোক আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এমন লোক কখনো মু'মিন নয়। তাদের যখন আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয় যেন রসূল তাদের বিবাদ বিসম্বাদের (মামলার) ফায়সালা করে দিবেন। তখন তাদের মধ্য হতে একদল লোক পাশ কাটিয়ে চলে যায়। অবশ্য সত্য যদি তাদের পক্ষে হয় তাহলে তারা রসূলের নিকট বড়ই অনুগত লোক হিসাবে উপস্থিত হয়। তাদের অন্তরে কি রোগ প্রবেশ করেছে ? কিংবা তারা সন্দেহে পড়ে গিয়েছে ? অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন বলে তাদের ভয় হচ্ছে ? আসল কথা এই যে, তারা নিজেরাই যালেম।" (সূরা নূর ঃ ৪৭-৫০)

এই আয়াত কয়টি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়েছে। ইসলামের যে সকল বিধান তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের অনুকূল হয়, তারা সেগুলি গ্রহণ করে। আর যেগুলি স্বার্থের অনুকূল হয় না সেগুলি বর্জন করে নিজেদের মনগড়া আইন মেনে চলে। এ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ ঈমানদার হিসাবে স্বীকার করেননি। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতা হল ঐ মতবাদ, যে মতবাদ পছন্দমত ক্ষেত্রে ইসলাম মানে কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থের অসুবিধার ক্ষেত্রে ইসলাম মানে না। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী লোক প্রকৃত মুসলমান বা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত নয়। প্রকৃতপক্ষে যারা জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে গ্রহণ করে না তারাই ধর্মনিরপেক্ষ। তারা শাসন, বিচার, সমাজ, অর্থনীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলাম বা আল্লাহর বিধান মানে না। এ সকল ক্ষেত্রে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। এরই নাম 'ইত্তেবায়ে হাওয়া' অর্থাৎ নিজের মনের ইচ্ছা আকাঙ্খার অনুসরণ। মনের চাহিদা বা অন্য কারো অনুসরণই হল তাগুতের গোলামী বা অনুসরণ। কুরআন হাদীস তাগুতের আনুগত্য-অনুসরণ বন্ধ করাকেই তার মূল আবেদন হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ইসলাম বিরোধীদের সাথে একাত্মতা ত্যাগ করতে হবে

এক সাথে দুই নৌকায় পা দেয়া কখনো নিরাপদ হতে পারে না। যারা এক সাথে দুই নৌকায় পা রাখবে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। এ ধরনের

www.pathagar.com

কাজ আল্লাহ্ কখনো পছন্দ করেন না। অনেক লোক দেখা যায়, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, মিলাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কিন্তু জগত ও জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের নিকট গ্রহণীয় নয়। তারা ইসলামের দেয়া অর্থনীতি গ্রহণ করতে রাজী হয় না। কারণ এক্ষেত্রে ত্যাগ-কুরবানী ও কষ্ট স্বীকার করা অবশ্য দরকার। তারা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, দেশের সরকার যেহেতু ইসলামী আইন প্রয়োগ করছে না, সে ক্ষেত্রে সরকারী আইন অনুসরণ ছাড়া তাদের কিছু করার নেই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা একই। টেলিভিশন একটি অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যম, বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু একজন ঈমানদার লোকের পক্ষে এই টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখা কি সম্ভব ? এমন কি প্রোগ্রাম আছে (২/১টি ধর্মীয় প্রোগ্রাম বাদে) যেটা জায়েজ পথে দেখা যেতে পারে ? স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির লেখা পড়ার লক্ষ্য কি ? এ শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানদেরকে কি বানানো হচ্ছে ? এ শিক্ষায় কি ঈমান, খোদাভীতি, আল্লাহ প্রেম, রসূলের অনুসরণ ইত্যাদি সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা আছে ? এ সকল স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে ছেলেমেয়ে পড়তে দেয়ার অর্থ কি এমন নয়, যেমন অপারেশনের রুগীকে ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়ার পর যখন আপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় তখন রুগীর মা বাবার আল্লাহ আল্লাহ করা ছাড়া কোন উপায়ই থাকে না। কারণ অপারেশন থিয়েটারে তাদের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং ডাক্তারগণ যা করবেন তার উপর ভরসা করতে হবে। তেমনি এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেলে মেয়েদের নাস্তিক বানাবে না অন্য কিছু বানাবে সে ক্ষেত্রে ঈমানদার আল্লাহভীরু লোকদের কি করার আছে ? সেখানে কি তাদের ঢোকার অবকাশ আছে ? এভাবে বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। সরকার যদি ইসলামী না হয় তবে সর্বক্ষেত্রে জনগণকে অনৈসলামী জীবন যাপনে বাধ্য হতে হবে। অথবা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মন-মগজ এমনভাবে ধোলাই করা হবে মুসলমানের ছেলে এবং মুসলমান হয়েও তারা ইসলামী বিধান জানবে না এবং ইসলামী জীবন বিধান মানতে রাজি হবে না। এ অবস্থায় সরকারের আদর্শিক অবস্থা জানা শুনার পর কি কোন ঈমানদারের পক্ষে একথা বলে চুপ থাকা সম্ভব যে, সরকার করলে আমরা কি করবো। সরকার যা করছে তাতো প্রকাশ্যে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে।

যেমন সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি, বেপর্দা-বেহায়াপনার সয়লাব। পর্দা দরকার এই কথাটাও কি সরকারের চিন্তার ধারে কাছে আছে ? সরকার বিলাসিতা, খেল-তামাসা, আনন্দ-ফূর্তি ইত্যাদিতে ব্যাপক সম্পদ নষ্ট করে। বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজনে ইসলাম দুশমনদের সাহায্য আনতে সরকারকে নানা

www.pathagar.com

প্রকার ইসলাম বিরোধী কাজ-কারবার চালু করার অঙ্গীকার করতে হয়। ইসলামের শত্রুদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুযায়ী দেশে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার অঙ্গীকার করে সরকার অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য এবং ঋণ লাভ করে। যার ফলে তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং দাবী অনুসারে দেশটাকে ক্রমে ক্রমে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত এটাই দেখা যাচ্ছে। ইসলামী সরকার না হওয়া পর্যন্ত এটাই যে চলবে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। এদের কারো নিকটই ইসলাম কায়েমের পক্ষে কোন কর্মসূচী নেই। এরা বাহ্যিক যে দু-একটু ইসলাম দেখায় সেটাকে পূর্ব জামানার ডাকাতদের কৌশলের সাথে তুলনা করা যায়। পূর্বে ডাকাতরা ডাকাতি করতে এসে বাপ-মাকে বেঁধে রেখে মালামাল নিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ছেলেমেয়েদের কান্না বন্ধ করার জন্য বিস্কুট, চকলেট, জিলাপী এ সকল নিয়ে আসতো। কারণ অবুঝ ছেলে মেয়েদেরকে অস্ত্র দেখায়ে চুপ করানো যাবে না, ওরা অস্ত্র দেখলে ভয় পেয়ে আরো বেশী চিৎকার করবে, মার দিলেও ভয়ে চুপ থাকবে না বরং আরো জোড়ে কাঁদবে। সুতরাং ওদের বুঝ দেয়ার জন্য ডাকাতরা নিয়ে আসতো চকলেট, জিলাপী, বিস্কুট। অবুঝ বাচ্চারা ঐসব পেয়ে খুশীতে চুপ করে থাকে আর ডাকাতদের ভাল মানুষ ভাবে, যারা তাদের বাপ-মাকে বেঁধেছে এবং মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ শিশুরা অত-শত বুঝে না, সামনের জিলাপী, বিস্কুটই ওরা বুঝে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও দলগুলি নিজেদেরকে ইসলাম দরদী পরিচয় দিয়ে ইসলামের সর্বস্ব লুট করছে, কিন্তু জনগণ বুঝছে না। জনগণ দেখে সরকার ঈদগাহ মাঠে তাবুর ব্যবস্থা করেছে, রেডিও-টেলিভিশনে মিলাদ মাহফিল করছে, আযান দিচ্ছে, দেশে একটা ইসলামী ফাউন্ডেশন করেছে। রবিবারের স্থলে শুক্রবার বন্ধ ঘোষণা করেছে, ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করেছে, ঈদের দিনে, শবে বরাতে, শবে কদরে সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান ইসলামের কথা বলে। এই জাতীয় চকলেট, জিলাপী ও বিস্কুট পেয়েই জনগণ খুশী। ইসলামের আসল জিনিস ডাকাতি হয়ে যাক তাতে কোন চিন্তা নেই। পূর্ণ ইসলাম আজ ধ্বংসের পথে সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। সামনে মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয় নেমে আসছে, ইসলামী মূল্যবোধ একশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে প্রায় শেষই হয়ে গেছে। এখন অনেক মুসলমান হারামকে হারাম মনে করে না, ফরজ লংঘন করলেও তাদের মুসলমানির কোন ঘাটতি হয় না, এরকম ভ্রান্তির অতলে মুসলমানরা আজ নিমজ্জিত। এই অবস্থায় সত্যিকার মু'মিনদের এক নম্বর কাজ হল জিহাদ করা। না পারলে ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে

www.pathagar.com

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। যদি কেউ মনে করেন ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দল বর্তমান নেই। তবে তাদের জন্য ফরজ হল ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সৃষ্টি করা। কিন্তু অনৈসলামী কোন কর্মকাণ্ড বা অনৈসলামী কোন দলকে সাহায্য সমর্থন করার কোন অবকাশ কোন ঈমানদারের নেই।

দুঃখের বিষয় বর্তমানে দেখা যায়, নামাজ-রোজার পাবন্দ আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখে বলে দাবী করে কিন্তু দল করে বা সমর্থন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা জাতীয়তাবাদী দলকে। আবার অনেকে কোন দলই করে না কিন্তু সমর্থন করে ঐ সকল দলকে যে দল ইসলাম ও কুরআনের পক্ষে নয় অর্থাৎ ইসলামী আইন কায়েম করার কোন ইচ্ছা বা কর্মসূচী যে সকল দলের নেই। এভাবে কেবলমাত্র ভোট দিয়েও যদি অনৈসলামী দলকে সমর্থন করা হয় তবে সে লোক ঐ দলেরই লোক বলে চিহ্নিত হবে। এমনকি কোন ঈমানদার লোক যদি ভোট না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে সেও বাঁচবে না, তাকেও অনৈসলামী দলের সমর্থক গণ্য করা হবে। কারণ যখন কোন ইসলামী দলের সাথে অনৈসলামী দলের ভোট যুদ্ধ শুরু হয় তখন যারা অনৈসলামী বা ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা সম্পন্ন লোক তারা ভোট দিবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলকে। অপর দিকে একজন ঈমানদার লোক ভোট দিবে একটি ইসলামী দলকে। এমতাবস্থায় দেখা গেল যে ইসলামী দলের পক্ষে আছে এক হাজার এক ভোট, বিপক্ষে আছে এক হাজার ভোট। এ সময় ইসলামী দলের সপক্ষের দুইজন লোক যদি ইচ্ছা করে ভোট দানে বিরত থাকে, তাহলে ফলাফলে ইসলামী দলের বিপক্ষে থাকলো এক হাজার ভোট এবং পক্ষে হয়ে গেল নয় শত নিরানব্বই ভোট। ফলে একটি ভোটের ব্যবধানে অনৈসলামী দলটি বিজয়ী হয়ে গেল। দুইজন লোক শুধুমাত্র ভোটদানে বিরত থাকার কারণে ইসলামী দল পরাজিত হল। যে দুই ব্যক্তি ভোট দিল না ইসলামের বিপর্যয়ের জন্য তারা দুইজন সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তাহলে দেখা গেল ইসলামী দল ভোট যুদ্ধে রত থাকলে ভোট দান থেকে বিরত থাকাও ঈমানদারের জন্য বৈধ নয়।

ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক মিথ্যা ও অপপ্রচারের কারণে অনেক পরহেজগার বলে পরিচিত লোকও ইসলামকে ব্যক্তিগত ধর্ম মনে করেন এবং তারা রাজনীতি না করার কারণে নিজেদেরকে খুব ভাল মানুষ বলে মনে করেন। ইসলামী রাজনীতি না করে নিজেকে ভাল মানুষ মনে করেন ঠিক কিন্তু ভোট দেন ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দলকে অথচ এই ভোট দানকে রাজনীতি মনে করেন না। ভোট দেয়া না দেয়া উভয়টিই প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি। ভোট না দেয়া হল সকল দিকের সুবিধা ভোগ করার রাজনীতি যাকে লোকে বলে 'বরের

www.pathagar.com

ঘরের মাসি কণের ঘরের পিসী'। এই সুবিধাবাদী রাজনীতি যারা করে তাদের বলা হয় 'দোদেল বান্দা কালেমা চোর না পায় শ্মশান না পায় গোড়'। এ রাজনীতি যারা করেন তারা সুবিধাবাদী। এ সুবিধাবাদী চরিত্র মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়। একজন মু'মিন সকল সময় আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টায় রত থাকবেন এটাই ইসলাম এবং ঈমানের দাবী। ইকামতে দ্বীনের আলোচনায় এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ঈমানের দাবী করার পর যারা অনৈসলামী দলভুক্ত হবে, যারা ভোট দিয়ে বা ভোট না দিয়ে তাদের সাহায্য করবে, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে অনুধাবন করা তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط مَاهُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ لا وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যাদের প্রতি রুষ্ট তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে ? তারা ঈমানদারদের দল ভুক্ত নয়, ওদেরও দল ভুক্ত নয়, ওরা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।[১] আল্লাহ ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। ওরা যা করে তা কত মন্দ।" মুজাদালা ঃ ১৪-১৫

আয়াত দু'টির দৃষ্টিতে আমাদের বুঝা দরকার আল্লাহ কাদের প্রতি খুশী এবং কাদের প্রতি রুষ্ট। আল্লাহর একটি বিধান যারা জেনে বুঝে লংঘন করে তাদের আল্লাহ কখনো ভাল বাসেন না। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ

"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব বধির ও বোবা তারা যারা জ্ঞানকে ব্যবহার করে না।" (সূরা আনফাল ঃ ২২)

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ـ

"আল্লাহ কোন হুকুম লংঘনকারী পাপীকে ভাল বাসেন না।"
(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬)

আল্লাহর নিকট ভাল লোক কারা, কাদের আল্লাহ বেশী ভাল বাসেন, কোন্ কাজ আল্লাহ সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন, এ বিষয়ে তিরমিযী শরীফের একটি

১. অর্থাৎ কালেমার মাধ্যমে ঘোষণা করে আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানে না, বাস্তবে মানব রচিত আইন মানে।

www.pathagar.com

বর্ণনাসহ ইমামদের বর্ণনা ও সূরা সফের ৪র্থ আয়াত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদল সাহাবী (রা) পরস্পর আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোন্‌টি আমরা যদি তা জানতে পারতাম তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। ইমাম বগভী (র) এ প্রসংগে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা সে জন্য জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম। (মাজহারী)

ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমাদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পর এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূল (স)-এর নিকট এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারো সাহস হলো না। ইতিমধ্যে রসূল (স) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বুঝা যায় যে, রসূল (স) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয় বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন)। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে তাদেরকে সমগ্র সূরা 'সফ' পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তারা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভাল বাসেন যারা তাঁর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত হয়ে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে।" (সূরা আস সফ ঃ ৪)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, আল্লাহ তার দ্বীন কায়েমের জন্য যারা জিহাদ করেন তাদের সবচেয়ে ভাল বাসেন। আল্লাহর এই সকল জিহাদী বাণীর প্রতি যারা কর্ণপাত করে না, এ ব্যাপারে যারা মুখ খোলে না (যারা বধির ও বোবা) তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব।

যারা আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায় না, তারাই তো প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ। তাদেরকে কি আল্লাহ পছন্দ করেন ? তাহলে আমরা যদি ইসলামী দল বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দল সমূহকে ভাল বাসি

www.pathagar.com

তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে ? এই ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের প্রতি (কুরআন অনুযায়ী) কি আল্লাহ রুষ্ট নন ? আল্লাহ বলেন, যাদের প্রতি আল্লাহ রুষ্ট তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা পুরাপুরি ইহুদী, খৃষ্টান বা হিন্দুও নয় এরা 'দোদেল বান্দা'। এরা গাছেরটাও খেতে চায় তলারটাও কুড়াতে চায়। এরা আল্লাহর নাফরমান দল ও সরকারের সাথে বন্ধুত্ব করে, আবার আল্লাহর দেয়া বেহেশতও পেতে চায়। এরা যাই চাক আল্লাহ কি দিবেন তা কুরআন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অতএব সকল ঈমানদারদের উচিৎ ইসলাম বিরোধীদের সাথে একাত্মতা না রাখা। অন্যথায় পরিণতি মারাত্মক হবে। প্রশ্ন হতে পারে ধর্ম নিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দল কোন গুলি। এ প্রশ্নের উত্তর পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে যে কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকের পক্ষে বুঝা সহজ। তারপরও বিষয়টির গুরুত্বের কারণে বলা প্রয়োজন। এক কথায় যে সমস্ত দল ইসলাম ভিত্তিক নয়, যে দল কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় না। অপর দিকে ইসলামী আইন কায়েমের কথা বললে তাদেরকে সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী বলে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও আধিপত্যবাদী ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুকরণে যারা মৌলবাদ বলে ইসলামকে অবহেলা করে তারাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যে সকল ওলামা বা দল শুধু ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম করে সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করে না বা ইসলামী আন্দোলনের সহায়তা করে না, তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী।

সর্বদা আল্লাহর জিক্‌র করতে হবে এবং তাঁর সাহায্য চাইতে হবে

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের মূল লক্ষ্যই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ঈমানদারদের বিজয় নির্ভর করে আল্লাহর সাহায্যের উপরে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই হলো মূল শক্তি। আল্লাহ ছাড়া ঈমানদারদের কিছুই নেই। অতএব ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কাজে-কর্মে, ধ্যানে-জ্ঞানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর স্মরণ অপরিহার্য।

স্বয়ং আল্লাহ ঈমানদারদের সকল সময়ে তাঁকে স্মরণ করতে বলেছেন। এই স্মরণ বলতে আরবী ভাষায় জিক্‌র শব্দ লেখা হয়েছে। জিক্‌র বলতেই অনেকে মনে করেন আল্লাহর নামের তছবিহ করা (জপ করা)। প্রকৃতপক্ষে জিক্‌রের অনেক অর্থ রয়েছে। কুরআন মজিদেরই এক নাম জিক্‌র। সকল সময় আল্লাহর জিক্‌রের তাৎপর্য হল প্রতিটি কাজের বেলায় আল্লাহর হুকুম কি এটা স্মরণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। নিম্নের আয়াতে জিক্‌র শব্দের অর্থ আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ ـ

"অতপর যখন তোমরা (হজ্জের) অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষগণকে স্মরণ করতে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২০০)

উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করুন আল্লাহ বলেন, "ফাজ্‌কুরুল্লাহ" আল্লাহর জিক্‌র কর, "কা জিক্‌রিকুম আবাআকুম" যেমন পিতৃ পুরুষদের জিক্‌র করতে। এখানে লক্ষ্য করুন আল্লাহর জিক্‌র করতে বলা হয়েছে তেমনভাবে, যেমন তারা তাদের পিতৃ পুরুষদের জিকির করতো। তাহলে একটু চিন্তা করে দেখুন তারা কি সকলে তাদের বাপ দাদার নাম ধরে জপ করতো ? অর্থাৎ সকল সময় কি তারা তাদের বাপ দাদার নাম জপনা করতো ? অবশ্যই নয়, বরং তারা তাদের প্রতিটি কাজ তাদের বাপ দাদা বা পূর্ব পুরুষের প্রথা-প্রচলন মত করতো। অর্থাৎ প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই তারা স্মরণ করতো, এ কাজ তাদের পূর্ব পুরুষগণ কিভাবে করতো। পুরুষানুক্রমে তাদের সমাজে এ কাজের কি প্রথা বা পদ্ধতি চলে আসছে। সে প্রথা মতই তারা কাজ করে পিতৃ পুরুষদের সব সময় স্মরণে রাখতো, কোন কাজে তাদের কথা ভুলতো না। কাজেই এখানে আল্লাহ যে বলেছেন, "তোমরা সেইভাবে আল্লাহর জিক্‌র কর যেভাবে তোমাদের পিতৃ পুরুষদের জিক্‌র করতে।" অতএব জিক্‌র শব্দ দিয়ে আল্লাহ এখানে বলেন যে, প্রত্যেকটি কাজে যেন ঈমানদারগণ আল্লাহকে স্মরণ করে অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মত যেন সকল কাজ করে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বেই যেন তাদের স্মরণ হয় এই কাজ আল্লাহ ও রসূল (স) কিভাবে করতে বলেছেন এবং সেইভাবে করে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভালভাবে বুঝার জন্য দু' একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল। প্রকৃত কথা হল প্রতিটি কাজে আল্লাহর বিধান স্মরণ ও অনুধাবন হল আসল ও সর্বোত্তম জিক্‌র।

জিক্‌র-এর একটি বাস্তব উদাহরণ হল ঃ কোন একজন ব্যবসায়ী দাড়ি পাল্লা নিয়ে ধান মাপা শুরু করেছে। এখন তার কর্তব্য হল কত দাড়ি মাপা হচ্ছে এটা ঠিক রাখা বা স্মরণ রাখা, যাতে দাড়ির সংখ্যা ভুল না হয়। এখন যদি কেউ মাপ এবং দাড়ির সংখ্যা ঠিক রাখতে চায়, তাহলে তাকে দাড়ির সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য মুখে অন্য কোন কথা নয় শুধু বলতে হবে, এক, একরে দুই, দুইরে, এ মুহূর্তে সে আল্লাহর জিক্‌র কিভাবে করবে ? যদি কেউ দাড়ি পাল্লা হাতে মাল মাপতে থাকে আর দাড়ির সংখ্যা স্মরণ না রেখে মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলে আর মাপে কম দিয়ে দেয় বা বেশী নিয়ে নেয়, এতেকি আল্লাহর জিক্‌র হবে ? মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলে মাপে কমবেশী করলে

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জিক্‌র না হয়ে হবে শয়তানের জিক্‌র। অতএব এম-তাবস্থায় আল্লাহর জিক্‌রের পদ্ধতি কি হবে ?

বান্দা যদি এ অবস্থায় সত্যি আল্লাহর জিক্‌র করতে চায় তাহলে যখনই সে দাড়ি পাল্লা হাতে নিবে সংগে সংগে তার মনে পড়বে আল্লাহর কথা। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ـ

"মাপ ঠিকমত ইনসাফের সাথে কর এবং দাড়ি পাল্লায় যেন হেরফের না থাকে।" (সূরা আর রাহমান ঃ ৯)

আল্লাহর উক্ত নির্দেশ স্মরণ করে বান্দা দাড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করবে এবং আল্লাহর হুকুমে মাপ ও দাড়ির সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য মুখে গনতে থাকবে, এক এক, দুই দুই। এই এক এক, দুই দুই-ই হল এখন আল্লাহর জিক্‌র। কারণ এই এক দুই বলার অর্থ হচ্ছে ওজনের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মান্য করা এবং মাপ ঠিক দেয়া। মাপে ভুল দিয়ে মুখে লক্ষ বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ বললেও আল্লাহর জিক্‌র না হয়ে শয়তানের জিক্‌র হবে।

পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে আমাদের সমাজে এমনসব জাকেরীনের আবির্ভাব হয়েছে যারা কাজে-কর্মে আল্লাহর বিধানের কোনই তোয়াক্কা করে না। কিন্তু সকাল-বিকাল জাক-জমকের সাথে আল্লাহর জিক্‌র করে যেন আওয়াজে মসজিদের ছাদ ফেটে যায়। কিন্তু তাদের ব্যবসায়, লেন-দেন, হাট-বাজার, বিবাহ-সাদী, বিচার-ফায়সালা, অফিস-আদালত, পার্লামেন্টে, পার্টিতে কোথায়ও আল্লাহর বিধান কায়েম নেই। এ সকল কাজ তারা হয় মন মত করে, না হয় বাপ দাদা বা সমাজের প্রথামত করে অথবা তাদের পার্লামেন্টে মানুষ যে আইন রচনা করেছে সে আইন অনুযায়ী করে, আর সকাল-বিকাল পীর সাহেবের দেয়া ওয়াজিফা অনুসারে আল্লাহর জিক্‌রে ঘর ফাটায়। তাদের এই সকাল-বিকালের আকাশ ফাটানো আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণে কি আল্লাহ্ খুশী ?

একটি মেয়ের নাম আমিনা। তার স্বামী সৌদী আরব থাকে। প্রতি মাসে টাকা পাঠায়, প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেয়। মাঝে মাঝে কাপড়-জামা এবং পছন্দনীয় সামগ্রীও পাঠায়। একজন লোক সৌদী আরব থেকে এসে আমিনাকে যদি বলে, "আমিনা আমি সৌদী আরবে তোমার স্বামীর সাথে একই 'মেসে' থাকি, কিন্তু কোন সময় তোমার স্বামীর মুখে একটি বারও তোমার নামটি পর্যন্ত শুনি না, তোমার স্বামী তোমাকে মনে হয় ভাল বাসে না।" এ লোকের মন্তব্যে আমিনা কি বলবে ? আমিনা কি তার উপর রাগ হবে না ? এবং বলবে

www.pathagar.com

না যে. আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে কি বাসে না তা আমি জানি, তোমার নিকট জানতে হবে না। আমার স্বামী কি তোমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমিনা আমিনা বলবে ? আমার স্বামী প্রতি সপ্তাহে আমার নিকট পত্র দেয় এতেকি আমি বুঝি না যে, আমার স্বামী আমাকে স্মরণ করে কি করে না?

অপর একটি মেয়ের নাম 'ছায়েরা'। তার স্বামী বিদেশে গিয়েছে কিন্তু টাকাও পাঠায় না পত্রও দেয় না। ছয় মাস অতীত হয়ে গেল, স্বামী কোন খবরও দেয় না টাকাও পাঠায় না। মেয়েটি এখন মানুষের বাড়ীতে কাজ করে খায়। এ সময় একজন লোক এসে তাকে বলে, "ছায়েরা, আমি তোমার স্বামীর সাথে একই মেসে থাকি। তোমার স্বামী তোমাকে খুবই ভালবাসে। সকাল সন্ধ্যা যখনই অবসর সময় মেসে থাকে শুধু তোমার কথা বলে, সব সময় তার মুখে 'ছায়েরা'।" ছায়েরা উত্তরে কি বলবে ? সেকি বলবে না যে, 'ঝাটা মারি তোমার ছায়েরা বলার কপালে। টাকা পাঠায় না, খোজ নেয় না, বাড়ী বাড়ী কাজ করে খেতে হয়, আর মুখে বলে ছায়েরা। কোন দরকার নেই তার ভালবাসার। সে যদি মুখে ঐ সব না বলেও আমার খোজ-খবর নিত, খোরাকী দিত তবে হত আসল ভালবাসা।"

একটি মেয়ে নাম তার মাজেদা। তার স্বামী বিদেশে থাকে। প্রতি মাসে টাকা পাঠায় প্রতি সপ্তাহে পত্র দেয়, প্রয়োজনীয় এবং পছন্দনীয় জিনিস পাঠায়। এই মেয়েটাকে একজন লোক এসে বলে, "মাজেদা, তোমার স্বামী তোমাকে খুব ভালবাসে। সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার কথা বলে।" এই মেয়েটির অবস্থা কেমন হয়। সকল দায়ীত্ব পালন করার পরও তার স্বামী সকল সময় তার কথা স্মরণ করে। একথা শুনে মহিলার অন্তর স্বামীর প্রতি সীমাহীন খুশীতে ভরপুর হয়ে যায়, তার চোখে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়। তার অন্তর স্বামীর ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। স্বামীর জন্য সর্বস্ব কুরবান করতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়।

এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে চিন্তা করলে আমরা প্রকৃত জিকরুল্লাহ কি তা বুঝতে পারবো। ১ম দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মানুষ যদি ফরজ-ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা যথাযথ পালন করে এবং গুনাহ কবীরা থেকে বিরত থাকে তাহলে বেশী বেশী তছবীহ না করলেও তাকে কোন রকম তিরস্কার করা হবে না, কারণ তার ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালনের মধ্যেই যথেষ্ট জিক্‌র ও তছবীহ রয়েছে।

কোন লোক যার ফরজ ওয়াজিব ঠিক নেই, হালাল হারামের বিচার নেই, সে যদি দিনে রাত্রে আল্লাহ আল্লাহ জিক্‌র করে, এই জিক্‌র প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে বিদ্রুপ করার শামিল।

www.pathagar.com

কোন লোক যদি ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালন করে, গুনাহ কবীরা থেকে বিরত থাকে এবং তার পরও গভীর রাত্রে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তছবীহ করে, তবে তার মর্যাদা হল সবচেয়ে উত্তম। তার হাত আল্লাহর হাত, তার পা আল্লাহর পা হয়ে যায়। তার সম্পর্কেই বলা হয়েছে " মান লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে গিয়েছে সবকিছু তার হয়ে গিয়েছে। এটাই প্রকৃত ফানা ফিল্লাহ। রসূলের সুন্নত বাদ দিয়ে চট পরিধান করে বা লেংটা হয়ে সারা রাত হালকায়ে জিক্‌র করলে তার নাম 'ফানাহ ফিল্লাহ' নয়, তার নাম 'ফানা ফিশশাইতান'। রসূলের (স) চেয়ে বড় পরহেজগার হওয়া মানেই হল গোমরাহী। রসূল যা করেছেন সে কাজকে দুনিয়াদারী মনে করা কুফরী।

তিনজন নূতন মুসলমান, যারা পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। রসূল (স)-এর নফল ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তার অসাক্ষাতে বিবিদের নিকট থেকে যা জানলেন, তাতে মনে হল রসূল (স)-এর নফল ইবাদত খুব কম। তারা মন্তব্য করলেন যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে, সুতরাং তিনি কম ইবাদত করলে চলে। সাধারণের জন্য এত কম ইবাদত করলে চলবে না। তাদের একজন বলল, "আমি সকল সময় নামাজের মধ্যে থাকবো।" অপরজন বললো, "আমি সব সময় রোজা করবো, রোজা ছাড়বো না।" অপরজন বললো, " আমি বিবাহ-সাদী করবো না শুধু আল্লাহর কাজে জীবন কাটিয়ে দিব।"

নবী (স) পর্দার অন্তরাল থেকে এদের কথা শুনতে পেয়ে বের হয়ে আসলেন। তার চেহারা মুবারক লাল ছিল, তিনি তিনজনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "এতক্ষণ এ সমস্ত অবাঞ্ছিত কথাগুলি তোমরাই বলাবলি করছিলে? তাহলে শোন, আমি সবার থেকে আল্লাহকে বেশী ভয় করি (বেশী পরহেজগার)। আমি রাত্রে আল্লাহর ইবাদত করি, আবার ঘুমও যাই। আমি নফল রোজা রাখি, আবার ভোজদারও থাকি, আমি সংসার জীবন যাপন করি। মনে রেখ এইগুলি আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে অবজ্ঞা-অস্বীকার করবে (বা আমার থেকে বড় পরহেজগার হতে চাইবে) সে আমার উম্মত নয়।"

তিনজন লোক ভাল উদ্দেশ্যে এবং ইবাদতের লক্ষ্যেই কথাগুলি বলেছিলেন, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে গৃহিত হয়নি। কারণ মার থেকে যেমন বেশী আদর করলে ডাইনি হয়, তেমনি রসূল (স) থেকে বেশী পরহেজগার হলেও সে তেমন হয়।

www.pathagar.com

আজকাল দেখা যায় একেকজন পীর বুজর্গ নামধারী পরহেজগারীর দাবীদারগণ গর্বের সাথে বলেন "আমরা রাজনীতি করি না।" রসূল (স)-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাদ দিয়ে তারা মনে মনে গর্ববোধ করেন, আর নিজেদের মনে করেন আবেদ, কামেল এবং বড় বুজর্গ। তাই আল্লামা ইকবাল বলেছেন "কি মুহাম্মাদ ছে ওফা তু হাম তেরি হ্যায় ইয়ে জাহা চিজ হ্যায় কিয়া লৌহে কলম তেরি হ্যায়।" অর্থাৎ যদি তুমি সত্যিকার অর্থে মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী হতে পার, তবে আমি আল্লাহ স্বয়ংই তোমার, দুনিয়া কোন্ ছাড় লৌহ কলমই তোমার। ভেবে দেখুন অন্যায়-অসত্য ও মিথ্যা-জুলুমের বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করে, যারা ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, জিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি উৎখাত করতে চায়। যারা রেডিও, টেলিভিশনকে মুসলমান বানাতে চায়। যারা অশ্লীলতা বেহায়াপনাকে এবং নারী স্বাধীনতার নামে পর্দা ব্যবস্থা ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রত থাকে। যারা পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলন করে এবং সাথে সাথে শরীয়তের বিধান অনুসরণ করে এবং হালাল রুজির ভিত্তিতে কঠিন জীবন যাপন করে, তাদের সাথে সম্পর্ক না রেখে বা সম্পর্ক ছিন্ন করে যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের সাথে সম্পর্ক করে এবং যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় তাদের সহায়তা নিয়ে বিশাল বিশাল খানকা বা তথাকথিত দরবার শরীফ তৈরি করে ঘরে বসে শুধু ভোগ বিলাস এবং লোক দেখানো আল্লাহ আল্লাহ্ জিক্‌র ও ধ্যান করে। এটা কি রসূলের তরিকা ? এরই নাম কি ফানাফির রসূল ? খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে বরং তাদের সহায়তা ও আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে আরামের জিন্দিগী যাপন করে মাদ্রাসা মসজিদের খেদমত ও মসজিদে বসে বসে বা বাড়ী বাড়ী গিয়ে মানুষকে শুধু কালেমার তথাকথিত দাওয়াত দেওয়াই কি আল্লাহর জিক্‌র এবং এরই নাম কি প্রকৃত ইসলাম ? এর নাম কি অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে রসূলের মক্কী তরিকায় আল্লাহ ছাড়া সকল ইলাহর বিরুদ্ধে কালেমার ঘোষণা দেওয়া ? এই কি সঠিক অর্থে আল্লাহর জিক্‌র ?

অতএব প্রকৃত জাকের এবং প্রকৃত আবেদ তারাই যারা দিনের বেলা সংগ্রামী মুজাহীদ আর রাতের বেলায় আল্লাহর সাহায্য কামনায় সিজদারত থেকে হয় রাতের দরবেশ। এটাই সকল নবী-রসূল এবং তাদের সাথীদের তরিকা। এর বিপরীত সকল রকম তরিকা আর যাই হউক আল্লাহর মনোনীত ইসলাম নয় এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর তরিকা নয়। আমাদের সকলকে তাই হতে হবে প্রকৃত মুজাহীদ, প্রকৃত জাকের এবং প্রকৃত আবেদ। এই রকম আবেদই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা)। তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বুজর্গ, দরবেশ এবং খলিফা রাশেদ, তারাই ছিলেন ফানাফিল্লাহ ফানাফির রসূল।

www.pathagar.com

অতএব সাহাবায়ে কেরামের নমুনার সাথে যাদের জীবন জিন্দেগীর মিল নেই তারা আর যাই হোক সাহাবায়ে কেরামের (রা) অনুসারী নয়। এক্তেবায়ে রসূলের ব্যাপারে তারা সাহাবাদের অনুসরণ করে না।

কি আল্লাহর জিক্‌র, কি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ, কি ইসলামী জিন্দেগী যেটাই আমরা চাই, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব সদা-সর্বদা আমাদের সকলকেই আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত মুসলমানদের কামিয়াবীর কোন পথ নেই। আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হলে প্রথমেই বুঝা দরকার যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কি ? আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক হল, আমরা তাঁর দাস, তিনি আমাদের মনিব। মনিব আর দাসের সম্পর্ক যখন যথাযথ হয় তখন দাস বন্ধুর মর্যাদা লাভ করে। তখন তাঁকে বলা হয় ওয়ালীউল্লাহ। এরপর আনছারউল্লাহ, তারপর বান্দার সর্বোচ্চ মর্যাদা তিনি হন খলিফাউল্লাহ। খলিফাউল্লাহর মর্যাদা মানুষ তখনই লাভ করতে পারে যখন আল্লাহর আইনের বিপরীত কোন সমাজ ব্যবস্থা বা কোন আইনকে তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি না থাকেন। অনৈসলামী আইনের অধীন বাস করাকে তিনি ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত নিজেকে মনে করেন এবং যে কোন মূল্যে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য তার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে যায়।

সমাজে অনৈসলামী ও আল্লাহ বিরোধী আইন চালু দেখেও যাদের মনে কোন ব্যাকুলতা থাকে না এর বিরুদ্ধে যারা কোন সংগ্রাম করে না বরং নিশ্চুপ থেকে সেই আইনকে সমর্থন করে, সে সকল লোক কি করে আল্লাহর বন্ধু হতে পারে ?

তাই আল্লাহর নবী বলেছেন ঃ যখন মুসলিম শাসকগণ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা ভুলে যায় এবং আল্লাহর রসূল (স) যা করতে বলেছেন তা করে না, অপর দিকে যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি তাই করতে থাকে, এ শাসকদের বিরুদ্ধে যারা হাত দিয়ে জিহাদ করে তারা মু'মিন, যারা মুখ দিয়ে জিহাদ করে তারা মু'মিন, যারা অন্তর দিয়ে জিহাদ করে তারা মু'মিন। এর নীচে সরিষা পরিমাণ ঈমানও নেই।

অতএব আমাদের মনে, আমাদের অন্তরে এ চেতনা লাভ ও লালন করার জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করা দরকার। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ইসলাম বিরোধী প্লাবনের মোকাবিলায় কিছুতেই ঈমানের উপর টিকে থাকা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার কতকগুলি নিয়ম আছে। এ নিয়ম পালন না করে শুধু চাইলে বা মোনাজাত করলেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায় না। যখন মক্কার কাফেরদের চরম অত্যাচারে আল্লাহর নবী বাধ্য হয়ে হিজরত করেন। মক্কা থেকে মদিনা উত্তর দিকে কিন্তু নবী (স) হযতর আবু বকর (রা)-কে নিয়ে রওয়ানা করেন দক্ষিণ দিকে। মক্কা হতে প্রায় মাইল তিনেক দক্ষিণে 'সওর' পবর্ত। নবী (স) তিনদিন এই পর্বত গুহায় অবস্থান করেন। যদি তিনি সরাসরি মদিনার দিকে রওয়ানা হতেন তাহলে কাফেরদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার খুবই আশংকা ছিল। তারা ঘোড়া এবং অন্যান্য দ্রুতগামী বাহনের অধিকারী ছিল এবং তারা এটাও জানতো যে মুসলমানগণ মদিনার দিকে হিজরত করে চলে যাচ্ছে। কাজেই যখনই তারা শুনবে যে রসূল (স) মক্কায় নেই, তখন প্রথমেই তারা মদিনার পথে ধাবিত হবে। নবী (স) অত্যন্ত দুরদর্শিতার সাথে এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করলেন যে, যদি তিনি শুরুতেই মদিনার পথ ধরেন তাহলে কাফেরগণ তাদেরকে ধরে ফেলতে পারে। তাই তিনি পরিকল্পিতভাবে তিনদিন 'সওর' পর্বতের গুহায় অবস্থান করলেন। যাতে কাফেরগণ মদিনার পথে সন্ধান করে ব্যর্থ হলে তিনি ঘুরে মদিনার পথে নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারেন। মানবীয় বুদ্ধি ও যোগ্যতার চূড়ান্ত ব্যবহারের পরও দেখা গেল কাফেরগণ 'সওর' পর্বতের ঐ গুহার মুখে পৌছে গিয়েছে যে গুহায় নবী (স) ও আবু বকর ছিদ্দিক ছিলেন।

বিভিন্ন চিহ্ন থেকে কাফেরগণ নিশ্চিত হল যে, এই গুহায়ই তারা আছে। তাই তারা নানা রকম হুমকি ধমকি শুরু করলো এবং শুরু করলো আশফালন। হযরত আবু বকর (রা) এ অবস্থায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চেহারা মারাত্মক চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লে, আল্লাহর নবী তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন সুতরাং চিন্তা নেই। এই ঘটনা কুরআন মজিদে তুলে ধরে আল্লাহ বলেন ঃ

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

www.pathagar.com

"তোমরা যদি তাকে সাহায্য না কর, তবে সে সময় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন। যখন কাফেরগণ তাকে বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়, তারা ছিল গুহার ভিতরে অবস্থিত। তখন নবী তার সাথীকে বললো, ঘাবরিয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতপর আল্লাহ তার মনে প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাকে এমন বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যা তোমরা দেখ না। আর কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাই সবার উপরে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৪০)

এখানে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যে নবী ও তাঁর সাথী নিরাপত্তা লাভ করলেন এবং কাফেরগণ পিছু হটে গেল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল শেষ পর্যন্ত নবী (স) কঠিন মুহূর্তে আবু বকরকে বললেন যে, ঘাবরিয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এবং আল্লাহও সাহায্য করলেন।

তাহলে এত কষ্টের দরকার কি ছিল ? নবীতো (স) প্রথমেই সকল সাহাবীদের নিয়ে মিছিল করে মদিনায় রওয়ানা হতে পারতেন। কাফেরগণ আক্রমণ করলে বলতেন ঘাবরিয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, আর আল্লাহও সাহায্য করতেন। গোপনে গোপনে সাহাবাদের মদিনায় পাঠানো, রাতের অন্ধকারে নিজের হিজরত, সওর পর্বতের গুহায় লুকানো এই সবকিছুর কি দরকার ছিল ? প্রকৃত কথা হল, আল্লাহর সাহায্য কখন কিভাবে আসবে এটা আল্লাহই জানেন, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। নবীর তরিকা ও আল্লাহর হুকুম হলো মানুষ তার মানবীয় বুদ্ধিকে বাস্তবতার নিরিখে ব্যবহার করবে। অতপর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে নিজেরা কাজ চালিয়ে যাবে এবং জান মালের বাজি রেখে সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকবে। যখন পরিস্থিতি প্রকৃতই ঈমানদারদের সাধ্যের অতীত হবে তখন আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন সাহায্য দান করবেন। মানুষ যদি নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ না করে তবে আল্লাহর সাহায্য আসবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

"আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেননা যে জাতি নিজেরা নিজের অবস্থার পরিবর্তন করেনা। (সূরা আর রা'দ ঃ ১১)

এই আমোঘ সত্যের প্রকাশ আমরা বদরে, অহুদে, খন্দকে সর্বত্র দেখতে পাই। আল্লাহর নবীও তাঁর সাহাবীগণ প্রথমে নিজেদের সবকিছু নিয়োগ ও ব্যায় করেছেন সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন। অতপর আল্লাহর সাহায্য এসেছে। নিজেরা কিছু না করে সুন্নতের

www.pathagar.com

খেলাফ আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহর সাহায্য আসেনা। নিজেরা চেষ্টা না করে, জানমালের কুরবানি না দিয়ে, (তথাকথিত) তাওয়াককুল করলে এটা আল্লাহর উপর তাওয়াককুল নয় এবং নবীর তরিকাও নয়। এটা ইহুদিদের সুন্নত। তারা মুছা (আঃ)-কে বলেছিলো "তুমি আর তোমার আল্লাহ যুদ্ধ কর।"

জিকরুল্লাহ ও আল্লাহর সাহায্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কথার পর যদি আমরা আত্ম বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখতে পাবো আজ মুসলমান সমাজের অবস্থা হলো এই যে, তারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বাদ দিয়ে শুধু দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পেতে চায়। কাজ না করে শুধু দোয়ার মাধ্যমে কিছু হবে বলে কুরআন এবং নবীর সুন্নতের আলোকে মোটেই আশা করা যায়না। যেমন বিবাহ না করে সন্তান লাভ করার জন্য আল্লাহর নিকট কান্না-কাটা করলে কোন ফল হয়না।

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মুসলমানদের উন্নতি ও বিজয়ের কোন আশা নেই এটা যেমন সত্য, আবার আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আমলে আখলাকে আল্লাহকে রাজি করতে হবে এবং বস্তুনিষ্ঠতার দাবি অনুযায়ি সাধ্যমত জানমাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। এটাও তেমনি সত্য। এটা করলে (ইনশাআল্লাহ) আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে।

প্রকৃত ইসলামী দল কোনটি ?

আলোচনার সবচেয়ে কঠিন বিষয় হল এ বিষয়টি আলোচনা যে, প্রকৃত ইসলামী দল কোনটি ? এত দল ও এত মতের মাঝে কোনটি সঠিক দল এটা কি করে বাছাই করা যাবে ? যত কঠিন সমস্যাই হউক ইসলাম সকল অবস্থার সমাধানই পেশ করেছে। কোন অবস্থায় ইসলাম বলেনা যে, এখানে তার পক্ষ থেকে কোন সমাধান নেই। কারণ ইসলাম হল পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (Complete code of life) অতএব ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের পক্ষে সঠিক দল বাছাই করা সম্ভব, কিন্তু আসল কথা হল, সত্যের সন্ধানী হতে হবে এবং সত্য সন্ধানী মন থাকতে হবে।

সমাজে একটা ধারণা আছে যে, যে লোক কোনদিন দল পরিবর্তন করে না সে খুব ভাল লোক। অনেকে একথা বলে তৃপ্তি লাভ করেন যে, তিনি আজীবন একই দলে আছেন, কোনদিন দল পরিবর্তন করেননি। প্রকৃতপক্ষে এটা শয়তানের একটি ধোকা ছাড়া কিছুই নয়। সত্যের সন্ধ্যানী যিনি হবেন, তিনি কখনো এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। কারণ, সকল সময় তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে সত্যকে গ্রহণ করার এবং মিথ্যাকে পরিহার করার। কোন জ্ঞানী লোকের

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গী এমন হতে পারে না যে, সত্য হউক মিথ্যা হউক যেটা ধরেছি সেটা আর ছাড়াবো না। বহু লোক নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারে নাই শুধু এই ভ্রান্ত চিন্তার কারণে। দুনিয়াবী এবং ক্ষমতা লোভী দলসমূহ যাদের নিকট ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কোন আদর্শ নেই। দলের লোকদেরকে ধরে রাখার জন্য তাদের প্রধান অবলম্বন দু'টি। (১) এই দলে থাকলে স্বার্থ সিদ্ধি হবে, ধন-দৌলত, লাইসেন্সে-পারমিট, ঠিকাদারী, পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা ইত্যাদি পাওয়া যাবে। (২) বাপ-দাদার আদর্শ কি করে ছাড়া যায় অথবা আজীবন এই দল করলাম এখন এদল ছাড়বো কেমন করে, তাহলে লোকে বলবে কি ? এ অবস্থায় পড়ে রসূল (স)-এর প্রিয় চাচা, হযরত আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করতে পারলো না। কুফরী জীবন নিয়েই তাকে মৃত্যু বরণ করতে হল।

রসূল (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী সকল যুগেই দেখা গিয়েছে ইসলাম কায়েম করার জন্য যেমন খাঁটি দল অস্তিত্ব লাভ করেছে, তেমনি ইসলামী দলকে পরাভূত করার জন্য চক্রান্তকারীদের দ্বারা ইসলামের নামে নকল দলও তৈরি হয়েছে। ইসলাম প্রিয় সরল লোকদেরকে সকল যুগেই এই নকল ইসলামী দলগুলি বিভ্রান্ত করেছে বা করার চেষ্টা করেছে। ইসলামের নামে যে সকল নকল দল সৃষ্টি হয়েছে তারা সর্বদা মুখে ইসলাম ও কুরআন সুন্নার কথা বলেছে। তারা পোষাক পরিচ্ছদ, টুপি, দাড়ী, পাগড়ী ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাক্কা মুসলমান পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কায়েম করা কখনো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা অন্যের ক্রীড়নক সেজে ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বুঝে সুঝে টাকা বা ক্ষমতার লোভে একাজ করেছে, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে মোনাফিক, ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি তাদেরকে ইসলামের নামে ব্যবহার করেছে।

যেমন কোন একটি কারখানায় শ্রমিকদের সত্যিকার স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য একটি সত্যিকার শ্রমিক আন্দোলন অস্তিত্ব লাভ করার পর, এই সত্যিকার শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য মালিক পক্ষ টাকার বিনিময়ে শ্রমিকদের দিয়েই একটি দালাল দল সৃষ্টি করে আসল দলকে ব্যর্থ করার জন্য কাজ করে।

তেমনিভাবে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণ দেখে আন্তর্জাতিক ইসলাম দুশমন ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী ইসলামী বিপ্লব ঠেকানোর কাজে ঐক্য গড়েছে। তাদের আশংকা হল বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন যদি ইসলামী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে (বিশেষ করে যুবশক্তিকে) তাহলে

www.pathagar.com

বেশ কয়টি মুসলিম দেশেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যেতে পারে। ২/১টি দেশে যদি সত্যিকার ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়ে যায়, তাহলে বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলির পতনের ঘন্টা বেজে উঠবে।

এই পতন ঠেকানোর জন্য বিশ্বের এই পরাশক্তিগুলি সকল মুসলিম দেশে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। তাদের এক নম্বর কথা হলো কোথাও যেন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। ইসলামী বিপ্লব প্রতিরোধ করার জন্য তারা সকল রকম ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, মানবতা সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে। তারা যে বিশ্বময় ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে উঠেছে তার প্রমাণ ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আলজিরিয়া, বসনিয়া ও চেচেনিয়া সহ সকল মুসলিম রাষ্ট্র।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলে ফিলিস্তিনের সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন 'হামাস'কে বিশ্বময় সন্ত্রাসী বলে চিৎকার করছে। অপর দিকে তাদের ক্রীড়নক ইয়াসীর আরাফাতকে তাদের প্রচার মাধ্যমগুলি বিশ্বময় তুলে ধরছে। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সত্যিকার মুক্তি আন্দোলনকে নস্যাত করার জন্য ইয়াসীর আরাফাতকে দিয়ে ইহুদীদের সাথে গোলামী চুক্তি করিয়ে মুসলমানে মুসলমানে আত্মঘাতি ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন, গণতন্ত্র ও মানবতার মায়া কান্নায় একদিকে দুনিয়া ভাসাচ্ছে। অপর দিকে আলজিরিয়ায় যখনই ইসলাম পন্থীগণ নির্বাচনের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় চলে যাচ্ছে, তখনই তাদের মানস সন্তান সামরিক জান্তাকে দিয়ে আলজিরিয়ার গণতন্ত্র ধুলিস্যাত করে মুসলমানদের রক্তে আলজিরিয়াকে রঞ্জিত করে দিচ্ছে।

পঞ্চাশ বছর ধরে কাশ্মীরি মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দাবিয়ে রেখে ভারত রক্তের নদী প্রবাহিত করছে। বিশ্ব ইহুদী, খৃস্টান শক্তি ও জাতি সংঘের ষড়যন্ত্রের সহায়তায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্ত, মা-বোনদের ইজ্জত, কচি শিশুদের প্রাণ, পবিত্র ধর্মীয় মসজিদ ধ্বংস সহ কোন রকম নির্যাতনই মানবতার নামে মানবতা বিধ্বংসী আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স সহ বিশ্বের পরাশক্তিগুলি তথাকথিত ন্যায়ের ও মানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

মোটকথা ইহুদী, খৃস্টান, ব্রাহ্মণ্য ও নাস্তিক সকল শক্তির মানবতা শুধু তাদের স্বার্থ রক্ষা ও ইসলাম ধ্বংসের জন্যই সংরক্ষিত। এদের তথাকথিত মানব সেবা, নারী মুক্তি, শিশু কল্যাণ সবই যে ভাওতা একথা আজ সতসিদ্ধ।

www.pathagar.com

প্রায় সকল বিদেশী এন, জি, ও, ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য ইসলামকে ধ্বংস করা, ইসলামী মূল্যবোধ নষ্ট করা।

আজ সর্ব রকম গণমাধ্যম ইসলাম বিরোধী শক্তির করায়ত্ব, এ গণমাধ্যম দ্বারা তারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে চলছে। ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত সহ সকল সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো 'মৌলবাদ' নামের ধোকার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামী চেতনাকে ধ্বংস করতে সম্মিলিতভাবে লেগে পড়েছে। জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তারা একাজে ব্যবহার করছে।

ষড়যন্ত্রের অন্ধকার, বাতিল মেঘের কড়কা বজ্র সহ সকল তুফান ও তরঙ্গ উপেক্ষা করে বিশ্বময় ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে মুসলিম তরুণগণ। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও বিপ্লবী চেতনা তুলে ধরার ফলে সকল দেশের মুসলিম তরুণগণ জাগ্রত হচ্ছে। তারা আজ ইসলামের সঠিক উপলব্ধি লাভ করার কারণে ইসলামের পক্ষে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। সামান্য সংখ্যক চেচেন মুসলমানের প্রতিরোধের মোকাবিলায় রাশিয়ার এত বড় সামরিক শক্তি ও সরঞ্জাম ব্যর্থ হয়ে বারবার ফিরে যাচ্ছে। নিরস্ত্র বসনীয় মুসলমানদের ঈমানী অস্ত্রের সামনে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় গোষ্ঠী হিমসিম খাচ্ছে।

আজ দেশে দেশে মুসলিম যুবকগণ জিহাদী চেতনায় প্রাণ উৎসর্গ করছে। শহীদের রক্তে তারা আজ নিজেদের মধ্যে পবিত্রতার অনুপম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তারা আজ ঘোষণা করে দিয়েছে, 'শির দেগা নাহি দেগা আমামা'। তাদের মুখে আজ বিদ্রোহী কবির সুরে ঝংকৃত হচ্ছে ঃ

শহীদি ইদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি।

আজ দিকে দিকে আহবান আসছে, 'তুই ও আয় এই জামাতে ছেড়েদে দুনিয়াদারী।' সারা বিশ্বে মুসলমানদের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে–

চীনো আরব হামারা হিন্দুসতাঁ হামারা।
মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতন হ্যায় সারা জাঁহা হামারা
তওহীদ কি আমানাত সিনোমে হ্যায় হামারি
আঁসা নেহি মিটানা নামো নিশা হামারা।

বিশ্বময় মুসলিম তরুণদের অবস্থা দেখে ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রগুলিকে আজ ইসলাম ভীতি রোগে আক্রমণ করেছে। তাই তারা আজ সার্বিক

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইসলামী চেতনা ধ্বংস করার জন্য তারা শক্তি ও ষড়যন্ত্র এই উভয় অস্ত্র প্রয়োগ করে যাচ্ছে। তারা মুসলিম দেশগুলিতে প্রধান তিনটি কৌশল গ্রহণ করেছে। (১) সকল মুসলিম দেশে এমন সরকার প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহযোগীতা দান, যে সরকার হবে নামে মুসলমান কিন্তু মনমগজে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলাম ও অন্ধ অনুসারী। (২) মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দালাল ধর্মীয় দল সৃষ্টি করা যাতে ধর্মের নামে ফতোয়া দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে খামোশ করা যায় এবং বিভিন্ন ইসলামী দলের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সৃষ্টি করে ইসলামী শক্তি ও সম্ভাবনাকে নস্যাত করা যায়। (৩) শত শত বিদেশী এন, জি, ও, পাঠিয়ে সেবার নামে ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতি (তাহজিব তামাদ্দুন) নষ্ট করা। বিশেষভাবে মুসলিম মহিলাদের অন্তর থেকে পর্দার অনুভূতি নষ্ট করা ও মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বহাল রেখে তাদের সহায়তা নিয়ে ইসলামের সিকড় কেটে ফেলা।

আন্তর্জাতিক এই সকল ষড়যন্ত্র বাংলাদেশেও পুরোদমে চালু রয়েছে। তাই বাংলাদেশে এমন অনেক দল সৃষ্টি হয়েছে যারা ইসলামের নামে বৈরাগ্যবাদ, করব পূজা, গানবাদ্য, গাজা–ভাং সহ বহু হারাম কাজকে চালু করেছে। ধর্মীয় কাজে সহযোগীতার নামে সরকার সহ বিভিন্ন মহল এদের সাহায্য সহযোগীতা করছে। দেশের বুকে অনেক ইসলামী দল গড়ে উঠছে এবং ২/১ বছর না যেতেই এ সমস্ত দল টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে। একদল অপর দলের বিরোধীতা করছে। অনেক দল রাজনীতি করছে, আবার কোনটি রাজনীতি বর্জন করে চলছে। কোন দল অপর দলকে প্রকাশ্যে গালি গালাজ ও ফতোয়াবাজী করছে। কোন দল আবার প্রকাশ্যে সমালোচনা বা বকাবকি করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে শ্লোপয়জন ছড়ায়। কোন দল মাল কামানোকেই শুধু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থীর করে ধর্মীয় লেবাস ধারণ করে বুলি আউরিয়ে যাচ্ছে। এরি মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে এমন দল যারা ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করছে। অতএব সাধারণ জনগণের জন্য প্রকৃত ইসলামী দল বাছাই করা বাস্তব কারণেই সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। কাজেই মুখে ইসলাম বললেই কোন দলকে ইসলামী দল বা ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে না। পোশাক দেখে বুঝা যাবে না সেটা প্রকৃত ইসলামী দল কিনা। প্রকৃত ইসলামী দল কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি তা চিনতে হবে কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে, অন্যথায় ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হতে পারে। জনগণের সুবিধার জন্য প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী দলের মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

প্রকৃত ইসলামী দলের পরিচয়

ঢাকা শহরের পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্যে যদি বলা হয়—ঢাকা শহর সেটা, যেখানে বায়তুল মোকাররম মসজিদ আছে, যেখানে লালবাগের কেল্লা আছে, বুড়ি গঙ্গা নদী আছে, নবাব বাড়ী আছে, মিরপুর চিড়িয়াখানা আছে। ঢাকা শহরে কোন পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই এবং কোন ট্রাম গাড়ী নেই।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় টুকুতে ঢাকা শহরের সবকিছু উল্লেখ না হলেও এমন সব জিনিসগুলির উল্লেখ হয়েছে যার একটা না থাকলে সেটা ঢাকা শহর হবে না। অপর দিকে যে সকল জিনিস ঢাকা শহরে নেই তার কোন একটার অস্তিত্ব দেখা গেলে সেটাও ঢাকা শহর হবে না। উপরে উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার ইসলামী দল বা ইসলামী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত নয়টি নমুনা পাঠকদের নিকট পেশ করা হল যাতে তারা বুঝতে পারেন সত্যিকার ইসলামী দল কোনগুলি বা কোনটি।

১. ইসলামী দলের উদ্দেশ্য

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হবে ইসলামী দলের উদ্দেশ্য। আল্লাহ কিসে সন্তুষ্ট হন, সেটা জানা ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। তাই এই দলের সকল সদস্যদের জন্য ইসলামী জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক। কুরআন এবং হাদীসই হল ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। তাই প্রকৃত ইসলামী দল তার কর্মীদের জন্য কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করবে। যে সকল দল তার কর্মীদের কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনে বাধ্য না করে শুধু গল্প কাহিনী ও অলী বুজর্গ ও মুরব্বিদের কথা শুনাবে তারা সঠিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দল হবে না।

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে ইসলামী দলকে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে হবে। জিহাদকে এড়িয়ে যত রকম হিকমতের কথা বলা হউক তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে না। অতএব কোন দল যদি জিহাদ বাদ দিয়ে ইসলামের অন্যান্য কাজ করে তবে সেটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন হবে না। তবে ইসলামের খেদমত হবে। কিন্তু এই দল তখনই ইসলামের খাদেম হতে পারবে যদি সত্যিকার কোন যুক্তিযুক্ত কারণে প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলন না করতে পেরে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ও সহায়ক হয়ে ইসলামের খেদমত করে। অপর দিকে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন বিরোধী হয়ে কোন দল যতই ইসলামের খেদমত বা ইসলামী কাজের দাবী করুক সে দল ইসলামী দলতো নয়ই ইসলামের খাদেমও নয়। বরং এই দল ইসলামের দুশমনদের সহায়ক। এই

www.pathagar.com

দলের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এটা কিছুতেই আশা করা যেতে পারে না। এখানেও উদাহরণ স্বরূপ সূরা সফের শানেনুযুল উল্লেখ করা যেতে পারে যেটা মুফতি সফি সাহেব তাঁর মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, একদল সাহাবী বলেছিলেন, যাতে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হন সেটা জানতে পারলে তারা জানমাল দিয়ে হলেও সেই কাজ করতেন। তখন সূরা 'সফ' নাজিল করে আল্লাহ বলে দিলেন যে, তিনি তাঁদের বেশী ভালবাসেন যারা কাতার বন্দী হয়ে এবং সীসা ঢালা প্রাচীরের মত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।[১] এভাবে বুঝা যায় যে, যদি কোন দল মুখে তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বলে ঘোষণা করে আর সে দলের কর্মসূচীতে জিহাদ না থাকে তবে দলটি আল্লাহর পছন্দনীয় দল নয়। সূরা সফে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত কাতার বন্দি হয়ে যুদ্ধ করে। (সূরা আস সফ ঃ ৪)

কাজেই ইসলামী দল হতে হলে সে দলের উদ্দেশ্য হতে হবে, ইকামতে দ্বীন বা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। কোন দলের বক্তব্য ও কাজে কর্মে যদি জিহাদের পক্ষে কিছুই না পাওয়া যায় তবে তাদের মুখের কথায় তাদেরকে ইসলামী দল মনে করা ঠিক হতে পারে না। জিহাদের বিরোধীতা করে তো ইসলামী দল হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

২. বিপ্লবের উপযোগী লোক গঠন

প্রকৃত ইসলামী দলের কর্মসূচীতে বিপ্লবের যোগ্য লোক তৈরির প্রোগ্রাম অবশ্যই থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ কুরআন নাযিল করে রসূল (স)-কে এই প্রেক্ষিতে চারটি কাজ দিয়েছেন। (ক) লোকদের নিকট আল্লাহর বানী পেশ করা। (খ) তাদের পবিত্র করা (চরিত্র গঠন করা) (গ) কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া। (ঘ) কুরআন বাস্তবায়নের কৌশল বা হিকমত শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

১. এই পুস্তকের ১৭৬নং পৃষ্ঠায় এই শানেনুযুল বর্ণিত হাদীস ও বর্ণনা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল উত্থিত করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ। তাদের পবিত্র করেন (চরিত্র গঠন করেন) এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। জুমাআ ঃ ২

কুরআনের জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষাদান করতে হলে ইসলামী বিপ্লব ও জিহাদের ট্রেনিং দান অপরিহার্য। আল্লাহর নবী তাঁর সাথীদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে তারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। জিহাদের ময়দানেও তার কর্মী (সাহাবীগণ) বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হয়ে রয়েছেন। আজও বিশ্ব আবু বকর ও ওমরের মত শাসক এবং খালিদের মত সেনাপতির সাক্ষাত পায়নি।

আধুনিক যুগেও যে দল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হতে চায়, চায় বাতিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও জিহাদ করতে সে দলকে অবশ্যই তার কর্মীদেরকে জিহাদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ট্রেনিং দিতে হবে। জিহাদের ট্রেনিং ময়দানে হতে হয় শুধু মাদ্রাসা বা খানাকায় বসে জিহাদের ট্রেনিং হতে পারে না। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সরকার কায়েম করতে হলে এমন লোক দরকার যারা চরিত্রে এবং জ্ঞানে হবেন ছাহাবায়ে কেরামের (রা) আনুসারী এবং যুদ্ধ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হবেন আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী। এক্ষেত্রে সুন্নতকে ভালভাবে বুঝতে হবে। কেউ যদি মনে করেন, রসূল (স) যুদ্ধ করেছেন, অতএব যুদ্ধ করা সুন্নত, কিন্তু রসূল (স) তীর, তলোয়ার, ঢাল, নেজা, বল্লম ইত্যাদি দ্বারা যুদ্ধ করেছেন সুতরাং আধুনিক যুগেও তীর-তলোয়ার ও নেজা-বল্লমে যুদ্ধ করা সুন্নত, এতে বুঝা গেল তিনি রসূলের সুন্নত বুঝেননি। রসুলের (স) সুন্নতকে এভাবে বুঝতে হবে যে, রসূল (স) বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন সুতরাং বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সুন্নত।[১] বাতিল শক্তি যে ধরনের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে আল্লাহর নবী (স) অনুরূপ অস্ত্রে তাদের মোকাবেলা করেছেন। তারা তীর দিয়ে আক্রমণ করলে নবী (স) তীর দিয়ে প্রতিরোধ করেছেন, তারা তলোয়ারে যুদ্ধ করলে তিনিও তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

অতএব সুন্নত হল, বাতিল যে অস্ত্রে ইসলামী আন্দোলনকে আঘাত করবে, অনুরূপ অস্ত্রে বাতিলের মোকাবেলা করতে হবে। তারা প্লেন, কামান, ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করলে ইসলামী আন্দোলনকেও প্লেন, কামান ও ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। কাজেই আজকের ইসলামী আন্দোলনকে তার কর্মীদের জন্য যুগোপযোগী ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক জ্ঞান

১. বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 'ফরজ' এখানে সুন্নত অর্থে আদর্শ বুঝানো হয়েছে ফিকাহের পরিভাষার সুন্নত নয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও সমরাস্ত্রে পারদর্শী কর্মী বাহিনী গড়তে হবে। যাদের চরিত্র ও জ্ঞান হবে ইসলামী। কাজেই আজকের যুগে যদি কেউ সত্যিকার ইসলামী দল গঠন করতে চায় তাহলে তার দলের কর্মীদের ইসলামী ইলম ও আমলের সাথে আধুনিক সকল বিদ্যা ও সমর বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করতে হবে।

এ ধরনের একটি ইসলামী দল হঠাৎ করে গঠন করা সম্ভব নয়। মাদ্রাসার কিছু ছাত্রকে দিয়ে হঠাৎ ২/১টি মিছিল করলেই এ ধরনের ইসলামী দল হবে না বা তাকে ট্রেনিং প্রাপ্ত দল মনে করা যাবে না। আধুনিক যুগে প্রকৃত ইসলামী বিপ্লবী দল গঠন করতে হলে সে দলে দ্বীনি শিক্ষা প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, প্রফেসর, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, উকিল, ব্যারিষ্টার, অফিসার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, শ্রমিক ইত্যাদি সহ যুদ্ধে পারদর্শী লোকজনের সমন্বয়ে দল গঠন করা দরকার। ইসলামী দল গঠন করতে হলে, দলে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং বিভিন্ন বিভাগে ট্রেনিং প্রাপ্ত নেতা কর্মীর সমন্বয় দরকার।

জীবন ভর কোন ট্রেনিং নেই, রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম নেই, হঠাৎ ঘোষণা দিয়ে কিছু মুরিদ বা ছাত্র নিয়ে বর্তমান সময় উপযোগী ইসলামী দল গঠন সম্ভব নয়। একটা ব্লেডের কারখানার মালিক যদি হঠাৎ সিদ্ধান্ত করে যে, এই কারখানায় আগামী কাল থেকে বন্দুক ও রাইফেল তৈরি করবে। এটা যেমন বাস্তব নয়, তেমনি একদল লোক কোন দিন সংগ্রাম করেনি, আন্দোলন করেনি, বরং সংগ্রাম, আন্দোলন ও রাজনীতি করাকে হারাম মনে করেছে। এই জনসমষ্টি যদি হঠাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যে, রাজনীতি করবে, বিপ্লব করবে, তাহলে হঠাৎ করে তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি কাজের জন্য গোড়া থেকে ট্রেনিং দিয়ে লোক তৈরি করতে হয়।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে জনগণকে এমন দল বাছাই করতে হবে, যে দলে একই সংগে কুরআন, হাদীস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা পাশাপাশি ও সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। এই দলের মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণ হবেন আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী এবং ভার্সিটির আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকজন হবেন ইসলামী জ্ঞান তথা কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সমান পারদর্শী। প্রকৃত ইসলামী দলের কর্মী বাহিনীতে সর্বরকম যোগ্যতা সম্পন্ন লোক শামিল থাকতে হবে। অন্যথায় সেটা প্রকৃত ইসলামী দল হবে না। ইসলামের পুনর্জাগরণ চাইলে জনগণকে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে দল বাছাই করতে হবে। জানা শুনা নেই হঠাৎ কোন বিষয়ে পারঙ্গমতার দাবী আল্লাহর ফেরেশতাগণও করতে পারেনি। আদম (আ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল

www.pathagar.com

ফেরেশতাকে একত্রিত করে দুনিয়ার সকল বস্তুর নাম বলতে বললেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন ঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ

"তারা বললো (হে আল্লাহ) তুমি পবিত্র (সকল অজানা থেকে মুক্ত) কিন্তু সে জিনিস সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই যা তুমি আমাদেরকে শিক্ষা দাওনি, তুমি সকল কিছুর জ্ঞান রাখ এবং সকল হিকমত তোমার করায়ত্ব।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৩২)

কাজেই ট্রেনিং এবং শিক্ষা ছাড়া হঠাৎ কোন ব্যাপারে পারদর্শি হওয়া যায় না। কোন ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরকে যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান হিসাব রক্ষকের কাজ করতে বলা হয় সেটা যেমন সম্ভব নয়, চীপ জাষ্টিসকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের কাজ করতে বলা হয় সেটাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে একটা আধুনিক ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করতে দিলে সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হঠাৎ একজন পীরের পক্ষে দেশ পরিচালনা যেমন সম্ভব নয়, হঠাৎ কিছু মাদ্রাসার ছাত্র এবং খানকার সাধক দিয়েও একটা ইসলামী আন্দোলন চালানো সম্ভব নয়। মানুষকে আল্লাহ শিক্ষা নির্ভর ও ট্রেনিং নির্ভর করেই তৈরি করেছেন। সুতরাং মানুষের পক্ষে বিনা ট্রেনিং-এ কোন বৃহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। মানব সন্তান শিক্ষা ও ট্রেনিং ছাড়া নিজের খাদ্য অখাদ্য পর্যন্ত চিনতে পারে না। মানব সন্তান ছয় মাস বয়সে নিজের পায়খানা হালুয়ার মত খায়, কিন্তু কুকুরের বাচ্চা অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়ে কখনো নিজের বিষ্ঠা খায় না। কাজেই ইসলামী দল এবং রাষ্ট্রের জন্য সকল বিভাগের ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক দরকার। যে দলে এইরূপ ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা নেই, সে দল একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দলের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না।

৩. কুরআন সুন্নাহর পদ্ধতিতে দাওয়াত দান

বর্তমান যুগে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দল হতে হলে এই দলের দাওয়াত হতে হবে পরিপূর্ণ ইসলামী দাওয়াত। অর্থাৎ কুরআন হাদীসে যেমন সকল জিজ্ঞাসার জবাব নিহিত আছে, ইসলামী দলকেও দুনিয়া আখেরাতের সকল চাহিদার মোকাবেলায় দাওয়াত পেশ করতে হবে। বর্তমান যুগের উপযোগী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা,

www.pathagar.com

শ্রমিক, পুলিশ, সেনাবাহিনী, ব্যাংক-বীমা সকল বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান কুরআন হাদীস থেকে দিতে হবে। কর্মী বাহিনীকে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দাওয়াত দিতে হবে। মনগড়া কথা, কিস্‌সা-কাহিনী ইত্যাদি দিয়ে দাওয়াত দেয়া ইসলামী আন্দোলনের জন্য শোভনীয় হবে না। ইসলামের আংশিক দাওয়াতও গ্রহণীয় হবে না। আল্লাহ তার নবীকে বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط

"হে রসূল তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি তা না কর তবে তুমি তার বার্তা (রেসালাত) প্রচার করলে না।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ز عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط

"বল ইহাই আমার পথ ঃ আল্লাহর দিকে মানুষকে আমি আহবান করি, আমি এবং আমার অনুসারীগণ স্পষ্ট দলিলের অনুসারী।" ইউসুফ ঃ ১০৮

উল্লেখিত আয়াতগুলি থেকে পরিষ্কার হয় যে, ইসলামী দল যদি রসূলের অনুসারী হয় তাহলে কুরআন ভিত্তিক দাওয়াত দিবে। যে সকল দল কুরআন ভিত্তিক দাওয়াততো দূরের কথা কুরআনের কোন আলোচনা করতে বা শুনতে রাজি হয় না এবং কুরআন প্রচারেরতো প্রশ্নই উঠে না, সেই সমস্ত দল মুখে যত কিছু দাবীই করুক তারা নবী ওয়ালা দল হতে পারে না। তাদের কাজ নবী ওয়ালা কাজ হতে পারে না। যাই হোক, প্রকৃত ইসলামী দলের দাওয়াতের নমুনা হল তারা কুরআনের নির্দেশিত পন্থায় দাওয়াত দিবে। তাদের কথা ও দাওয়াত দান কর্মসূচী কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী হবে, এর খেলাফ কোন পীর বুজর্গ বা মুরব্বির পন্থায় হবে না।

৪. তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা

ইসলামী দলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে দল তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করবে। এ দলে জন্ম (জাত), গোত্র, বংশ, ডিগ্রী প্রভৃতি কোনকিছু মানুষকে মূল্যায়নের ভিত্তি হবে না। খোদাভীতি বা তাকওয়াই হবে মানুষের মূল্যায়নের ভিত্তি। রসূল (স) হাবসী গোলামকেও সেনাপতি করেছেন। কোরায়েশ বংশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও তাঁর অধীন সৈনিক ছিলেন।

www.pathagar.com

মুতার যুদ্ধে রসূল (স) হযরত জায়েদ ইবনে হারেসাকে[১] এক নম্বর সেনাপতি করেছিলেন। যার বাহিনীতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদের মত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এছাড়া আরো কত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন।

একদিন ছাহাবায়ে কেরাম নবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে ভাল মানুষ কে ? নবী (স) বললেন, সবচেয়ে ভাল মানুষ সে, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে।—বুখারী

মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের জন্য ইসলামের স্থিরীকৃত এই মূলনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন দল যদি এই নীতির প্রতি আনুগত্যশীল না হয় তাহলে ঐ দল খাঁটি ইসলামী দলের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

সুতরাং প্রকৃত ইসলামী দল হলে তার নেতা নির্বাচনের এমন পদ্ধতি থাকতে হবে যাতে সত্যিকার যোগ্য লোক আন্দোলনের নেতৃত্বে সমাসীন হতে পারেন। ইসলামী সংগঠনে এমন নিয়ম চলতে পারে না যে, নেতার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নেতা হবেন। নেতার ছেলে নেতা হওয়া বা পীরের ছেলে পীর হওয়া এটা বেদয়াত।[২] হযরত ইব্রাহীম (আ) নেতার ছেলে নেতা হবে কিনা এই কথা আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ নাকচ করে দেন।

৫. নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি

যে কোন দলেই নেতার প্রয়োজন। নেতা ছাড়া দল হতে পারে না, হাল ছাড়া যেমন নৌকা চলতে পারে না। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاَمَارَةٍ —অর্থাৎ জামায়াত বিহীন ইসলাম নেই, নেতা বিহীন জামায়াত নেই। মানুষের জন্য নেতা সৃষ্টির পদ্ধতি যেটা আল্লাহ দিয়েছেন সেটাই। যুগে যুগে স্বয়ং আল্লাহ নেতার নিয়োগ দিয়েছেন অর্থাৎ নবী রসূলগণই ছিলেন মুসলিম সমাজের নেতা। সকল যুগে নবীগণই নেতৃত্বে ছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পর যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না, সুতরাং উম্মতের মধ্য হতেই নেতা হবেন। রসূল (স) তাঁর জীবিতাবস্থায় কাউকে নেতা নিয়োগ করে যাননি। ইচ্ছা করলে তিনিতো তাঁরই বংশ এবং আহলে বাইত হযরত আলী (রা)-কে পরবর্তী খলিফা নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে সে হুকুম দেননি। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা ছাড়া মুসলিম সমাজ চলতে পারে না। সে ব্যাপারে তাহলে কি ইসলামের

১. তিনি এক সময় দাস ছিলেন।

২. মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান (তারিখে ইসলাম)। মাওলানা আঃ রহীম (সুন্নত ও বিদয়াত),

www.pathagar.com

কোন নীতি নেই ? অবশ্যই আছে। সেটা হল রসূল (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁর সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে যেটা করেছেন সেটা। অর্থাৎ উম্মতের দায়ীত্বশীল ব্যক্তিগণ ঐকমত্য হয়ে যোগ্যতম ব্যক্তিকে খলিফা বা নেতা নিযুক্ত করা।

আল্লাহর নবী (স) বলেছেন যে, তাঁর উম্মত সর্বসম্মতভাবে ভুল সিদ্ধান্তের উপর ঐকমত্য হবে না। তাই তিনি তাঁর ছাহাবীদের প্রতি আস্থাবান হয়ে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের দায়ীত্ব দিয়ে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) খলিফা হওয়ার পর জনমত যাচাই করেছেন, সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন তাঁর প্রতি আছে কিনা। হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকালের পূর্বে হযরত ওমরকে খলিফা হিসাবে প্রস্তাব করে উম্মতের মতামত গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর তাঁর ইনতিকালের পূর্বে কয়েকজন শীর্ষ নেতাদের একটি বোর্ড করে সেই বোর্ডের উপর খলিফা নির্বাচনের দায়ীত্ব দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা)-এর ছেলেও এই বোর্ডের সদস্য হওয়ার যোগ্য ছিলেন। তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে যেন খলিফা না করা হয় এ অছিয়তও তিনি করে গিয়েছিলেন। অতপর হযরত ওসমান (রা) এই বোর্ডের দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হন, সমস্ত উম্মত সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের পর মদিনায় অবস্থানরত সাহাবীগণ হযরত আলীকে (রা) খলিফা নির্বাচিত করেন। চতুর্থ খলিফা আততায়ীর হাতে নিহত হন। তাঁর শাহাদতের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) খেলাফতে নিজ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। অতপর তিনি ইনতেকালের পূর্বে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করেন। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ইয়াজিদকে খলিফা মনোনয়নের ব্যাপারটিকে তারিখে ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস) পুস্তকে[১] নিম্নোক্ত মন্তব্যে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ "পনর বছর পর হযরত মুয়াবিয়া কায়সার ও কিসরার রুসম অনুযায়ী স্বীয় পুত্র ইয়াজিদের মত জ্ঞানহীন ও অযোগ্য লোককে তাঁর পরবর্তী গদ্দীনসীন মনোনীত করেন। এই বিদয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক কৌশল সম্পূর্ণ ব্যয় করেন। গদ্দীনসীন হিসাবে ইয়াজিদকে মানার জন্য হযরত মুয়াবিয়া প্রয়োজন মত পদ ও পুরস্কার দান করেন। যে ক্ষেত্রে পদ ও পুরস্কারে কাজ হয়নি সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে কাজ উদ্ধার করেন। এভাবে খেলাফত ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে পরিণত নয়।"

আলোচনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হল যে, রসূল (স) সহ খোলাফায়ে রাশেদীনের কেউ-ই নিজ সন্তানকে রাষ্ট্রপ্রধান পদের উত্তরাধীকারী মনোনয়ন

১. পুস্তকটি ঢাকা আলিয়ায় ফাজেল ও আলেমে পাঠ্য ছিল। বর্তমানে পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

দেননি। বরং হযরত ওমর (রা) নিষেধ করেছেন। অনেক ইসলামী দলকে দেখা যায় যোগ্যতার বিচার না করে পিতার পর পুত্রকে গদ্দীনসীন করা হয়। অনেক পীর সাহেবানও এ প্রথা বহাল রেখেছেন।

বর্তমানে এমন অনেক ইসলামী দল আছে যারা ইসলামী দল বলে পরিচয় দেয়, আসলে সেগুলি প্রকৃত কোন ইসলামী আন্দোলন নয় বা আন্দোলন ছিল না, ছিল পীর মুরিদী। পরবর্তীতে পীর সাহেব পীর মুরিদী বহাল রেখে এটাকেই আবার ইসলামী রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। স্বয়ংক্রীয়ভাবে পীর সাহেবই এ দলের প্রধান এবং মুরিদগণ হলেন এ দলের একদিকে মুরিদ এবং অপর দিকে রাজনৈতিক কর্মী।

এই পদ্ধতির সমস্যা এই যে, ইতিপূর্বে এই সকল পীরগণ রাজনীতি করতেন না এবং তা সঠিক মনে করতেন না, কেউ কেউ হারাম মনে করতেন। তারা শুধু মুরিদগণকে এমন কিছু নোসখা ও ওয়াজিফা দিতেন যাতে মনে করা হত দুনিয়ার অন্য সব কাজ দশজনের নিয়মে বা দেশের প্রথামত করে এই ওয়াজিফা ও নোসখা অনুসরণ করলেই ইসলামের দাবী আদায় হবে এবং আখেরাতে নাজাত হবে। এ রকম ধারণার কারণে বস্তুবাদী, জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এমনকি নাস্তিক কমিউনিষ্টগণ পর্যন্ত এই পীর সাহেবদের মুরিদ ছিলেন। পীর সাহেবরা যদি সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী রাজনীতি করেন তাহলে এই ধর্মনিরপেক্ষ ও কমিউনিষ্ট মুরিদানরা যে এটাকে গ্রহণ করতে পারে না এটা দিবালোকের ন্যায় সত্য। অতএব এসব বহু মতের লোক নিয়ে গঠিত পীর মুরিদীর দলের মধ্যে রসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণে নেতা নির্বাচন কিভাবে হবে। লক্ষ লক্ষ এই সকল বস্তুবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও কমিউনিষ্ট ভক্তের উপর নির্ভর করে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আট রশির পীর সাহেবের 'জাকের পার্টী' নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে একটি সিটও পেল না বরং একটি বাদে সকল সীটে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

অতএব প্রকৃত ইসলামী দল হতে হলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি থাকতে হবে। ইসলামে নেতার ছেলে, জামাই বা কোন আত্মীয়তার ভিত্তিতে নেতা হওয়ার সুযোগ ইতিহাসে তো দেখা যায়ই না কুরআন হাদীসেও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসটির প্রতি খেয়াল করলে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করতে পারবো।

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) নবী (স)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন। নবী (স) যে রোগে

www.pathagar.com

ইন্তেকাল করেছেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা) সে রোগের সময় তাঁর নিকট গিয়ে আবার ফিরে আসলেন, তখন (বাইরে) অপেক্ষমান লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আবুল হাসান, ভোরে রসূল (স)-এর তবিয়ত কেমন গিয়েছে ? আলী (রা) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভালই আছে। আব্বাস (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি কি হুজুর (স)-কে (মরণাপন্ন) দেখতে পাচ্ছ না ? আল্লাহর কসম ! তিন দিন পর তুমি ডান্ডার গোলাম হয়ে যাবে (অর্থাৎ শাসক নয় শাসিত হবে)। আমার ধারণা, এ রোগ থেকে রসূলুল্লাহ (স) আর সেরে উঠবেন না। আমি বনু আবদুল মোত্তালিব গোত্রের লোকদের চেহারা থেকেই তাঁর ওফাতের লক্ষণ চিনতে পারি। তাই আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই যে, (তাঁর অবর্তমানে) খেলাফতের দায়ীত্ব কোন্ খান্দানের উপর থাকবে। যদি আমাদের খান্দানের থাকে তবে আমরা তা জানতে পারব। যদি আমরা ভিন্ন অন্য কারো হাতে যাবে বলে জানি তবে আমরা তাকে অনুরোধ করব যে, আমাদের জন্য অসিয়ত করুন। আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম। যদি আমরা হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আর তিনি নিষেধ করে দেন, তবে জনগণ কখনও আমাদেরকে তা দেবে না। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে কখনও প্রশ্ন করব না।"

এই হাদীস থেকে ২টি জিনিস বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ঃ (১) হযরত আলী (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, রসূল (স) নিজ খান্দানের জন্য খেলাফতে গদ্দীনসীন হওয়ার উপদেশ দিবেন না। (২) রসূলের পরে ইসলামী জনগণই খলিফা নির্বাচন করবে।

কাজেই প্রকৃত ইসলামী দল বাছাই করার জন্য ঐ দলের নেতা নির্বাচন এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতির দিকে খেয়াল রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আন্দোলনের নেতা হল হাল, এই হালে যদি গোলমাল হয় নৌকা ডুবে যাবে, না হয় লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে।

৬. বায়তুলমালকে ব্যক্তিগত তহবিল না বানানো

প্রকৃত ইসলামী দলকে জিহাদ করতেই হবে। জিহাদ করার জন্য টাকা পয়সা অবশ্যই প্রয়োজন। মাল এবং জান দু'টোই জিহাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে মাল ও জান দিয়ে জিহাদের কথা বলেছেন। তাছাড়া জিহাদের জন্য শক্তি ও সরঞ্জাম মজুদ করতে হুকুম করেছেন যাতে দুশমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ـ

"তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে এবং এর দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদিগকে সন্ত্রস্ত করবে।"
(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

অতএব এই শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ইসলামী দল বা সংগঠনের একটি মজবুত বায়তুল মাল অবশ্যই থাকতে হবে। মজবুত বায়তুল মাল যাতে হতে পারে এবং যাতে জনগণ বায়তুল মালে মুক্ত হস্তে দান করেন, এ জন্য কুরআন হাদীসে শত শত উপদেশ ও আদেশ বিভিন্ন ভঙ্গিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল দান করেছেন। আল্লাহর রাস্তায় এই দানকে আল্লাহ 'করজে হাসানা' বলেছেন। এই ঋণ আল্লাহ বহুগুণে ফেরত দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত কল্যাণ পাবে না যতক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস কুরবানী না করবে।" আলে ইমরান ঃ ৯২

এই বায়তুল মাল কখনও ব্যক্তি মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এমনকি বেহিসাবীভাবে এর থেকে পয়সা খরচ করার অর্থ জাহান্নাম খরিদ করা। হাদীস শরীফে আছে, খাইবার যুদ্ধের পর যখন শহীদের লাশ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল তখন একজনের সম্পর্কে সবাই বলেছিল যে, সে শহীদ হয়েছে। আল্লাহর নবী (স) বললেন ঃ 'তাকেতো জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি, কারণ সে গনীমাতের মাল থেকে একটি জামা আত্মসাত করেছে।' বর্তমানে দেখা যায়, অনেকে জনগণের দেয়া টাকা পয়সা নিজে গ্রহণ করে, সেই টাকা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ইচ্ছামত দালান-কোঠা তৈরি, জায়গা জমি খরিদ করে এবং কিছু মাদ্রাসা মসজিদের জন্যও ব্যয় করে। তাদের দাবী হল জনগণ এই টাকা পয়সা তাদের ব্যক্তিগতভাবে দান করে। আসলে ব্যাপারটি কি ? জনগণ তাদেরকে ব্যক্তিগত দান করবে কেন ? কুরআন হাদীসে কোথাও কোন আন্দোলনের নেতাকে ব্যক্তিগতভাবে দিতে বলা হয়নি। আল্লাহর কুরআন খুলে দেখুন কোথাও বলা হয়নি যে, আমীরকে দান কর, পীরকে দান কর, খলিফাকে দান কর বরং জিহাদের তহবিলে অর্থাৎ বায়তুল মালে দান করতে বলা হয়েছে।

কুরআন শরীফে দান করতে বলা হয়েছে জিহাদ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, পথিক, ভিক্ষুক এবং ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য। কোথাও তো বলা হয়নি বুজর্গ, আলেম, নেতা বা পীরকে দান করতে ! আজ দেখা যায়, আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজন না খেয়ে আছে, প্রতিবেশী খেতে পায় না, গরীব মিসকীন হাহাকার করছে, হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় পরে আছে। থাকার জায়গাটুকু নেই, পরিধান করার কাপড় নেই, রোগের চিকিৎসা নেই, অন্ধ-পঙ্গু পড়ে আছে। তাদের দান না করে লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা মাজারে এবং পীর বুজর্গকে দান করছে। যাদের ঢাকা শহরে বড় বড় ইমারত, সুপার মার্কেট ছাড়াও গ্রামে প্রচুর জমি-জায়গা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবারে জাঁক-জমক সহ শত রকম বিলাস ব্যবস্থা রয়েছে, জনগণ তাদের দান করছে। এর অর্থ কি ? অর্থ আর কিছুই নয়, জনগণ দ্বীনের পথে দান করছে আর তারা ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করছে। জনগণকে যদি বুঝানো হতো যে, বিরাট ধনী এবং লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক কোন হুজুরকে টাকা দিলে কিছুই ফল হবে না, যদি আত্মীয়, এতিম, ফকির, মিসকীন এবং জিহাদের জন্য দান না করা হয়। জনগণ দানের আসল জায়গার পরিবর্তে বুঝেছে, হুজুরকে দান করলে সবচেয়ে বেশী সওয়াব হবে। তাইতো দেখা যায়, আল্লাহর মনোনীত পথে দান না করে জনগণ ঐ ব্যক্তিকে দান করছে যার লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। এ জন্য আল্লাহ হুশিয়ার করে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"হে ঈমানদারগণ, অনেক ওলামা এবং পীর বুজর্গ জনগণের পয়সা অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে।" (সূরা আত তওবা ঃ ৩৪)

ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা বড় বড় আলেম এবং পীর ছিল তাদেরকে আহবার এবং রোহবান বলা হয়। এরা ধর্মের নামে জনগণকে এমনভাবে বুঝাতো যাতে জনগণ এদের পয়সা দেয়া সবচেয়ে সওয়াবের কাজ মনে করতো, এটাকেই আল্লাহ জনগণের পয়সা 'অন্যায়ভাবে ভক্ষণ' বলেছেন বলে মুফাচ্ছিরীন বলেন।

কাজেই কেউ যদি সত্যিকার ইসলামী দল বলে দাবী করেন তাহলে তাদের দলে, জামায়াতে বা সংগঠনে বায়তুল মাল থাকতে হবে। যিনি এই সংগঠনের প্রধান হবেন তার যদি ব্যবসা বাণিজ্য বা কোন আয়ের উৎস থাকে তাহলে তিনি নিজের আয় দিয়ে সংসার চালাবেন এবং ফী সাবীলিল্লাহ আন্দোলন করবেন। আর যদি তার সংসার চলার মত আয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকে এবং ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য তার সকল সময় ব্যয়

www.pathagar.com

করতে হয়, তাহলে সংগঠনের বায়তুল মাল কমিটি বা কোন ফোরাম তার জন্য ভাতা ঠিক করে দিতে পারেন। যেমন—খলিফাতুল মুসলিমুনের জন্য নির্ধারিত হতো।

যে সকল দল বা জামায়াতে বায়তুল মাল নেই, অথবা বায়তুল মাল থাকলেও দলের প্রধান বায়তুল মালের মজবুতির চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত ফান্ডের মজবুতির চেষ্টা বেশী করেন এবং উভয় ফান্ডের আয়ের উৎস জনগণ, তাহলে এ দলকে খাঁটি ইসলামী দল বলা কঠিন। কোন দল যদি এমন হয় যে, দলের কোন বায়তুল মাল নেই। দলীয় প্রধান সমস্ত কালেকশন নিজের কাছে রাখেন, খরচও নিজের থেকে করেন, তাহলে এ দল পূর্ণ ইসলামী দল হতে পারে না। কারণ এই দলের প্রধান জনগণের থেকে তো বটেই, বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা থেকেও দলের নামে আয় করে সামান্যই দলের জন্য ব্যয় করে, বাকী নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য রেখে দেন। এই ধরনের দলকেও ইসলামী আন্দোলন মনে করলে হোচট খাওয়ার আশংকা আছে।

পরিষ্কার কথা হল ঃ (১) ইসলামী দলের বায়তুল মালে সকল আয় জমা হতে হবে। (২) দলীয় প্রধান বায়তুল মালকে নিজের হাতে রাখবেন না। (৩) বায়তুল মাল কমিটি বায়তুল মাল সংরক্ষণ করবে, বায়তুল মাল সম্পাদকের মাধ্যমে। (৪) বায়তুল মালের আয়-ব্যয়ের জন্য বাজেট হবে অনুমোদিত। বাজেটের আওতায় সকল রকম ব্যয় হবে। (৫) নিরপেক্ষ ও যোগ্য অডিটর দিয়ে প্রতি বছর হিসাব অডিট করে দায়ীত্বশীল বডির অনুমোদন নিবে। তাহলে বুঝা যাবে, এ দল জনগণের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে না।

৭. অন্যদের সাথে আচরণ

প্রকৃত ইসলামী দল মনগড়া পদ্ধতিতে চলবে না। কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এই দলের নিকট শত্রু-মিত্র চিহ্নিত হতে হবে। যারা বা যে সকল দল কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে ঘোষণা দিবে না, সে সকল নেতা বা দলের সাথে এই দলের কোন একাত্মতা থাকবে না। তাই বলে অনৈসলামী দলের সাথে ইচ্ছামত বা যথেচ্ছ আচরণ হবে না বরং রসূল (স)-এর তরিকায় অন্য দলের বা লোকের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে।

যেহেতু নবীর অবর্তমানে 'আল জামায়াত' (একমাত্র ইসলামী দল) বলে কোন দল দাবী করতে পারে না। সুতরাং দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৈধভাবেই পদ্ধতিগত মত পার্থক্যের কারণে একাধিক ইসলামী দল বিদ্যমান থাকতে পারে। অপর দিকে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দলও বিদ্যমান

www.pathagar.com

আছে। এই অবস্থায় প্রকৃত ইসলামী দলের ভূমিকা কি হবে?

ইসলামী দল এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আচরণ ইসলামের দুশমনদের সাথেও ইসলামী মান মত হতে হবে। অন্যান্য দলের মত তারা দুশমনির খাতিরে দুশমনি করবে না। সকল রকম বিরোধিতার মোকাবেলায় তাদের নীতি হবে, আল্লাহ বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

"মন্দকে উত্তম ভালোর দ্বারা মোকাবিলা কর, তাহলে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা সে বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়েছে।"

(সূরা হা-মীম আস-সিজদা ঃ ৩৪)

এতো গেল ইসলাম বিরোধীদের সাথে আচরণ। ইসলামী দলগুলির পরস্পর আচরণ কি হবে? আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করো না।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ২)

এই আয়াত অনুসারে প্রত্যেকটি ইসলামী দলের উচিৎ ভালো কাজে একে অপরের সাহায্য করা। ছোট খাটো মতপার্থক্য নিয়ে কোন ইসলামী দল অন্য ইসলামী দলের বিরোধিতা করতে পারে না। আমাদের দেশে যাতে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য প্রত্যেকটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী দল ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তাদের মধ্যে আপোষে অনেক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে তারা এক। কিন্তু ইসলামী দলের দাবীদারদের উচিৎ ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, একে অন্যের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ বা ফতোয়াবাজী করা কিছুতেই উচিৎ নয়। সুতরাং যে দল অনৈসলামী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে অপর ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ফতোয়াদান করে তারা ইসলামের ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণ করে না। বাতিল সরকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলসমূহের স্থায়ী কর্মনীতির একটা হল, ইসলামী দলগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে দেশের ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করা এবং এদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করা। এই সকল ধ্বংসাত্মক কাজে দেশী বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনী সদা তৎপর। সুতরাং যারা কোন ইসলামী দলের বিরুদ্ধে প্রচার ছাড়া অন্য কাজ

www.pathagar.com

পায় না তারা এই দেশী বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনীর কাজে সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করে না। এমনও দেখা যায়, একটি ইসলামী দলের সীরাতের জলসায় অন্য ইসলামী দল বিরোধিতা করে, মসজিদে পর্যন্ত অন্য দলকে ইসলামী আলোচনা বা কুরআনের দরস দিতে বাধা দান করে। এই ধরনের আত্মঘাতি ভূমিকা প্রকৃত ইসলামী দলের হতে পারে না। যারা এ সকল কাজ করে তাদের কাজই প্রমাণ করে যে, তারা প্রকৃত ইসলামী দল নয়। হয় তারা না বুঝে ভুলের মধ্যে আছে, না হয় কোন ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের হাত করে নিয়েছে।[১]

৮. পরামর্শ ভিত্তিক সংগঠন পরিচালনা

যখন নবীগণ জীবিত থাকেন তখন নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনকে আল্লাহ অহীর মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যবস্থা করেন। ভুলত্রুটির সম্ভাবনা দেখা গেলে আল্লাহ অহীর দ্বারাই সাবধান করে দেন। এরপরও আল্লাহ নবীদেরকে পরামর্শ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আখেরী নবীর ইন্তেকালের পরে অহীর দরজা বন্ধ রয়েছে। সুতরাং এখনকার ইসলামী আন্দোলনকে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরামর্শ করে সঠিক কর্মনীতি গ্রহণ করতে হবে। অনেক দল এমন দেখা যায় যে, দলের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার নিয়ম বর্তমান নেই। নামকাওয়াস্তে হয়তো বা একটা মজলিশে শুরা আছে। না দলের কোন গঠনতন্ত্র আছে না কোন স্থায়ী কর্মসূচী বা কর্মনীতি আছে। একই ব্যক্তি বা কয়েকজন দলের হর্তাকর্তা, তারা যখন যেটা বলেন সেটাই হয় দলের সিদ্ধান্ত। অপর দিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দেখা যায় দলীয় প্রধান পরামর্শ দরকার মনে করেন না। নিজে যখন তখন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন। প্রকৃত ইসলামী দলের এ ধরনের পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ এতে দল কোন ভুল কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে যার ফলে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন হওয়ার আশংকা খুব বেশী। প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন কোন খেলার বস্তু নয়। একটা দেশকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালনা করার পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী নিয়েই তাকে ময়দানে অবতরণ করতে হবে। সুতরাং একনায়কত্ব নিয়ে কোন দল প্রকৃত ইসলামী দল হতে পারে না।

---

১. আমাদের দেশে কিছু নামকা ওয়াস্তে ইসলামী দল দেখা যায়। যারা পূর্বে ইসলামী আন্দোলন করা বা রাজনীতি করা নাজায়েয ফতোয়া দিত এবং নিজেরা পীর মুরিদী করতো। এখন যে কোন ইঙ্গিতে এই পীর মুরিদী দলকে ইসলামী দল বলে মাঠে নেমে বাতিলের সাথে চ্যালেঞ্জ না দিয়ে ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা চ্যালেঞ্জ দিয়ে সরকারের বা অনৈসলামী দলের ক্রীড়নকের কাজ করছে। এরা প্রকৃত ইসলামী দল নয়। কোন অনৈসলামী শক্তি তাদের মাঠে নামিয়েছে, উদ্দেশ্য ইসলামের নামে ইসলামী দলকে ঘায়েল করা। এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৯. মুহাসাবার (আত্মসমালোচনা) প্রচলন

ইসলামী দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নমুনা হল, এই দলে সমালোচনার উর্ধ্বে কোন ব্যক্তি থাকতে পারে না। কোন ব্যক্তি নিজেকে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করতে পারবে না। কাজেই দলকে সকল সময় ত্রুটিমুক্ত করা এবং ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য দলের কার্যক্রমে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা পর্যালোচনা বা সমালোচনা করার সুযোগ সংগঠনের বিধানের ভিতরেই থাকতে হবে। যাতে সময় সময় এবং যথাসময় দলের ভূমিকায় কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে সদস্যগণ ধরিয়ে দিতে পারেন। অপর দিকে দলের প্রধান ব্যক্তি বা অন্য সকল নেতার ব্যক্তিগত জীবনে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকওয়ার ব্যাপারে বা অন্য যে কোন দুর্বলতা থাকলে তা সংশোধনের জন্য সদস্যগণ কথা বলতে পারেন, দলীয় বিধানে এ সুযোগ থাকতে হবে।

ইসলামী দলের মধ্যে দলের প্রধান সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা প্রচার করা ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। যেমন, ধারণা দেয়া হবে, আমাদের দলের প্রধান কামেল মানব, তিনি ইলহাম ছাড়া কোন কথা বলেন না। তাঁর কথা ভুল মনে হলে মনে করতে হবে নিজের ভুল। নবীর পর এমন কোন ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না যিনি ভুলত্রুটির উর্ধ্বে হবেন। হযরত ওমরের মশহুর ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন হযরত ওমর মসজিদে খুৎবা দিতে উঠলে একজন সাধারণ নাগরিক তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, "বায়তুল মাল থেকে প্রত্যেকে যে কাপড় পেয়েছে তাতে এত লম্বা কোর্তা হতে পারে না। সুতরাং খলিফা এত বড় কোর্তা কি করে পেলেন।" হযরত ওমর (রা) তাতে একটুও রাগ হননি। ঐ ব্যক্তির প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি। বরং তিনি আল্লাহর শুকরিয়া করেছেন যে, জনগণ যতদিন এমন সচেতন থাকবে ততদিন ইসলামী নেতৃত্ব সঠিক মানে থাকবে।

অতএব ইসলামী দলের একটি নুমনা হল, এখানে কোন মানুষ সমালোচনার উর্ধ্বে হবেন না। কাউকে অতি মানবের মত মর্যাদা দেয়া হবে না। প্রশংসা বয়ান করে একেবারে 'কামেলে মোকাম্মেল' বানিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কে কামেল, কে নয়, এই মীমাংসা দুনিয়ায় হবে না বা কোন মানুষ করবে না, এ কাজ একান্তভাবে আল্লাহর। যে কাজ আল্লাহর জন্য খাস সে কাজ ভক্তদের করা উচিৎ নয়।

শেষ কথা

উপরোক্ত নয়টি নমুনাই বা নয়টি বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র ইসলামী দলে থাকতে হবে এটা বক্তব্য নয়। আরও অনেক বৈশিষ্ট্য ইসলামী দলের থাকবে কিন্তু উল্লেখিত গুলির কোনটি না থাকলে সেটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন কিনা ভালভাবে দেখে শুনে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ সারা বিশ্বে

www.pathagar.com

আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী জাগরণ শুরু হয়েছে। বহুদেশে শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন দেখে বিশ্বের বাতিল শক্তিগুলি দারুণভাবে শংকিত। দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনকে ঘায়েল করার জন্য দেশী বিদেশী শক্তি একদিকে জুলুমের আশ্রয় নিচ্ছে, অপর দিকে এই আন্দোলন প্রকৃত ইসলামী আন্দোলন নয়, এই মিথ্যা ধারণা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বহু টাকা পয়সা ব্যয় করছে। লোভী আলেম দিয়ে তথাকথিত ইসলামী দল সৃষ্টি করে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দান সহ মিথ্যা বদনাম ছড়ানোর জন্য মাঠে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের চিনবার পথই হল, তাদের বক্তব্য এবং আচার আচরণ। তাদের নমুনা হল, ইসলাম কায়েমের বাস্তব কাজ করার পরিবর্তে তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা বদনাম গায়। তাদের চিনবার আরও নমুনা হল, বাতিল পন্থী খবরের কাগজগুলো তাদের কথাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। অপর দিকে বাতিল শক্তি ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা কথা বলে এইসব দল যাচাই না করেই সেই সব কথা প্রচার করে বেড়ায়। অথচ তাদের জানা থাকা দরকার ছিল যে, আল্লাহর নবী বলেছেন, "কোন কথা যাচাই না করে শুনেই প্রচার করা আর মিথ্যা বলা একই কথা।"

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দলের জন্য ময়দানে কত কাজ, অপর ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করার সময় তাদের কোথায় ? দেশে ইসলাম বিরোধী বই পুস্তকের বন্যা, তার মোকাবেলায় হাজার হাজার ইসলামী পুস্তক রচনা ও বিলি করা দরকার। কলেজ, ভার্সিটিসহ স্কুলের ছাত্রদের পর্যন্ত চরিত্র হনন করার জন্য অশ্লীল ছায়া ছবি, পর্ণ পুস্তক, টেলিভিশন, বিদেশী পর্ণ সাহিত্য ব্যাপকভাবে ছড়ানো হচ্ছে, ছাত্রদেরকে নাস্তিক বানানোর জন্য চেষ্টা চলছে, এর মোকাবেলা করার জন্য কত কাজ দরকার। ইসলাম বিরোধী কত দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজে বাজার ছেয়ে আছে তার মোকাবেলা দরকার। আজকের যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার আলোকে কুরআনী নীতিকে কিভাবে সেট করা যায় তার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী দরকার। এই সকল ময়দানে কাজ বাদ দিয়ে যারা শুধু ২/১টি সমস্যা ভিত্তিক মিছিল করে নিজেদেরকে ইসলামী দল বলে প্রচারণা চালায়, আর ইসলামী দলের বিরোধিতায় সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, তাদের বোঝা উচিত আল্লাহর নবী ইসলামী রাষ্ট্রকে মজবুত বুনীয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে চিনতে পেরেও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত কোন এ্যাকশন নেননি। কারণ বড় দুশমন আগে ঠিক না করে ঘরের দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লাভের চেয়ে ইসলামের ক্ষতিই বেশী হয়। যে আবদুল্লাহ বিন উবাই অহুদ যুদ্ধে পথিমধ্য হতে তিনশত লোক নিয়ে ফিরে গেল, রসূল (স) অহুদের ময়দান থেকে ফিরে এসে তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেননি। অথচ অহুদ

www.pathagar.com

যুদ্ধের পর বনু নজির গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করার সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিয়ে তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দেন। 'বনী নজির' যুদ্ধের সময় মুনাফিক গোষ্ঠী দুই হাজার লোক দিয়ে তাদের সহায়তা করার কথা বলে তাদেরকে নবীর কথা অমান্য করতে প্ররোচিত করে। এরপরও নবী (স) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেননি। কারণ তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিত, নামাজ পড়ত, রোজা রাখত। খন্দক যুদ্ধে বনী কুরায়জা নামক ইহুদী গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করে। যুদ্ধের পর এবং কাফের মোশরেকগণ ভেগে যাওয়ার পর যখন নবী (স) গৃহে এসে যুদ্ধের পোষাক খোলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) এসে নবীকে বলেন, আল্লাহ বনী কোরায়জাকে শায়েস্তা করার পূর্বে যুদ্ধের পোষাক খুলতে নিষেধ করেছেন। তখন তখনই রসূল (স) বনী কোরায়জার বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন এবং ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তাদের সকল পুরুষকে হত্যা এবং সকল মহিলাকে দাসী হিসাবে বন্টন করে দেন।

অপর দিকে যে মুনাফেক সর্দার এত কিছু করলো তাকে পুনরায় বনী মুস্তালিক যুদ্ধে নিজ দলে শামিল করেন। এভাবে নবীজি আসল শত্রুকে খতম না করে গৃহ শত্রুর প্রতি কোন এ্যাকশন নেননি। আজ যেখানে ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদ সম্মিলিতভাবে আমাদের দেশ থেকে ইসলামী সংস্কৃতির নাম নিশানা তুলে দিতে বদ্ধপরিকর, যেখানে তসলিমা, ঘাদানিক ও কাদিয়ানীগণ ইসলামের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে চলছে, সরকার যেখানে এন, জি, ও,দের আস্কারা দিয়ে ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা ও পর্দা ব্যবস্থা চূর্ণ করার লাইসেন্স দিচ্ছে, সুদ, মদ, জুয়া ইত্যাদিতে যেখানে দেশ ভরে যাচ্ছে, সেখানে দেশে ইসলামী আইন কায়েমের সম্মিলিত চেষ্টা না করে যে সকল ইসলামী দল বা ব্যক্তি অপর ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফতোয়া দেয়, তারা প্রকৃত ইসলামী দল কিনা ভালভাবে যাচাই করা সকল মুসলিম ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য।

সকল ইসলামী দল, যারা এ দাবী করবে যে, তারা ইসলামী হুকুমত বা ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চায় তাদের নিজেদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করা দরকার। বিভেদ সৃষ্টি আত্মঘাতি এবং ইসলামের বিনাশ, সুতরাং কোন ইসলামী দল অপর ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী বা বক্তব্য দিতে পারে না। দিলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি বা সে দল ইসলামের দুশমনদের সাহায্য করছে। যে কোন দলের মাধ্যমে যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় তবে আমার মত মতো না হলেও বা আমি ক্ষমতায় না বসলেও ইসলামের কল্যাণ হবে। যে দল ইসলামী বিপ্লব এবং ইসলামী আইন কায়েমের ঘোষণা দিয়ে বর্তমান সময়ে বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে লেগে ইসলাম বা মুসলমানদের কোন লাভ নেই। ইসলামী বিপ্লব বা ইসলামী আইন

www.pathagar.com

কায়েমের ঘোষণা দেয়া যদি এত সহজই হত তাহলে যে সকল দল 'বিসমিল্লা'হ বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহহ' বলে তারা কেন শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশে বলতে পারে না যে, তারা' আল্লাহর আইন কায়েম করবে'। আল্লাহর আইন কায়েমের ঘোষণার মানে হল—বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘোষণা। কাজেই তারা এ ঘোষণা দিবে কিভাবে ? সুতরাং এটা পরিষ্কার কথা, কোন ইসলামী দল এই বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমলে অপর ইসলামী দলের বিরুদ্ধে ফতোয়া বাজী করতে পারে না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"তাঁর মত উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে (আল্লাহর আইনের দিকে ডাকে) এবং আমলে সালেহ করে এবং বলে আমি মুসলিম (আল্লাহর অনুগত)।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৩৩)

কাজেই আজকের দিনের দাবী, সময়ের দাবী ও ইসলামের দাবী, সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের ঐক্য, শত্রুতা নয়। সুতরাং সকল নিষ্ঠাবান ইসলামী দল, ব্যক্তিত্ব ও জনগণ সকলের জন্য আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ইসলামী ঐক্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং কোন ইসলামী দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফতোয়া বাজি না করা।

মানুষের সংগঠন ভুলত্রুটির উর্দ্ধে হবে না। কোন দল বা কোন ব্যক্তিত্ব একটা সিদ্ধান্তগত ভুল করলে, কোন চিন্তাবিদ গবেষণা করতে গিয়ে কোন ভুল করলে, অথবা সে দলের সিদ্ধান্ত ও গবেষণা আমার নিকট ভুল মনে হলেই সে দলের সকল ইসলামী কার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এমনটি ইসলাম বলেনি। নবীর সাহাবীগণেরও গবেষণামূলক ভুল হয়েছে। এমনকি নবীর গবেষণা মূলক কোন ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহ অহীর মাধ্যমে সেটা সংশোধন করে দিয়েছেন। সুতরাং ভুলকে ভুলই মনে করতে হবে, ভুলের কারণে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করা যায় না। তাছাড়া একজন যেটাকে ভুল মনে করেন, অপরজন সেটাকে সঠিক মনে করতে পারেন। আমি যেটাকে ভুল মনে করি সেটাও ভুল হতে পারে অর্থাৎ আমার ভুল মনে করাটাই ভুল, আসলে বিষয়টি ভুল নয়। আল্লাহ সকল সত্যনিষ্ঠ দল ও ব্যক্তিদের ভুল বুঝাবুঝি দূর করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুমতি দান করুন। আমীন

সমাপ্ত

www.pathagar.com